লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৭ বর্ষ | ১৮তম সংখ্যা

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ চৈত্র, ১৪২১ বঙ্গাব্দ | ১০ জমা. সানি, ১৪৩৬ হিজরি | ৩১ আমান, ১৩৯৪ হি. শা. | ৩১ মার্চ, ২০১৫ ঈসাব্দ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর ১৪তম বার্ষিক শান্তি সম্মেলন ও 'ষষ্ঠ বার্ষিক আহমদীয়া মুসলিম শান্তি পুরস্কার' যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা **হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)** রচিত **'সবুজ ইশতেহার'** পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহাদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **আহমদ তারেক মুবাশ্বের**।

বইটির শুভেচ্ছা মূল্য ২০/- (বিশ টাকা)।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

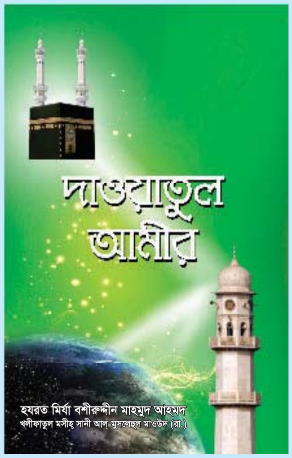

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির মূল্য **১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিক্ষিত শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে।

এটি ইতিহাস ও তথ্যের এক অতুলনীয় সন্নিবেশ। এতে হুযূর আকদাস (আই.)-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ এবং স্মরণিকার জন্য হুযূর আকদাসের বিশেষ বাণী রয়েছে।

এতে আরো রয়েছে, এই বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি থেকে পথচলার দুর্লভ ইতিহাস। রয়েছে বাংলাদেশের সকল মসজিদ ও মিশনের সচিত্র একটি সংগ্রহ। এছাড়াও এতে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা ইতিপূর্বে কখনও সামনে আসে নি। এতে রয়েছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়াও রয়েছে ঈমান উদ্দীপক ও ইতিহাস সম্বলিত অনেক প্রবন্ধ। দু'শত বত্রিশ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় আরো এমন বিষয় রয়েছে যা সত্যিই সংগ্রহ করে রাখার মত। তাই যত শিঘ্র সম্ভব আপনার কপিটি বাংলাদেশের ইশায়াত বিভাগে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করুন।

স্মরণিকাটির শুভেচ্ছা মূল্য ৩০০/- (তিন শত) টাকা। প্রয়োজনে : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৪

"Love For All, Hatred For None."
Hakim Watertechnology
"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling
46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000, Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

মুসলমানদের সর্বাধিক করণীয় জরুরী কাজটি হলো- বা-জামাত নামাযে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলা

মুসলমানদের জন্য সব থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো জামা'তে নামায পড়ার জন্য নিজেদের অভ্যস্ত করে তোলা। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নির্দেশ হলো-প্রকৃতই ধর্মের প্রধানতম অংশ, যা এর মন ও মস্তিষ্ক স্বরূপ, তা হলো একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত। আল্লাহ্‌র ইবাদতকে ছেড়ে দিলে ধর্ম শুধু আনুষ্ঠানিকতা হিসাবে থেকে যাবে এবং খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কের দাবি শুধু প্রতারণা হবে। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের প্রথম গুণ সম্বন্ধে বলেছেন যে-'ইউকীমুনাস্ সালাতা'-তারা নামাযকে কায়েম করে। অর্থাৎ নিজেও জামা'তের সাথে নামায পড়ে, যার প্রতি 'ইউকীমুনা' শব্দটি ইঙ্গিত করছে এবং অপরকেও নামায পড়ার জন্য উপদেশ দিতে থাকে, যেন জামা'ত হিসেবে নামায পড়বার বিষয়ে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। সুতরাং মোমেনদের একটি বৈশিষ্ট্য এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে-মু'মিন বাজামাত নামায পড়ে থাকে, সে শুধু নিজেই যে নামাযে মনোযোগী হয় তা-ই নয় বরং অপরকেও নামায পড়ার জন্য উপদেশ দিতে থাকে। আমি দেখেছি, অনেকে নিজেরা মনোযোগসহ নামায পড়ে থাকে কিন্তু নিজেদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। বাস্তবিকই যদি তারা আন্তরিক ও খাঁটি নিষ্ঠাবান হতো তাহলে এটা হতেই পারে না যে, কোন সন্তান, স্ত্রী অথবা ভাই বোন নামায ছেড়ে দেবে আর মু'মিন তা নিরবে মেনে নেবে! মোটকথা নামায প্রতিষ্ঠা করা এক অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। নিজে নামায পড়া, অন্যকে পড়ানো এবং আন্তরিক নিষ্ঠা ও উদ্দীপনার সাথে পড়া, ওযু করার পর ধীরে ধীরে সংবদ্ধভাবে নামায পড়া এর অন্তর্গত। হাদীসে বর্ণিত আছে যে-নামায খোদা ও বান্দার মধ্যে সাক্ষাতের একটি উপায়, যেন এর মাধ্যমে ওই ঐশীগুণাবলী যা নবীর মধ্যস্থতায় আলাহ্ তা'লা সৃষ্টি করতে চান, মু'মিনদের মধ্যে তার উন্মেষ ঘটে এবং তারা 'আলাহ্‌র রঙ' এ রঙ্গীন হয়ে যান। রসূল করীম (সা.) বা-জামাত নামাযকে এরূপ মর্যাদা দান করতেন যে-একবার এক অন্ধ ব্যক্তি তাঁর (সা.) কাছে এসে বললেন, "হে আলাহ্‌র রসূল! আমার বাড়ী থেকে মসজিদ অনেক দূরে, মসজিদে আসতে আমার খুব কষ্ট ও অসুবিধা হয়। এ কারণে যদি আমাকে অনুমতি দান করেন তাহলে আমার ঘরেই নামায পড়ে নেব। সেকালে মদীনাতে কাঁচা (মাটির) ঘর ছিল। বৃষ্টি বাদলার দিনে গলি দিয়ে পানি বয়ে যেত। দেয়ালের ভিতের সাথে ধাক্কা খেয়ে পানি বেয়ে যাবার ফলে দেয়াল ভেঙে যেত। এ কারণে পানির ধাক্কা থেকে দেয়ালকে রক্ষা করতে লোকেরা দেয়ালে সংলগ্ন রাস্তায় পোড়া ইট রেখে দিত। পাঞ্জাবীতে এই ইটকে খাংগার বলা হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও রাস্তায় পোড়া ইট রাখার প্রচলন আছে। একজন অন্ধ লোকের পক্ষে রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলা বিপদজনক। এজন্য সব সময়ই তাকে দেয়াল ঘেষে এবং দেয়াল ধরে ধরে চলতে হয়। পোড়ানো ইট বিছানো এরূপ দেয়ালের পাশ দিয়ে চলতে যেয়ে সেখানে পড়ে গিয়ে আহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

অন্ধ ব্যক্তিটি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খেদমতে নিবেদন করলেন, 'যেহেতু দেয়ালের গোঁড়ায় পাথর রাখা থাকে এবং পাথরের মাঝখান দিয়ে আমি চলতে পারি না এবং যদি দেয়ালের পাশ দিয়ে মসজিদে আসি তাহলে পড়ে গিয়ে আহত হবার আশঙ্কা আছে, এ কারণে যদি আমাকে অনুমতি দান করেন তাহলে আমি ঘরে নামায পড়ে নিতে পারি।' তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ঃ 'আচ্ছা, মসজিদে আসতে যদি আপনার বিপদের আশঙ্কা থাকে তাহলে ঘরেই নামায পড়ে নিবেন।' এ কথা শুনে অন্ধ লোকটি তার বাড়ির দিকে রওনা হলো। কিন্তু সে বেশী দূরে না যেতেই রসূলুল্লাহ্ (সা.) একজন সাহাবীকে তাকে ডেকে আনতে পাঠালেন। তিনি ফিরে এলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে বললেন-"আপনার ঘর থেকে কি আযানের আওয়াজ শোনা যায়?" উত্তরে ব্যক্তিটি বললেন, "হ্যাঁ, ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (সা.)! আযানের আওয়াজ তো ঘরে পৌঁছে যায়।" হুযূর (সা.) তখন বললেন, "আযানের আওয়াজ যেহেতু আপনার ঘরে শুনতে পান তাই পথে হোঁচট খেয়ে আহত হলেও অবশ্যই মসজিদে আসবেন।" অনুরূপভাবে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) একবার বলেছেন, "যখন এশা অথবা ফজরের নামাযের সময় হয় তখন আমার ইচ্ছা হয় যে, আমার জায়গায় কাউকে দাঁড় করিয়ে দিই আর কয়েকজনকে সাথে নিয়ে তাদের কাঁধে লাকড়ির বোঝা চাপিয়ে সারাটা শহর প্রদক্ষিণ করি এবং যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিই।" জামা'তে নামায পড়ার বিষয়ে নবী করীম (সা.) এর এ উক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ নামাযকে কায়েম করতে আদেশ দিয়েছেন, প্রতিষ্ঠিত করতে বলেছেন। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা মহানবী (সা.) লোকদের বুঝিয়েছেন, যারা বা-জামাত নামায না পড়বে, নিজেদেরকে তারা দোযখের ইন্ধনরূপে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে।

এ কথা ঠিক যে, দুনিয়াতে আরো অনেক পুণ্য কর্ম রয়েছে কিন্তু নামাযকে আল্লাহ্ তা'লা সব থেকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এবং একান্ত কোন অপারগতা অথবা অপরিহার্য কাজের প্রতিবন্ধকতা না থাকলে নামাযের সময় মসজিদে আসা খুবই জরুরী। অপরিহার্য কাজ বলতে বুঝায়, যেমন কোথাও আগুন লেগে গেল সেক্ষেত্রে আগুন নেভানোটা হলো জরুরী কাজ, নামায পরে পড়ে নিতে হবে। কিন্তু এরূপ ব্যতিক্রম ধর্মী অবস্থা ছাড়া, যে ব্যক্তি জামা'তে নামায পড়তে দুর্বলতা প্রদর্শন করবে, সে এক বড় অপরাধী সাব্যস্ত হবে। নামায মানুষকে ঐ সকল মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। কারণ বা-জামাত অর্থাৎ সকলে একত্রে নামায পড়া মুসলমানদের জন্য দৈনিক পাঁচ বার নির্ধারিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে জামাতে নামায পড়ার অভ্যাস কায়েম হয়ে গেলে সময়ের এক বিরাট অংশ তারা আল্লাহ্‌র আরাধনায় (ইবাদতে) রত থাকবে এবং নামাযের জন্য ব্যয় করা এই সময়টি তাদেরকে অশালীন ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচাতে থাকবে। অনুরূপভাবে নামাযে যখন নিজের এবং অপরের জন্যও দোয়া চলতে থাকবে, তখন সেই দোয়া খোদা তা'লার আশীষ ও করুণাকে আকর্ষণ করে তার নিজের সহ অন্যদেরও সংশোধন এবং উন্নতির কারণ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে নামাযে কুরআন করীমের যে আয়াতগুলো পাঠ করা হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার বেশী বেশী প্রশংসা ও মহিমা প্রকাশ করা হয়, তা অন্তরে এরূপ সু-প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে মানুষ পাপকে ঘৃণা করতে থাকে। সুতরাং মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বেশী জরুরী কাজ হলো নিজেকে বা-জামাত নামাযে অভ্যস্ত করার জন্য চেষ্টারত থাকা।

(৫-৬-২০০২ এর সাপ্তাহিক বদর থেকে অনুদিত)

সূচিপত্র

৩১ মার্চ, ২০১৫

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫-এর **জুমুআর খুতবা**। ৬

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ১৩
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন– ১৫

কলমের জিহাদ ১৭
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

Dr David McNaughton এর "Flaws in the Ahmadiyya Eclipse Theory" সম্পর্কে মন্তব্য ২০
ড. সালেহ মুহাম্মদ আলাদিন

আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন ২২
মাহমুদ আহমদ সুমন

বড় মনের মানুষদের করি স্মরণ ২৩
মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর দৃষ্টিতে দোয়া কবুলিয়তের পদ্ধতি সমূহ ২৫
অনুবাদ: মওলানা মোহাম্মদ আরিফুর রহিম

আমার আহমদী জীবনের ইতিকথা ২৮
খন্দকার আজমল হক

দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি ৩১
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

নবীনদের পাতা– এক দিপ্তীমান দরবেশ মোহাম্মদ তৈয়ব আলীর চট্টগ্রামে শুভ পদার্পন ৩২
সিদ্দীক রহিম

পাঠক কলাম– "আহমদীয়াতের ইতিহাসে ২৩শে মার্চ-এর গুরুত্ব ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা।" ৩৩
ফারহানা মাহমুদ তন্বী, আনোয়ারা বেগম, মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, মিলা পাটোয়ারী, শবনাম নাজ দৃষ্টি

সংবাদ ৩৬

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪২

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ ৪৭

পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা ৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে
Log in করুন **www.ahmadiyyabangla.org**

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:
www.youtub.com/shottershondhane
Please visit it

কুরআন শরীফ

সূরা আল হিজ্‌র-১৫

৮২। আর আমরা তাদেরকেও[১৫১৯] আমাদের অনেক নিদর্শন দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা তা অগ্রাহ্য করেছিল।

وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝٨٢

৮৩। আর তারা নিশ্চিন্তে পাহাড় খোদাই করে ঘর[১৫২০] বানাতো।

وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا
اٰمِنِيْنَ ۝٨٣

১৫১৯। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা গোত্র সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে– (১) লুত (আ.) এর জাতি; (২) শো'আয় (আ.) এর জাতি এবং (৩) সালেহ (আ.) এর গোত্র (সামুদ বা আসহাবুল হিজর)। এদের উল্লেখ সময়ানুক্রমে হয়নি বরং মক্কা থেকে এদের জনপদগুলোর দূরত্বের ক্রমানুযায়ী হয়েছে। লুত (আ.) এর গোত্রের জনপদটি তিনটির মধ্যে সর্বাধিক দূরত্বে অবস্থিত ছিল। অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বে ছিল 'আইকা'-এর অধিবাসীরা। 'হিজর' তাবুক এবং মদীনার মধ্যবর্তী হওয়ায় সামুদ গোত্র এই তিনটির মধ্যে নিকটতম ছিল এবং এই জন্যই সর্বশেষে এর উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাভাবিক ক্রমের বিপরীত এই অস্বাভাবিক নিয়মের কৃম গ্রহণ করার উদ্দেশ্য– কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করার নিয়ম, বিবরণকে জোরদার এবং কার্যকর করার জন্য আরবদের নিকট অপ্রসিদ্ধ জাতির উল্লেখ প্রথমে এসেছে এবং যে জাতি বা গোত্র আরবদের নিকট উত্তমভাবে জানা ছিল তাদের উল্লেখ হয়েছে সবশেষে।

১৫২০। এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, সামুদ জাতি খুব ধনী, শক্তিশালী ও সভ্য ছিল। তাদের পৃথক পৃথক গ্রীষ্মাবাস ও শীতাবাস ছিল। তারা নিরাপদে ও আরামে জীবনযাপন করতো। এমনকি গ্রীষ্মকালে যখন তারা অবসর বিনোদন ও হাওয়া পরিবর্তনের জন্য পাহাড়ে যেত এবং তাদের শীতকালের আবাসস্থলসমূহ খালি ছেড়ে যেতে তখনও তার যে কোন আক্রমণ থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করতো। এই আয়াত এও ইঙ্গিত করে যে সামুদ জাতি স্থাপত্য শিল্পে অত্যন্ত উন্নত ছিল।

হাদীস শরীফ

আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা ও তাঁর ভয়ে ক্রন্দন কর

কুরআন :

"ওয়া ইয়াখির্‌রূণা লিল আযক্বানি ইয়াবকূনা ওয়া ইয়াযীদুহু খুশুআন।"

অর্থাৎ আর যারা কাঁদতে কাঁদতে মুখ থুবরে পড়ে যায় এবং তাদের ভয় ও নম্রভাবকে আরো বাড়িয়ে দেয় (বাণী ঈসরাঈল ১১০)।

> **"মানুষ এ পৃথিবীতে হেলায় অনেক সময় নষ্ট করে। পৃথিবীর ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহ্ তা'লা থেকে বিমূখ থাকে। মানুষ যদি জানতে পারতো এর বিনিময়ে পরকালে তাদের জন্য কী অবধারিত আছে তবে তারা খোদা হতে বিমূখ হতো না বরং খোদার শাস্তি হতে বাঁচার জন্য কান্না কাটি করত।"**

হাদীস :

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার হযরত নবী করীম (সা.) এমন এক ভাষণ দিলেন, যে ধরনের ভাষণ আমি আর কখনো শুনিনি। তিনি (সা.) বলেন আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে পারতে তাহলে হাসতে খুবই কম কিন্তু কাঁদতে খুব বেশি।

বর্ণনাকারী বলেন এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সা.)) এর সাহাবীগণ কাপড়ে, মুখ ঢাকলেন এবং ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা :

আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতিকে তাঁর আবদ হবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। খুবই অল্প সংখ্যক লোক আছে যারা সর্বদা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত থাকেন। পবিত্র কুরআন পাঠে জানা যায় যারা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে ও পাপে লিপ্ত থাকে তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত আছে। মানুষের আত্মা দুর্বল। তাই সে সর্বদা নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। সে ভবিষ্যৎ এর ব্যাপারে জানে না, তাই সে তার ইচ্ছানুযায়ী আচরণ করে থাকে। তবে যারা আল্লাহ্‌কে মানে, তাঁর সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি সম্বন্ধে জানে তারা সর্বদা খোদার ভয়ে ভীত থাকে। বিগলিত চিত্তে দোয়া ও কান্না কাটির মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি চায়, তাঁর রহমত চায়।

কান্নাকাটি মানুষের হৃদয়কে নম্র করে, বিনয় সৃষ্টি করে। তাই পবিত্র কুরআন মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে, মু'মিন খোদার দরবারে কান্নাকাটি করে তার শাস্তি হতে বাঁচার কামনা করে। এর ফলশ্রুতিতে মহান খোদা তা'লা তাদের হৃদয়কে নম্র করে দেন এবং তাঁর অসন্তুষ্টির ভাবকে আরো বাড়িয়ে দেন।

হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, মানুষ এ পৃথিবীতে হেলায় অনেক সময় নষ্ট করে। পৃথিবীর ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহ্ তা'লা থেকে বিমূখ থাকে। মানুষ যদি জানতে পারতো এর বিনিময়ে পরকালে তাদের জন্য কী অবধারিত আছে তবে তারা খোদা হতে বিমূখ হতো না বরং খোদার শাস্তি হতে বাঁচার জন্য কান্না কাটি করত।

আমাদের সকলের উচিৎ মালিকি ইয়ামিদ্দীনকে স্মরণ করি আর সেই দিনের বিচার হতে বেঁচে যাবার জন্য খোদার দরবারে কান্না কাটি করি।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ

অমৃতবাণী

মন্দস্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে খোদা তা'লা কি সাহায্য করেন?

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

সুতরাং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে, খোদা কি কখনো এই রীতি গ্রহণ করেছেন এবং যখন হতে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তখন হতে তিনি কি কখনো এরূপ কাজ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি এরূপ মন্দ স্বভাববিশিষ্ট ধূর্ত, অশিষ্ট এবং খোদার নামে মিথ্যা কথা বলে এবং ত্রিশ বছর ধরে প্রতিদিন প্রতি রাত্রে খোদা তা'লার নামে মিথ্যা কথা বলে নিজের মনগড়া এক নতুন ইলহাম বানিয়ে লোকদের বলে বেড়ায় যে, খোদা তা'লার পক্ষ হতে এই ওহী অবতীর্ণ হয়েছে; আর খোদা তা'লা এরূপ ব্যক্তিকে ধ্বংস করার পরিবর্তে শক্তিশালী নিদর্শনাবলী দ্বারা তাকে সাহায্য করেন? তার দাবি সপ্রমাণ করার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আকাশে চন্দ্র ও সূর্যে গ্রহণ লাগিয়ে দেন?

অনুরূপভাবে যে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বের কিতাবসমূহে, কুরআন শরীফে, হাদীসসমূহে এবং স্বয়ং তার কিতাব বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ ছিল তা পূর্ণ করে জগদ্বাসীকে দেখান? এবং সত্যবাদীর ন্যায় ঠিক শতাব্দীর শিরোভাগে তাকে প্রেরণ করেন? এবং ঠিকই ক্রুশের প্রাধান্যের সময় যাকে খন্ডন করার জন্য ক্রুশ ধ্বংসকারী প্রতিশ্রুত মসীহের আগমন অবধারিত ছিল, তাকে এই দাবির সাথে দাঁড় করিয়ে দেন? এবং তার সমর্থনে দশ লক্ষের অধিক নিদর্শন দেখান? এবং পৃথিবীতে তাকে সম্মান প্রদান করেন? এবং পৃথিবীতে তার কবুলিয়ত বিস্তার করেন? এবং শত-শত ভবিষ্যদ্বাণী তার পক্ষে পূর্ণ করেন? এবং প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাবের জন্য নবীগণ কর্তৃক নির্ধারিত দিনে তাকে সৃষ্টি করেন? এবং তার দোয়া কবুল করেন? এবং তার বর্ণনায় প্রভাব সৃষ্টি করেন? একইভাবে তাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন? অথচ তিনি জানেন, সে একজন মিথ্যাবাদী এবং অন্যায়ভাবে জেনে-বুঝে তাঁর প্রতি মিথ্যা ওহী আরোপ করে? তোমরা কি বলতে পার আমার পূর্বে খোদা তাআলা অন্য কোন মুফতারির (যে ব্যক্তি খোদার নামে মিথ্যা কথা বলে) প্রতি এরূপ দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেছিলেন?

অতএব, হে খোদার বান্দারা! উদাসীন হয়ো না। যেন শয়তান তোমাদের কুপ্ররোচণা না দেয়। নিশ্চিতভাবে জেন, ঐ ওয়াদা পূর্ণ হল-যা আদি হতে খোদার পবিত্র নবীগণ করে আসছেন। খোদার প্রেরিত পুরুষগণ ও শয়তানের মধ্যে আজ শেষ যুদ্ধ। এটি ঐ-সময় ও ঐ-যুগ-যার প্রতি দানিয়াল নবীও ইঙ্গিত করেছিলেন। আমি সত্যবাদীদের জন্য একটি আশিষরূপে এসেছি। কিন্তু আমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা হয়েছে। আমাকে কাফের ও দাজ্জাল আখ্যা দেয়া হয়েছে। এরূপ হওয়াই জরুরী ছিল-যাতে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে যায়, যা 'গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম' আয়াতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

কেননা খোদা ***'মুনইম আলাইহিম'*** এর ওয়াদা করে এই আয়াতে বলেছেন' এই উম্মতের মধ্যে ঐসব ইহুদীও সৃষ্টি হবে, যারা ইহুদী আলেমদের সদৃশ হবে। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে ক্রুশে হত্যা করতে চেয়েছিল। তারা ঈসা (আ.)-কে কাফের, দাজ্জাল ও নাস্তিক আখ্যা দিয়েছিল। এখন চিন্তা কর, এটি কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। এটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল, প্রতিশ্রুত মসীহ্ এই উম্মতের মধ্য হতে আগমন করবে। এজন্য তার যুগে ইহুদী স্বভাববিশিষ্ট মানুষও সৃষ্টি হয়ে যাবে-যারা নিজেদের আলেম বলবে। অতএব আজ তোমাদের দেশে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে। এমন আলেম যদি না থাকত, তাহলে এই সময় কাল পর্যন্ত এই দেশের সব মুসলমান অধিবাসী আমাকে গ্রহণ করত।

সুতরাং সকল অস্বীকারকারীর পাপ এদের ঘাড়ে চাপবে। এরা ন্যায়পরায়ণতার প্রাসাদে না নিজেরা প্রবেশ করছে, না স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের প্রবেশ করতে দিচ্ছে। এরা কতই না ষড়যন্ত্র করছে! এদের গৃহে সংগোপনে কতই-না শলা-পরামর্শ করা হচ্ছে। কিন্তু এরা কি খোদার উপর জয়যুক্ত হয়ে যাবে? এরা কি সর্বশক্তিমান খোদার ইচ্ছায় বাদ সাধতে পারবে-যার সম্বন্ধে মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এরা এই দেশের খল প্রকৃতির আমীরদের এবং হতভাগ্য ঐশ্বর্যশালী বস্তুবাদী লোকদের উপর ভরসা করছে। কিন্তু খোদার দৃষ্টিতে এরা কি? খোদার দৃষ্টিতে এরা মৃত কীট মাত্র।

['তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন' পুস্তক, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৭৭-৭৯]

জুমুআর খুতবা

সচেতন জাতি গঠনের অপরিহার্যতা

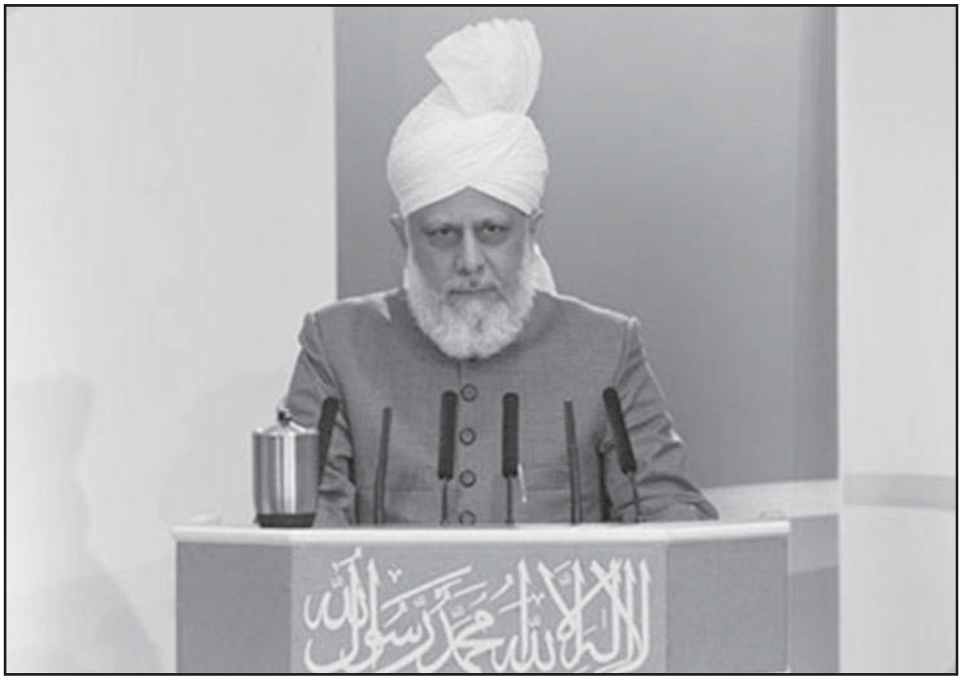

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৫-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٣ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٤ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٥

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٦ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একবার জাতিগত ব্যাধি, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং দুর্বলতা সম্পর্কে একটি খুতবা দিয়েছিলেন। সেই খুতবায় তিনি এসব দুর্বলতার কারণ এবং এথেকে জামা'তকে মুক্ত থাকার বা তা পরিহারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বর্তমানেও এ বিষয়টির প্রয়োজনিয়তা রয়েছে। তাই এ খুতবার সাহায্য নিয়ে আজ আমি এ বিষয়টি বর্ণনা করব।

ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা বা রোগ-ব্যাধি সব সময় দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো, ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি আর অপরটি হলো, জাতিগত দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি। অনুরূপভাবে গুণাবলীও দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো, ব্যক্তিগত গুণাবলী আর অপরটি জাতিগত। ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুর্বলতা হলো, সেগুলো যা ব্যক্তির মাঝে থেকে থাকে কিন্তু সমষ্টিগতভাবে জাতির মাঝে তা থাকে না। অনুরূপভাবে গুণাবলীও রয়েছে। অনেক গুণাবলী ব্যক্তির মাঝে দেখা যায় কিন্তু জাতিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে জাতির মাঝে তা থাকে না। ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞান এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজের মাঝে অনেক গুণাবলী সৃষ্টি করে নেয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত অবস্থা এবং পরিবেশ তার ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুর্বলতার কারণ হয়ে থাকে।

পাপ এবং পুণ্য সম্পর্কে এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, পাপ ও পুণ্য বা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গুণাবলী নিজ নিজ পরিবেশের প্রভাবে সৃষ্টি হয়। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যেভাবে কোন বীজ মাটি ছাড়া অঙ্কুরিত হতে পারে না বা আজকাল আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় এক ধরনের বিশেষ মাটি প্রস্তুত করা হয় যাতে পানি ধারণ এবং বীজের অঙ্কুরোদ্গম এবং সেটিকে ভালো চারায় পরিণত করার বৈশিষ্ট্য থাকে। বড় বড় পাত্রে বা গামলায় তা রাখা হয় আর বড় বড় হল ঘরে এর চাষ করা হয়। যাহোক, এটি ছাড়া বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে না। যে কোন বীজ থেকে সঠিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য বা সেটিকে অঙ্কুরিত করার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সেটিকে মাটি বা ভূমি-সদৃশ পরিবেশ সরবরাহ করা আবশ্যক। এছাড়া বীজ অঙ্কুরিত হলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে তা শুকিয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে পাপ বা পুণ্য যা কোন দুর্বলতা বা ভালো গুণের কারণে সৃষ্টি হয় তাও পরিবেশের প্রভাবেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

তাই পাপ বা পুণ্যের প্রসার ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিবেশ একটি আবশ্যকীয় বিষয়। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব যতক্ষণ পর্যন্ত কোন পাপ বা পুণ্যের জন্য ভূমি বা মাটি প্রস্তুত করে না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই পাপ বা পুণ্য বিস্তার ঘটতে পারে না বা উন্নতি করতে পারে না। কিন্তু পরিবেশও দু'ধরনের হয়ে থাকে। একই পরিবেশ সবার ওপর সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করবে তা আবশ্যক নয়। এক ধরনের পরিবেশ শুধু ব্যক্তিকে প্রভাবিত করলেও জাতিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সবাইকে তা প্রভাবিত করে না বা সবার ওপর এর প্রভাব পড়ে না। এর উদাহারণ সেই ভূমির ন্যায় যাতে বিশেষ ধরনের ফসল উৎপন্ন বা উৎপাদিত হওয়া সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, জাফরান বা কুমকুমকে নিন যা ভারতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভারতের সবখানেও এটি উৎপন্ন হয় না বরং কাশ্মীর ভূকন্ডে হয়ে থাকে আর সেখানেও একটি বিশেষ অঞ্চল রয়েছে যেখানে বিশেষ ধরনের জাফরান উৎপন্ন হয় যা উন্নত মানের।

পাকিস্তানী কৃষকরাও জানে বরং যারা ধান বা চালের ব্যবসা করে এমন অনেক মানুষ জানে যে, সুগন্ধিযুক্ত বাসমতি চাল বা ধান যা কালার অঞ্চলে হয়ে থাকে তা পাকিস্তানের অন্য আর কোন অঞ্চলে হয় না। কৃষি বিশেষজ্ঞরা সে ধরনের সুগন্ধি সৃষ্টির অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু সফল হতে পারে নি। যাহোক, বিশেষ ধরনের বীজের জন্য বিশেষ পরিস্থিতি আল্লাহ্ তা'লা প্রকৃতির নিয়মের মাঝেই সৃষ্টি করে দিয়েছেন বা নির্ধারণ করেছেন। এটি ছাড়া সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব সৃষ্টি হয় না। এরপর ভূমির প্রভাব বা ঋতুর প্রভাবও রয়েছে, এ সব কিছুই প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পক্ষান্তরে কিছু ফসল এমনও আছে যেমন গম বা বিশেষ ধরনের বাগান রয়েছে যা কোন দেশের সকল স্থানেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কম বা বেশি হলেও হতে পারে কিন্তু অবশ্যই উৎপন্ন হয়। অনুরূপভাবে পাপ এবং পুণ্যও বিশেষ পরিস্থিতির কারণে জাতিগত রূপ নিয়ে নেয় আর পুরো জাতির উন্নতি বা পতনের কারণ হয়ে যায়। ব্যক্তির পাপ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দূরীভূত হতে পারে। আর যদি চেষ্টা করে তবে শুধু পাপই দূরীভূত হবে না বরং ব্যক্তিগত গুণাবলীও তার মাঝে সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু জাতিগত প্রভাবের ফলে যে সকল পাপ বা পুণ্য সামনে আসে সেগুলোর জন্য কোন এক ব্যক্তি বা একক ব্যক্তির চেষ্টা কার্যকরী হতে পারে না। কেননা ব্যক্তি হলো সমষ্টির অংশ। সমষ্টির মাঝে যেই ত্রুটি থাকবে তা ব্যক্তির প্রচেষ্টায় দূরীভূত হতে পারে না।

কিন্তু সমষ্টির মাঝে যদি কোন ত্রুটি থাকে এর ফলে ব্যক্তিও এর ফলে প্রভাবিত হয়। যদি কোন অঞ্চলে পরিবেশই দূষিত হয় তাহলে সেই পরিবেশের ফলশ্রুতিতে সেখানে বসবাসকারী সবাই প্রভাবিত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি আমরা মানব দেহের কথাই ভাবি, ধরুন কোন ব্যক্তি যদি বিষ পান করে তাহলে সেই বিষ হাত-পা, মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রভাবিত করবে না, তা হতে পারে না। তা পুরো দেহকে প্রভাবিত করবে। অনুরূপভাবে আমাদের খাদ্য রয়েছে। মাংস, ফলফলাদি এককথায় বিভিন্ন জিনিস আমরা খেয়ে থাকি। এগুলো থেকে দেহের প্রতিটি অঙ্গ লাভবান হয়ে থাকে। কেননা, এ সকল অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের সমষ্টিই পুরো দেহ বা শরীর। তাই বিষ থেকেও তা অংশ পায় এবং ভাল খাবার থেকেও তা লাভবান হয়। অনুরূপভাবে যেই পাপ বা পুণ্য জাতিগতভাবে সৃষ্টি হয় তা পুরো জাতিকে প্রভাবিত করে। তাই জাতিগত যেসব পাপ এবং পুণ্য রয়েছে দেহের কোন বিশেষ অংশ বা কোন ব্যক্তি এর মোকাবিলা করতে পারবে না বা কোন বিশেষ ব্যক্তির সংশোধনের ফলশ্রুতিতে জাতিগত সংশোধন হতে পারে না আর এভাবে পাপও দূরীভূত করা যায় না। আর পুণ্যের প্রসারও এভাবে সম্ভব নয়। কেননা সমষ্টির প্রভাব একক ব্যক্তির ওপর বা বিশেষ অঙ্গের ওপর অবশ্যই পরে। যাহোক, এটিই হলো রীতি, যদি সমষ্টি উপকৃত হয় তাহলে ব্যক্তিও উপকৃত হবে আর সমষ্টি যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে একক অঙ্গ বা ব্যক্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই ব্যক্তির পাপ বা গুনাহ্‌কে চিহ্নিত করে চিকিৎসার মাধ্যমে তা দূরীভূত করার চেষ্টা করা যেতে পারে। আর কারো মাঝে যদি ব্যক্তিগতভাবে সচেতনতা সৃষ্টি হয় তাহলে সে নিজেও চেষ্টা করে নিজের পাপ দূর করতে পারে। কিন্তু জাতিগত ব্যাধি বা পাপ দূরীভূত করার জন্য পুরো জাতিকে ভাবতে হয়। জাতিগতভাবে যদি পাপ দূরীভূত করার জন্য সোচ্চার না হয়, চেষ্টা না করে বা জাতিগতভাবে যদি চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত না থাকে তাহলে জাতিগতভাবে সেই পাপ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায় আর একটি সময় এমন আসে যখন তা জাতির ধ্বংস ডেকে আনে।

তাই যেখানে আমাদের সবার নিজেদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক সেখানে জাতিগতভাবেও আমাদের দুর্বলতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আর সেগুলোকে চিহ্নিত করে জাতিগতভাবে এর চিকিৎসা এবং সুরাহা করা উচিত। আর এই সুরাহা এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, সমষ্টিগত বা সম্মিলিত চেষ্টা ব্যতিরেকে এবং সম্মিলিত চিকিৎসা ছাড়া আমরা কখনো সফল হতে পারব না। জাগতিক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করলেও আপনারা দেখবেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যেমন, বন্যার সময় কোন কৃষক বাঁধ দিয়ে নিজের জমিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। বাঁধ দেয়া বা এর জন্য পরিকল্পনা হাতে নেয়া সরকারের কাজ। সম্মিলিত উদ্যোগ সরকারের পক্ষ থেকে নেয়া হয়ে থাকে। ব্যক্তির সমষ্টির নাম হলো সরকার। আর যেখানে সরকারই অকর্মণ্য সেখানে পুরো জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যেভাবে পাকিস্তানে সম্প্রতি গরমের সময় যে বন্যা এসেছে সেই বন্যার সময়ও আমরা দেখেছি। আর সবসময় এটি আমরা লক্ষ্য করে থাকি। কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ এড়ানো সম্ভব। নিঃসন্দেহে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এমন যে, যখন তা আসে তখন এড়ানো কঠিন কিন্তু কিছু দুর্যোগ এমনও আছে যার ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যেতে পারে। কোন কোন দুর্যোগ দেখা দেয়ার পূর্বেই সেগুলোর পূর্বাভাষ দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু মানুষ নিজ ঔদাসীন্যের কারণে মনোযোগ দেয় না এবং এরফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যাহোক, সরকার বা জাতির মাঝে যদি দায়িত্ববোধের চেতনা না থাকে তাহলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যায় আর এটি আমরা অহরহ পৃথিবীতে লক্ষ্য করি।

তাই সংশোধনের জন্য জাতিগত সচেতনতা আবশ্যক। আহমদীয়া জামা'তের প্রেক্ষাপটে এ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই জাতিগত ব্যাধির প্রতি কীভাবে দৃষ্টি দেয়া উচিত আর কীভাবে বিষয়টি ভাবা উচিত সে সম্পর্কে বলেন, জামা'ত যদি কতিপয় দৃষ্টিকোন থেকে এগুলো সম্পর্কে প্রণিধান এবং এর চিকিৎসা করে

তাহলে লাভবান হতে পারে। এর বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। কেননা, এই মাধ্যমগুলো জাতিগত ব্যাধি নির্ণয় করতে পারে। আর এগুলো যদি শনাক্ত হয়ে যায় তাহলে চিকিৎসাও সম্ভব। প্রথম মাধ্যম হলো, সেসব শিক্ষামালা যা কোন জাতিতে প্রচলিত থাকে বা বিদ্যমান থাকে এবং যা মেনে চলা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জন্য আবশ্যক মনে করে। আর সেগুলো যদি ক্ষতিকর বিষয় হয়ে থাকে বা এ শিক্ষার যদি ক্ষতিকর ফলাফল প্রকাশ পেতে পারে যেভাবে কতিপয় ধর্মে দেখা যায় তাহলে সে শিক্ষার ফলে তাদের মাঝে পাপের জন্ম হয় এবং বিদআত মাথা চাড়া দেয় বা বিদআতের কারণে পাপের উন্মেষ ঘটে।

যদি কোন ধর্মে ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং কুপ্রথা থাকে তাহলে সে ধর্মের অনুসারী প্রত্যেক ব্যক্তি এতে প্রভাবিত হবে। আর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও এটি ক্ষতিকর ফলাফল সৃষ্টি হবে। শুধু ধর্মীয় জীবনেই নয় বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও এর কুফল প্রকাশ পাবে। কিন্তু আমরা যারা মুসলমান, কুরআনকে আল্লাহ্‌র বাণী বা আল্লাহ্ তা'লার উক্তি মনে করি আর এ কথায় বিশ্বাস রাখি যে, এই শিক্ষায় কোন ত্রুটি নেই এবং এর কোন ক্ষতিকর দিক সামনে আসতেই পারে না বা এর ফলে কোন প্রকার পাপের জন্ম হওয়া অসম্ভব। শিক্ষা যেহেতু ত্রুটিমুক্ত তাই অশুভ ফলাফল প্রকাশ পেতেই পারে না।

তাই মুসলমানরা ধরে নিয়েছে, তাদের মাঝে এখন পাপ সৃষ্টিই হতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো সকল মুসলমান কি পাপ মুক্ত? আমরা যদি আমাদের পরিবেশের ওপর দৃষ্টিপাত করি, মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা লক্ষ্য করি, তাহলে বোঝা যায়, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীই পাপে নিমজ্জিত। তাই আমাদের এটি নিয়ে ভাবা উচিত, কুরআনে কোন ত্রুটি নেই। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কুরআনে ঘোষণা করেছেন, এতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুর্বলতা নেই। এটি কামেল এবং সম্পূর্ণ শরীয়ত। যদি কুরআন শরীফের অগণিত ভবিষ্যদ্বাণী ও কথা পূর্ণ হয়ে থাকে আর আমরা দেখছি যে, তা পূর্ণ হচ্ছে তাহলে খোদার এই ঘোষণাও অবশ্যই সত্য যে, কুরআনী শিক্ষা সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে এবং এর শিক্ষা কামেল ও সম্পূর্ণ। তাই আমরা এ ঘোষণাকে অবশ্যই সত্য মনে করি।

এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে সমস্যা বা ঘাটতি কোথায়? এর উত্তর এটিই হওয়া উচিত যে, এটি বোঝার ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে। এটি মেনে চলার ক্ষেত্রে ত্রুটি রয়েছে। অতএব, কুরআনে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুর্বলতা না থাকে তাহলে নিশ্চয় আমাদের অনুধাবনে এবং আমাদের আমল বা কর্মে কোন ভ্রান্তি রয়েছে। আর অবশ্যই কুরআনে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুর্বলতা নেই, কোন ঘাটতি নেই। আর এই বোঝার ভুলের কারণেই জাতি ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত হয়েছে। এসব ভুল-ভ্রান্তি জাতির পুরনো আলেমদের কুরআনি শিক্ষাকে ভুল বোঝার কারণেও হতে পারে বা বর্তমান আলেমদের ভুল বোঝার কারণেও হতে পারে।

যাহোক, ফলাফল আমাদের চোখের সামনে সুস্পষ্ট। আলেম বা মুফাস্‌সেররা নিঃসন্দেহে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি রাখত বা রাখে আর এগুলো তাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিগত আইডিয়োলজি কিন্তু জাতি একথা বলে না যে, এটি আলেমদের ব্যক্তিগত অভিমত বরং জাতি সেইসব আলেমদের দিকে চেয়ে থাকে। তাই তাদের অনুকরণকারীরা ভুল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বা কুরআনের তফসীর না বোঝার কারণে শিক্ষা উন্নত হওয়া সত্ত্বেও লাভবান হতে পারে নি বরং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর এ কারণে জাতির মাঝে বিভিন্ন পাপ মাথা চাড়া দিয়েছে। কিছু ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি তাদের জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে যার সাথে ইসলামী শিক্ষার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। তাদের ওপর পরিবেশের প্রভাব পড়েছে, অন্যান্য ধর্মের প্রভাব পড়েছে, বিভিন্ন সমাজ এবং সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে যাকে ভুলবশতঃ ধর্মের অংশ জ্ঞান করা হয়েছে।

যাহোক, দুর্বলতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি বা রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়েছে। এটি খোদার অপার অনুগ্রহ যে, আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তভুক্ত আর এসকল পুরনো হাদীস বা রেওয়ায়েত অথবা প্রজ্ঞাহীন হাদীস বা রেওয়ায়েত বা তফসীরের আমাদের ওপর কোন প্রভাব পড়তে পারে না আর পড়া উচিতও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা একশত ভাগ নিরাপদ নই কেননা বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষ আমাদের জামা'তভুক্ত হয়। যারা অনেক সময় অনেক বিষয়ে সন্দেহের শিকার হয় বা মনে করে যে, এ বিষয়টি যদি এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আর অনেক সময় অনেক নবাগত আলেম নিজেদের ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে তফসীর করে বসে। যদিও তফসীর করা নিষিদ্ধ নয়, তফসীর হওয়া উচিত কিন্তু তফসীর করারও কিছু নীতি আছে। যাহোক, এই ভুলের কারণে আরো একটা ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটতে পারে।

তাই এই বিপত্তিকে এড়ানোর জন্য আলেমদেরও খিলাফত এবং জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনেই নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা উচিত। যাহোক, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সামগ্রীকভাবে আমরা ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত। কিন্তু নিজেদেরকে স্থায়ীভাবে ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত রাখার প্রয়োজন রয়েছে আর এর রীতি হলো, অ-আহমদীরা যে ভুল-ভ্রান্তির শিকার হয়েছে সর্বদা তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা; কেবল তবেই আমরা এসব ভুল-ভ্রান্তি যাতে আমাদের মাঝে প্রবেশ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা নিতে পারব আর জাতিগত দুর্বলতা এড়াতে সক্ষম হবো। এছাড়া এই বিষয়েও আমাদের চিন্তা করা উচিত, আমাদের চতুষ্পার্শের পরিবেশে যে সমস্ত ধর্মাবলী রয়েছে বা যে ধরনের মানুষই বসবাস করুক না কেন, ধর্মের সাথে তাদের সম্পর্ক হোক বা না হোক, কোন ধর্মে তাদের বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক, তারা আস্তিক হোক বা নাস্তিক, আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে যে, তাদের মাঝে কোন কোন জাতিগত দুর্বলতা রয়েছে।

এই কাজের গন্ডিকে পার্শ্ববর্তী দেশের জাতিগত যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে সেগুলো পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা উচিত বরং পৃথিবী এখন এত ছোট হয়ে গেছে যে, সারা পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষ পরস্পরের প্রতিবেশীর মত হয়ে গেছে। অর্থাৎ এখন দূরত্ব বলতে আর কিছু নেই আর তাছাড়া প্রচার মাধ্যমও সেই দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা তাদের গুণাবলী স্পষ্টভাবে আমাদের চোখে ধরা পড়ে আর প্রতিবেশী দেশের প্রভাবও পার্শ্ববর্তী দেশের ওপর পড়ে থাকে। বাচ্চারা যে পরিবেশে জীবন যাপন করে সেই পরিবেশ বা প্রতিবেশীদের প্রভাব বাচ্চাদের ওপরও পড়ে। পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততিদের শেখানো সত্ত্বেও পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে থাকে। এছাড়া ছেলে-মেয়েরা বেশীর ভাগ সময় স্কুলে বা অন্যান্য বন্ধুদের সাথে খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকে বা আজকের যুগে ঘরেই এমনসব বন্ধু পাওয়া যায় যারা টেলিভিশনের মাধ্যমে ঘরে প্রবেশ করেছে, যা ছোট-বড় সবার ওপর সমানভাবে প্রভাব ফেলছে এর ফলে ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতার কথা শুনতে চায় না।

আর পিতা-মাতারাও নিজেদের ব্যস্ততার কারণে বা অন্য কোন কারণে ছেলে-মেয়েদের সাথে দূরত্ব বাড়িয়ে চলেছেন। আর অনেকে এমনও আছেন যারা ঘরে স্বয়ং এগুলোর মাধ্যমে অর্থাৎ টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের পরিবেশকে কলুষিত করছেন। আর এর আবশ্যকীয় ফলাফল যা প্রকাশ পায় এবং পাচ্ছে তাহলো, পিতা-মাতারা সন্তানদের ওপর যুলুম বা অত্যাচার আরম্ভ করে আর ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতার সম্মান করে না। আর বলে দেয়, এই পরিবেশে আমাদেরকে এভাবেই থাকতে হবে। এখানে যদি এসে থাক তাহলে এভাবেই জীবন কাটিয়ে দিতে হবে। আর এগুলো তখন আর ব্যক্তিগত দুর্বলতা থাকে না বরং তা জাতিগত দুর্বলতা এবং পাপে পর্যবসিত হয়। ঘর ধ্বংস হচ্ছে। পিতা-মাতা সন্তান সন্ততিকে আধ্যাত্মিকভাবেও হত্যা করছে আর দৈহিক ভাবেও। পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থা এমনিতেই স্বাধীনতার নামে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে, আর এটি হচ্ছে জাতিগত পাপ, কিন্তু কতক আহমদীও এর গ্রাসে পরিণত হচ্ছে।

এটি জাতিগত পাপে পর্যবসিত হয়ে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে যাওয়ার এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মানার পর পুনরায় আমাদের অজ্ঞতায় ফিরে যাওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে জাতিগতভাবে এ সকল পাপ থেকে মুক্ত থাকার প্রচেষ্টাকে আরো বেগবান করা প্রয়োজন। তাই জামা'তে আহমদীয়ার ব্যবস্থাপনার সকল বিভাগ এই বিষয়ে মনোযোগ দেয়ার জন্য সম্মিলিতভাবে বসুন এবং পরিকল্পনা হাতে নিন আর যদি কোন দুর্বলতা থেকে থাকে তাহলে এখন থেকেই সেটি নির্মূল করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা না করুন, পাছে জাতি হিসেবে বা জাতিগত পর্যায়ে পাশ্চাত্যের রোগ-ব্যাধি আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করে না বসে। আমরা এ পৃথিবীর চিকিৎসার গুরু দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়েছি। আমরা এ অঙ্গীকার করেছি, এ ঘোষণা দিয়েছি, আমরা এ পৃথিবীর চিকিৎসা করবো বা সংশোধন করবো। চিকিৎসকরাই যদি রোগাক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে এ পৃথিবী থেকে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত রোগ-ব্যাধি কে দূর করবে? আর একথাটিও সামনে রেখে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত, কোন জাতিতে তাদের নির্দিষ্ট অবস্থার কারণে কিছু পুণ্যের বা নেকীরও জন্ম হতে পারে আর কিছু দুর্বলতাও মাথাচাড়া দিতে পারে। এর দৃষ্টান্ত হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এভাবে দিয়েছেন, আমাদের জামা'ত আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সর্বত্র প্রসার লাভ করেছে আর আল্লাহ্ তা'লা দূর-দূরান্তের মানুষের মন জয় করছেন। এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামা'’ত ব্যাপক প্রসারতা লাভ করেছে। একইসাথে আমাদের জামা'তের এটিও বিশ্বাস, কখনো অ-আহমদীদের পিছনে নামায পড়া উচিত নয়। কেননা গয়ের আহমদী ইমাম সেই ইমামকে মান্য করেনি যাকে আল্লাহ্ তা'লা যুগ ইমাম হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আর শুধু অস্বীকারই করে নি বরং তারা চরম নোংরা ভাষা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

অতএব, আমরা খোদার মনোনীত ইমামের ওপর মানুষের নিযুক্ত ইমামকে প্রাধান্য দিতে পারি না। তাই আমরা তাদের পিছনে নামায পড়ি না। এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সবখানেই জামা'তের কেন্দ্র রয়েছে আর মসজিদও রয়েছে, যেখানে আহমদীরা বা-জামা'ত নামায পড়তে পারে বা পড়ে। কিন্তু কিছু অঞ্চল এখন পর্যন্ত এমনও আছে যেখানে দু-একটি আহমদী পরিবার বসবাস করেন। তাই তারা নিজেদের ঘরেই নামায পড়েন। সম্মিলিতভাবে বা জামা'তবদ্ধভাবে নামায পড়ার পরিবর্তে সবাই ব্যক্তিগতভাবে নামায পড়ে থাকে। এদিকে আমি পূর্বেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, ঘরেও যদি বা-জামা'ত নামায পড়ে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। বা অনেকে ব্যস্ততার অজুহাতে পৃথকভাবে নামায পড়ে নেয়। অনেকে কাজের ব্যস্ততার কারণে নামায জমা করে পড়ে। এই কারণগুলোর জন্য দায়ী হলো, মসজিদে যাওয়ার প্রতি মনোযোগ নেই বা কতিপয় জায়গায় কাছাকাছি মসজিদও নেই আর পাশে যে গয়ের আহমদী মসজিদ আছে সেই মসজিদে আমাদের যাওয়ারও অনুমতি নেই বা আরো কিছু কারণ থাকতে পারে। যার ফলে নামায পড়ে ঠিকই কিন্তু ঘরে পড়ে আর বাজামা'ত নামাযের প্রতি মোটের ওপর মনোযোগ নেই বা অযথা নামায জমা করার প্রতি আকর্ষণ বা প্রবণতা বেড়ে গেছে। বারবার মনোযোগ আকর্ষণ করা সত্ত্বেও এবং বারবার নসীহত করা সত্ত্বেও একটা বিরাট শ্রেণীর মাঝে বাজামা'ত নামায পড়ার প্রতি কোন আগ্রহ বা উৎসাহ দেখা যায় না। এটি যেন এক জাতিগত ব্যাধিতে পরিণত হচ্ছে।

তাই এর যথাযথ চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। এটি কোন ব্যক্তিগত ব্যাধি নয় যে, অমুক ব্যক্তি মসজিদে নামায পড়তে আসেনি। যেভাবে মনোযোগ হীনতা বা মনোযোগ শূন্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এর ফলে এখন এটি জাতিগত ব্যাধি এবং দুর্বলতায় পর্যবসিত হচ্ছে। পরিস্থিতির কারণে বা সুযোগ সুবিধা বাজামা'ত নামাযের গুরুত্বকে খাটো করে দেখাচ্ছে। নিঃসন্দেহে আহমদীরা ঘরে নামায পড়ে। আর তাদের মাঝে অনেকেই এমনও আছে যারা অত্যন্ত বিগলিত চিত্তে, আকুতি-মিনতির সাথে নামায পড়ে থাকে। যেখানে অন্যান্য মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী হয়ত এমন মনোযোগের সঙ্গে নামায পড়ে না কিন্তু তা সত্ত্বেও বাহ্যিকতার খাতিরে হলেও যারা নামায পড়ে তারা মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে থাকে। আর এখন তো পাকিস্তান থেকেও এই সংবাদ আসে যে, গয়ের আহমদীদের ভেতর মসজিদে যাওয়ার প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে। এক্ষেত্রে একথা জানা নেই যে, তারা মনোযোগ সহকারে নামায পড়ে কি না কিন্তু মসজিদে অবশ্যই যায় আর সেখানে আমাদের জামা'তের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত এবং আজেবাজে কথাও তারা শুনে থাকে। আর এ কারণে তাদের হৃদয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ঘৃণাও দানা বাঁধছে। পাপ তো অবশ্যই তাদের মাঝে সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু এ বিষয়টি সত্য যে, তারা মসজিদে যায়। আমরা যদি মসজিদে যাই তাহলে পাপ দূরীভূত করার জন্য গিয়ে থাকি তাই আমাদের মসজিদে যাওয়া আর তাদের মসজিদে যাওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কিন্তু তাদের মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু আমাদের এ ক্ষেত্রে এখনও অনেক ঘাটতি আছে।

তাই আমাদের এদিকে মনোযোগ দিতে হবে। সত্যিকার অর্থে মু'মিনরাই মসজিদ আবাদ করে থাকে। আর সত্যিকার মু'মিন হলো তারাই যারা যুগ ইমামকে মেনেছে। তারা নয় যারা ইবাদতের নামে ফিৎনা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। জাতিগতভাবে মসজিদে গিয়ে নামায না পড়া বা নামায জমা করার ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা এবং সম্ভাবনা তখন বেড়ে যায় যখন আমরা দেখি যে, শিশু-কিশোরদের হৃদয়ে নামাযের গুরুত্ব ক্রমশঃ লোপ যাচ্ছে আর অনেক ছেলেমেয়ে পিতা-মাতার অবস্থা দেখে একথাও বলা আরম্ভ করেছে যে, প্রতিদিন তিন বেলা নামায হয়ে থাকে। যখন বলা হয়, পাঁচবেলা নামায পড়তে হয় তখন তারা বলে, আমরা কিন্তু আমাদের পিতা-মাতাকে তিন বেলাই নামায পড়তে দেখেছি। তাই সর্বত্র এ সম্পর্কে মনোযোগ দেয়া এবং পরিকল্পনা করা

প্রয়োজন নতুবা ভবিষ্যৎ প্রজন্মে এটি জাতিগত ব্যাধির আকারে দেখা দিবে। নিজেদের পরিবেশের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিয়ে, আমাদেরকে ব্যাপকতর পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে।

আজকে পৃথিবীর অবস্থা হলো, মানুষ খোদা এবং ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা যদি পুরো সচেতনতার সাথে চেষ্টা না করি বা পদক্ষেপ না নেই তাহলে বিভিন্ন প্রকার ব্যাধি আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করা শুরু করবে। এক ব্যাধির পর দ্বিতীয় ব্যাধি দেখা দিবে। ধর্মের শুধু নামই থেকে যাবে, তাতে সত্যিকার প্রাণ আর থাকবে না। কোন অঞ্চলে যদি কোন মহামারী দেখা দেয় বা কোন রোগ দেখা দেয় তাহলে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ি আর পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিতে থাকি তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, আধ্যাত্মিক রোগের আশংকা দূরীভূত করার জন্য আমাদের কতটা সচেতন হওয়া উচিত। এই সমাজে বসবাস করে বরং আমি যেমনটি বলেছি, এখন তো সারা পৃথিবী প্রায় একটি দেশে পরিণত হয়েছে আর পাপ এবং অপকর্মের সংক্রামক ব্যাধি দূরীভূত করার জন্য এমন পরিস্থিতিতে আরো বেশি সচেতনতার সাথে চেষ্টা করা উচিত। যারা আত্মরক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে থাকে, চিকিৎসা করিয়ে থাকে, আত্মরক্ষার নিমিত্তে টিকা নিয়ে থাকে তারা অন্যদের তুলনায় বাহ্যিক রোগ-ব্যাধি থেকে বেশি নিরাপদ থাকে।

তাই আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমি যেভাবে বলেছি সকল পর্যায়ে জাতিগত চেতনা নিয়ে আত্মরক্ষামূলক পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। সে সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং কর্মের বিকৃতির কারণে যা আলেমরা উম্মতের মাঝে সৃষ্টি করে রেখেছে আজ মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ শিক্ষা উৎকর্ষ হওয়া সত্ত্বেও ভ্রষ্টতায় নিপতিত। এখন আমাদেরকে নিজেদের সংশোধনের পর স্থায়ীভাবে ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য অনেক বেশি চেষ্টা করা প্রয়োজন। আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি। আমাদের প্রণিধান করা উচিত, অন্যান্য মুসলমানদের মাঝে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে রোগ-ব্যাধি দেখা দিয়েছে এবং তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে আর আমরা কীভাবে সেগুলো থেকে রক্ষা পেতে পারি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে গ্রহণের পর তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এর ওপর আমল করাও একান্ত আবশ্যক। পরিবর্তিত সামাজিক অবক্ষয়ের স্রোতে নিজেদের গা ভাসিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই বরং আমাদের কাজ হলো অবস্থাকে নিজেদের শিক্ষাসম্মত করা।

খিলাফতের সাথে নিজেদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করা আবশ্যক। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমটিএ এবং জামা'তের ওয়েব সাইটও দান করেছেন। আজেবাজে জিনিস দেখার পরিবর্তে এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকাও একান্ত আবশ্যক। কেননা এর মাধ্যমে সত্যিকার কুরআনী শিক্ষা এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জ্ঞান এবং তত্ত্ব সমৃদ্ধ বিষয় সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। এগুলোর মাধ্যমেই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা আমাদের লাভ হয়। তাই আমাদের এর সাথে সম্পৃক্ত থাকা আবশ্যক। আমাদের এ কথা স্মরণ রাখা উচিত, মুসলমানরা কুরআনের মত গ্রন্থ পেয়েছে, যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মাঝে এমনসব ভুল-ভ্রান্তি জন্ম নিয়েছে যারফলে বিশেষ রোগ দেখা দেয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই যে বিষয়টি তাদের মাঝে জাতিগত ব্যাধি সৃষ্টি করার সবচেয়ে বড় কারণ প্রমাণিত হয়েছে তাহলো, মুসলমানদের এই দৃঢ় বিশ্বাস, কুরআন শরীফ একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ এবং এতে সব বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটি মানুষের জন্য হিদায়াতের কারণ।

অতএব, বাহ্যত এ কথাগুলো শুনে এটিই মনে হয়, এই কারণে কুরআনের যে সৌন্দর্য্য এবং বৈশিষ্ট্য একে একপ্রকার ত্রুটি বা দুর্বলতা হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে কেননা কুরআন থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয় তাহলে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এগুলো আসলে কুরআনের সৌন্দর্য্যই কিন্তু এটিকে ভুল বোঝার কারণে অর্থাৎ কুরআনী শিক্ষাকে ভুল বোঝার কারণে মুসলমানদের মাঝে অনেক বড় ব্যাধি দেখা দিয়েছে। এতে আদৌ কোন সন্দেহ নেই যে, কুরআন করীম একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, এটি কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল যুগের জন্য হিদায়াত বা হিদায়াতনামা যাতে সকল প্রকার উৎকর্ষপূর্ণ শিক্ষার সমাহার ঘটেছে। কিন্তু এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'লা যিনি মানব মস্তিষ্কের স্রষ্টা তিনি একথাও জানতেন, মানব মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্য হলো, যদি এর মাঝে চিন্তা-ভাবনার অভ্যাস সৃষ্টি না করা হয় তাহলে এটি মরে যায় এবং উন্নতি করার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। তাই যদিও তিনি কুরআনকে কামেল এবং পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে নাযিল করেছেন কিন্তু প্রত্যেক আদেশ যা তিনি দিয়েছেন তার একটা অংশ মানব মস্তিষ্কের চিন্তা-ভাবনার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। কিছু নীতি এমন নির্ধারণ করেছেন যা সুস্পষ্ট এবং প্রকাশ্য আর কিছু এমন কথা বা বিষয় রয়েছে যা সম্পর্কে ভাবা এবং প্রণিধান করা আবশ্যক যেন মানুষ নিজে সন্ধান করতে পারে, তার মন-মস্তিষ্ক যেন অকেজো না হয়ে যায়।

তাই পবিত্র কুরআন এমন ভাষায় বা এমন বাক্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে যে, এগুলো সম্পর্কে ভাবলে বা প্রণিধান করলে এর তত্ত্বজ্ঞান এবং গভীরতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। নতুবা সবাইকে একইভাবে উপকৃত করা যদি উদ্দেশ্য হতো তাহলে কুরআন শরীফে বর্ণিত বিষয় হতো প্রকাশ্য বা সুস্পষ্ট। প্রত্যেক ব্যক্তি তা সে চিন্তা করুক বা না করুক এসব বিষয় সম্পর্কে সে অবহিত হতো। তাই ঐশী অভিপ্রায় এটিই যে, মানুষের মন-মস্তিষ্ক যেন অকেজো না হয়ে যায় এবং চিন্তা বা প্রণিধান না করার কারণে কোথাও এর উন্নতি এবং বিকাশের ধারা যেন বন্ধ না হয়ে যায়। কিন্তু এটিও স্মরণ রাখা উচিত, এরও কিছু নীতি নির্ধারিত আছে যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি। আর এ যুগে সেগুলোর প্রতি পথ প্রদর্শনের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের সামনে বিভিন্ন নীতি তুলে ধরেছেন। স্পষ্টভাবে তফসীর করে তিনি আমাদের তা দেখিয়েছেন ও বুঝিয়েছেন যা আমাদের সামনে রাখা উচিত এবং এগুলোর সাহায্যে কুরআন শরীফে নিত্য নতুন নিগূঢ় তত্ত্ব এবং তথ্য যারা সন্ধান করতে চায় তাদের সন্ধান করা উচিত। অন্যান্য মুসলমানের মতো আমরা যদি শুধু পুরনো তফসীর নিয়েই পড়ে থাকি তাহলে সেসব তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হবে না যার প্রতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পথের দিশা দিয়েছেন।

আজকাল অ-আহমদীদের মধ্যেও যারা বড় বড় মুফাস্‌সের, ডক্টর এবং আলেম রয়েছে তারাও আমাদের জামা'তের বই-পুস্তক এবং তফসীর পড়ে নিজেদের দরস দেয়। বরং কিছু আলেম এমনও আছে যারা রীতিমত তফসীরে কবীর পাঠ করে। তাই অবশ্যই কুরআন শরীফ একটি কামেল এবং উৎকর্ষপূর্ণ আর সম্পূর্ণ গ্রন্থ আর এতে কোন সন্দেহ নেই, এর মাঝে সব কিছুই রয়েছে কিন্তু এটি পড়ার পর যারা চিন্তা-ভাবনা করে আর এর শিক্ষা

মোতাবেক অনুশীলন করে তারাই হিদায়াত পায়। শুধুমাত্র একটি কথা শিখে মনে করা যে, হিদায়াত পেয়ে গেছি এটি যথেষ্ট নয় বরং প্রতিটি শিক্ষার ওপর আমল করা জরুরী। এর মাধ্যমেই ব্যক্তিগত এবং জাতিগত দোষ এবং গুণের কথা জানা যায়।

এই গ্রন্থে আখারীনদের শিক্ষার জন্য এবং তাদের চিন্তা-চেতনাকে সমৃদ্ধ করার জন্য, আলো দেখানোর জন্য এবং পবিত্র কুরআন বোঝার জন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় এক রসূল প্রেরণের কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু যারা ভাবে না বা প্রণিধান করে না এবং আলেম আখ্যায়িত হয়েও যারা অজ্ঞ আর খোদার প্রেরিতকে যারা অস্বীকার করে, এই কারণে তারা কুরআনের জ্ঞানের ব্যাপকতা থেকে বঞ্চিত আর অজ্ঞতার মাঝে নিমজ্জিত হয়ে ইসলামের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে ইসলামের সৌন্দর্য্য তুলে ধরার পরিবর্তে ইসলামের দুর্নাম করার কারণ হচ্ছে। অতএব, এই সকল মুসলমানের এমন কর্ম আমাদেরকে যেন এ সম্পর্কে আরো বেশি ভাবতে এবং প্রণিধান করতে শিখায়, আমরা যেন শুধু বাহ্যিকতাকেই সবকিছু মনে না করি বরং ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত প্রাণকে বুঝে সকল প্রকার পাপকে জাতিগত পাপে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বেই যেন দূর করতে পারি আর সকল প্রকার পুণ্যকে জাতিগত পুণ্যে রূপান্তরিত করে পুরো জামা'তে যেন তা প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। সবসময় আমরা যেন এমন পরিবেশ উপহার দিতে পারি আর এই শিক্ষাকে যেন পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালন করতে পারি যার কল্যাণে পাপের বিস্তার ঘটার পরিবর্তে নেকী এবং পুণ্যের বিস্তার ঘটবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

আজ নামাযের পর আমি দু'জনের হাযের জানাজা পড়াব এবং দু'টি গায়েবানা জানাযাও হবে।

হাযের জানাযার মধ্য থেকে একটি হলো মোহতরমা রাজিয়া মুসাররাত খান সাহেবার যিনি হন্সলোর সেক্রেটারী রিস্তানাতা জনাব আব্দুল লতীফ খান সাহেবের স্ত্রী। গত ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখে ৭৯ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী মুহাম্মদ যহুর খান সাহেবের পুত্রবধূ এবং সুবেদার করম বখশ সাহেবের কন্যা ছিলেন। ১৯৬২ সনে ইংল্যান্ডে স্থানান্তরিত হন। ১৯৭৫ সালে দু'বছর হন্সলোর লাজনার প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং এরপর দীর্ঘকাল হন্সলোতে লাজনার সেক্রেটারি যিয়াফত হিসেবে খিদমতের তৌফিক পেয়েছেন। অতিথি ছাড়াও জামা'তী অনুষ্ঠানের সময় নিজ টীম নিয়ে বড় উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অতিথি সেবা করতেন। হন্সলোতে আহমদী ছেলে-মেয়েদের ছাড়াও অ-আহমদীদের ছেলে মেয়েদেরও কুরআন পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি খুবই উত্তম চরিত্রের অধিকারিণী, মিশুক, অতিথি পরায়ণ, মুখলেস ও পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। খিলাফতের সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। সন্তানদের উত্তম তরবীয়ত করেছেন। তার সন্তানরা কোন না কোনভাবে জামা'তের সেবা করার তৌফিক লাভ করছে। স্বামী ছাড়াও তিনি দুই মেয়ে এবং চারজন ছেলে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার পুত্র জহির খান সাহেব হন্সলো জামা'তের প্রেসিডেন্ট এবং গত কয়েক বছর ধরে সহকারী অফিসার জলসাগাহ্ হিসেবে কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদ মর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা স্নেহের আমের সিরাজ সাহেবের যিনি দক্ষিণ মর্ডেনের শাহেদ মাহমুদ সাহেবের পুত্র। তিনি গত ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখে ২৯ বছর বয়সে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিস্ত্রী হাসান দ্বীন সাহেব (রা.) মরহুমের বড় দাদা এবং হেকীম জালাল উদ্দীন সাহেব (রা.) তার পিতার বড় নানা ছিলেন। নিজের জামা'তের খিদমত ছাড়াও বড় উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে জলসা সালানায় নিরাপত্তার ডিউটি করতেন। সচ্চরিত্রবান, মিশুক এবং নিষ্ঠাবান যুবক ছিলেন। পিতা-মাতা ছাড়াও স্ত্রী এবং আড়াই বছর বয়স্কা মেয়ে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। মরহুম ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি হাসি মুখে এই কষ্টদায়ক রোগের মোকাবিলা করেছেন। রোগের ভয়াবহ প্রকোপের সময়ও আমার কাছে এসেছেন। যখনই আসতেন মুখে হাসি লেগে থাকত। বড় আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক যুবক ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার মাগফিরাত করুন। স্বীয় রহমতের চাঁদরে তাকে আবৃত করুন। তার স্ত্রী এবং সন্তানকেও স্বীয় নিরাপত্তার বেষ্টনীতে স্থান দিন এবং ধৈর্য্য দান করুন। তার পিতা-মাতাকেও ধৈর্য্য এবং মনোবল দিন।

গায়েবানা জানাযায় প্রথমে রয়েছেন জনাব আলহাজ্জ রশীদ আহমদ সাহেব। যিনি আমেরিকার মালওয়াকিতে গত ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৯১ বছর। মরহুম ১৯২৩ সনে আমেরিকার সেইন্ট লুইস শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৭ সনে বয়আতের মাধ্যমে আহমদীয়াত তথা ইসলাম গ্রহণ করেন। বয়আতের দুই বছর পর ১৯৪৯ সনে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য রাবওয়া গমন করেন। সেখানে স্বয়ং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) রেলস্টেশনে গিয়ে তাকে স্বাগত জানান। তিনি জামেয়া আহমদীয়ায় পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেছেন। এরপর রীতিমত মুবাল্লিগ নিযুক্ত হন। পাকিস্তানে অবস্থানকালে উর্দূ এবং পাঞ্জাবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। আমেরিকা থেকে সর্বপ্রথম জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হওয়ার সম্মান তিনিই লাভ করেন। এভাবে রাবওয়ায় পাঁচ বছর অবস্থানকালে তিনি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বিশেষ সাহচর্য লাভ করেন।

হুযূর (রা.) জামা'তের মুবাল্লিগ হাজী ইবরাহীম খলীল সাহেবের কন্যা সাহেবযাদী মোকাররমা সারাহ্ কুদসিয়া সাহেবার সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন যার ঔরসে তার তিনটি সন্তান হয়। এক ছেলে আগেই ইন্তেকাল করেছেন। তার প্রথম ঘরের এক ছেলে এবং এক মেয়ে জীবিত আছে। তারা আমেরিকায় বসবাস করে। ১৯৫৫ সালে জামেয়া আহমদীয়ার পড়াশুনা সম্পন্ন করার পর তাকে আমেরিকায় মুবাল্লিগ হিসেবে পাঠানো হয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) রাবওয়া থেকে তার যাত্রার সময় নিজ পবিত্র হাতে লিখে তাকে নসীহত করেন আর পাগড়ীর একটি কুলাহ্ যাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাপড়ের একটি টুকরো সেলাই করা ছিল তাকে উপহার দেন যা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার কাছে সুরক্ষিত ছিল। এখন তার সন্তানদের কাছে তা রয়েছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আমেরিকার সর্বপ্রথম স্থানীয় মুবাল্লিগ ছিলেন। তিনি আমেরিকায় শিকাগো, সেইন্ট লুইস এবং অন্যান্য শহরে অবৈতনিক মুবাল্লিগ হিসেবে কাজ করা ছাড়াও আমেরিকার আমীর হিসেবেও কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন। এছাড়া দীর্ঘদিন মালাওয়াকি জামা''তের প্রেসিডেন্ট ছাড়াও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় পদে

আমরা এ পৃথিবীর চিকিৎসার গুরু দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়েছি। আমরা এ অঙ্গীকার করেছি, এ ঘোষণা দিয়েছি, আমরা এ পৃথিবীর চিকিৎসা করবো বা সংশোধন করবো। চিকিৎসকরাই যদি রোগাক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে এ পৃথিবী থেকে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত রোগ-ব্যাধি কে দূর করবে?

জামা'তের খিদমতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন সেইন্ট লুইসের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব খালেদ উসমান সাহেবের কন্যা আযিযা আহমদ সাহেবাকে যার ঔরসে তার দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে রয়েছে। তার তবলীগের উৎসাহ উদ্দীপনা উম্মাদনার পর্যায়ে উপনীত ছিল।

তবলীগের কোন সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতেন না। মালাওয়াকি জামা''তের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তিনি সেখানে স্থানীয় আমেরিকান আহমদীদের একটি বড় জামা''তের ভীত রচনা করেন যা আমেরিকার অন্যান্য জামা'তের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৯৮ সনে তিনি হজ্জব্রত পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। মালাওয়াকিতে আহমদীরা ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের লোকদের কাছেও তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। বিশ বছর যাবত টেলিভিশনে ইসলাম লাইভ নামক একটি অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত অনুষ্টান করতেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জামা'তের সাপ্তাহিক তবলীগি স্টলে রীতিমত যাওয়া অব্যাহত রাখেন। মৃত্যুর পূর্বে যতক্ষণ তিনি সুস্থ ছিলেন নার্স ও সেবিকাদের তবলীগ করা অব্যাহত রাখেন। ১৯৮৫-৮৬ সালে শহরের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় "ইউনিভার্সিটি অফ স্কান্সন"-এ সাধারণ মুসলমানদের জন্য একটি বড় জলসার আয়োজন করেন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদের সাথেও নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। রীতিমত ক্যাম্পাসে বক্তৃতা দিতেন।

হাজার হাজার ছাত্রকে ইসলামের শান্তিপ্রিয় শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। মরহুম অনেক স্থানীয় এবং জাতীয় নেতার সাথেও রীতিমত যোগাযোগ রাখতেন। রোববার সাধারণ লোকদের জন্য মিটিং ডাকতেন যাতে আহমদী বন্ধুরা ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত লোকেরা আসত এবং তার কথা থেকে উপকৃত হতো। বন্ধুদের অনুরোধে এবং কেন্দ্রের অনুমতি স্বাপেক্ষে তিনি তার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেন যাতে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বিশেষ সাহচর্যে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে সফরে যাওয়া, প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে অংশগ্রহণ করা এবং রীতিমত নোটবুকে বিভিন্ন কথা নোট করার উল্লেখ রয়েছে। আর এটিকে পুস্তক আকারে প্রকাশের জন্য বেশ কয়েক বছরের পরিশ্রমের পর তা প্রস্তুত হয় আর এখন কেন্দ্রের অনুমতি স্বাপেক্ষে তা ছাপতে যাচ্ছে।

জামা'তের মুরুব্বী মালেক ফারান রব্বানী সাহেব লিখেন, নয় মাস পূর্বে এখানে মুবাল্লিগ হিসেবে তার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত হয়। আমার বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি গভীর ভালবাসার সাথে আমার সাথে সাক্ষাত করেন। এরপর আমি যখন মালাওয়াকি জামা''তে কিছু অনুষ্ঠান নিয়ে তার সাথে পরামর্শ করতে চাইলাম তখন তিনি উর্দূতে আমাকে সম্বোধন করে বলেন, মৌলানা সাহেব! আপনি খলীফায়ে ওয়াক্তের প্রতিনিধি, আপনি যা বলবেন আমাদের কাজ হলো তার পূর্ণ আনুগত্য করা। তার মাঝে আনুগত্যের গভীর চেতনা এবং প্রেরণা ছিল। শামশাদ সাহেবও লিখেন, আমেরিকায় আসার পর থেকে আমি তাকে সবসময় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কথা শুনাতে দেখেছি। তিনি নিজের জীবনকেও হযরত মুসলেহ্ মওউদের নির্দেশ অনুযায়ী সাজিয়ে রেখেছিলেন। গত জলসা সালানায় তার বক্তৃতার বিষয়ও হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর স্মৃতি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এ থেকে কি শিক্ষা নিবে সেই সংক্রান্ত ছিল। এটি বলা অসঙ্গত হবে না যে, তিনি সর্বদা ইসলাম আহমদীয়াত এবং খিলাফতের সুরক্ষার জন্য নগ্ন তরবারী স্বরূপ ছিলেন। তিনি সবসময় আহমদীয়াতের তবলীগে নিয়োজিত থাকতেন। বৃদ্ধ বয়সেও যখন শরীর খুবই দুর্বল এবং ক্ষীণ ছিল তিনি একাই তবলীগের জন্য বের হতেন এবং মিষ্টার তবলীগ হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেখানে এক বিশাল জনগোষ্ঠী তার জানাযায় উপস্থিত ছিল।

পরবর্তিটিও গায়েবানা জানাযা। ডেট্রয়েটের হাসান আব্দুল্লাহ্ সাহেবের। তিনিও আমেরিকান আহমদী। ২০১৫ সনের ৩০ জানুয়ারী, তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। ১৯২৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর এক খ্রিষ্টান পরিবারে তার জন্ম হয়। জন্মের পর তার নাম রাখা হয় উইলিয়াম হেনরী। ১৯৭০-এর দশকে একজন আহমদী ব্রাদার জনাব ওয়াহাব সাহেব, যিনি তার সহপাঠী ছিলেন, তার মাধ্যমে তিনি ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম রাখা হয় হাসান আব্দুল্লাহ্। অনেক গুণাবলীর অধিকারী এক নিবেদিতপ্রাণ আহমদী ছিলেন। কুরআনের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল। প্রতিদিন তিলাওয়াত করা ছিল তার রীতি। তিনি বলতেন, তিনি সূরা কাহাফের প্রথম এবং শেষ দশটি আয়াত সবসময় তিলাওয়াত করেন। রীতিমত জুমুআর নামায পড়তেন। সর্বপ্রথম মসজিদে এসে সুললিত কণ্ঠে আযান দিতেন। নামাযে জুমুআর জন্য নামাযের অনেক পূর্বে এসে পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন এবং নফল পড়তেন। সুন্দর পরিপাটি পোষাক পরিধান করতেন।

একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরে না গিয়ে জুমুআর সময় ছিল তাই নামাযের জন্য সোজা মসজিদে চলে আসেন। ডেট্রয়েটের মসজিদে একবার আগুন লেগে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বার মসজিদ নির্মাণের সময় তিনি পরম নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে জামা'তের সদস্যদের জন্য নিজের ঘর দিয়ে দেন যেন জুমুআর নামায আদায় করা যায়। জামা'তের বই-পুস্তক গভীর আগ্রহ এবং উৎসাহের সাথে পড়তেন। তিনি সেই সকল বিশেষ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের হৃদয়ে সত্যের প্রতি গভীর এক আকর্ষণ ছিল আর এই কারণেই তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবি গ্রহণ এবং মানার তৌফিক পেয়েছেন। আর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বয়আতের অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তার স্ত্রীও ইন্তেকাল করেছেন। তার সন্তান-সন্ততিরা কেউই আহমদী নয়। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মাগফিরাত করুন এবং সকল মরহুমদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৪র্থ কিস্তি)

মসীহ্ কর্তৃক রূপক ভাষায় বর্ণিত তাঁর পুনরাগমনের চিহ্নাবলী এবং সূরা আল-যিল্‌যালের তফসীর

হযরত মসীহ্ তাঁর 'পুনরাগমনে'র চিহ্নসমূহ বর্ণনা করে বলেন, "সে দিনগুলোতে সূর্য তড়িৎ অন্ধকার হয়ে যাবে, চাঁদ আর আলো দেবে না ও তারাগুলো আকাশ থেকে খসে পড়ে যাবে এবং আকাশের শক্তিগুলো-ও আন্দোলিত ও নড়বড়ে হয়ে যাবে। তখন আদম-পুত্র (মসীহ্)-এর চিহ্ন আকাশে দেখা দেবে এবং 'আদম-পুত্র'কে তোমরা মহাশক্তি ও মহিমার সাথে আকাশের মেঘে করে আসতে দেখবে। জোরে জোরে শিংগা বেজে উঠার সাথে সাথে 'মনুষ্যপুত্র' (মসীহ্) তার ফেরেশতা (বা দূত)দের পাঠাবেন। তারা তাঁর মনোনীতদের আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকে একত্রিত করবেন। যখন তোমরা এসব কিছু দেখতে পাবে তখন বুঝবে, 'মনুষ্য-পুত্র' (মসীহ্) কাছে এসে গেছেন– এমন কি, দরজায় উপস্থিত। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যতক্ষণ এসবকিছু ঘটে না যায় (এবং) এ যুগের মানুষ গত না হয়, আকাশ ও পৃথিবী টলে যাবে কিন্তু আমার কথাগুলো টলবে না। তবে সেই দিন ও সেই মুহূর্তের কথা আমার পিতা ছাড়া ফেরেশতাদের পর্যন্ত কেউ জানে না।

নূহের সময়ে যে অবস্থা হয়েছিল, ইবনে-আদমের আসবার সময়ে ঠিক সেই অবস্থাই হবে। বন্যার আগের দিনগুলোতে নূহ জাহাজে ঢোকা পর্যন্ত লোকে খাওয়া-দাওয়া করেছে, বিয়ে করেছে, বিয়ে দিয়েছে। যে পর্যন্ত না বন্যা এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সেই পর্যন্ত তারা কিছুই বুঝতে পারলো না। ইবনে-আদমের আসাও ঠিক সেই রকমই হবে অর্থাৎ নূহ কর্তৃক নৌকা নির্মাণের আগে মানুষ যেভাবে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতো যখন পৃথিবী বা আকাশ থেকে কোনো দুর্যোগ তাদের ওপর আপতিত হয়নি, সেভাবেই মনুষ্য-পুত্র তথা মসীহ্ও মানুষের সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে আসবেন। তাঁর আগমনের পূর্বে কোনো রকম নৈরাজ্য বা দুর্যোগ মানুষের ওপর আপতিত হবে না। বরং সাধারণভাবে সুখে-শান্তিতে মানুষ তাদের কাজ-কর্মে মশগুল হবে" (দেখুন মথির ইঞ্জিল, ২৪ অধ্যায়)।

হযরত মসীহ্‌র এ বর্ণনাটিতে পাঠকবৃন্দ আপাত দৃষ্টিতে দৃশ্যমান স্ববিরোধগুলো অনুধাবন করে থাকবেন। কেননা তিনি তাঁর আসার পূর্বাহ্নে এ বিষয়টিকে আবশ্যকীয় বলে নির্ধারণ করেছেন যে, তখন সূর্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে, চাঁদ নিষ্প্রভ হবে ও তারকারাজি আকাশ থেকে খসে পড়ে যাবে। উল্লেখিত চিহ্নগুলো যদি বাহ্যিক (আক্ষরিক) অর্থে নেয়া হয় তাহলে এরকম অর্থ স্বতঃসিদ্ধভাবে ভ্রান্ত, প্রকাশ্যভাবে খন্ডনীয় বলেই সাব্যস্ত হয়। কেননা সূর্য অন্ধকার ও চাঁদ নিষ্প্রভ হয়ে গেলে সে অবস্থায় দুনিয়া কী করে নূহের যুগের মতো শান্তিতে বসবাসযোগ্য থাকতে পারে? একথা না হয় ছেড়েই দিলেন, দুনিয়া হয়তো তখনও অতিশয় কষ্টে-সৃষ্টেই সময় কাটিয়ে দিলো। কিন্তু ভূপৃষ্ঠে নক্ষত্র পতনে কি পৃথিবীবাসীর মধ্যকার কেউ রক্ষা পাবে? বাস্তব সত্য তো এটাই যে আকাশের একটি নক্ষত্রও ভূপৃষ্ঠে পতিত হলে তা গোটা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে যথেষ্ট। কেননা একটি নক্ষত্রও দৈর্ঘ্য-প্রস্থে গোটা পৃথিবীর চেয়ে কম (ক্ষুদ্র) নয়। একটি নক্ষত্রই পতিত হয়ে পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে চাপা দিতে পারলে সমস্ত নক্ষত্র খসে পড়ায় পৃথিবীর কী দশা হবে? একটি মানুষও কি এরকম প্রলংকারী বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে?! বরং (উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে) হযরত নূহের যুগের মতো মসীহ্ অবতীর্ণ হওয়ার আগে থেকে পৃথিবীতে মানুষের সুখে-শান্তিতে বসবাস আবশ্যকীয়। যাতে তারা মসীহ্‌কে 'অতি শক্তিমত্তা ও গৌরবের সাথে আকাশের মেঘমালায় ভেসে আসতে' দেখতে পারে।

অতএব হে সত্যান্বেষীগণ! নিশ্চিত জানবেন, এ সবই রূপকাশ্রিত ভাষ্য। এসব কখনও বাহ্যিক ও বাস্তবার্থে নয়। হযরত মসীহ্‌র বলার উদ্দেশ্য কেবল এটুকুই যে, সেটি ধর্মের জন্যেও এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ হবে। তখন এমন বিপথগামিতার আঁধার হবে যে 'সূর্যের আলোক' অর্থাৎ রসূর করীম (সা.) এবং তাঁর শরীয়ত ও কিতাবের আলোকেও মানুষ তাদের চোখ (জ্ঞানচক্ষু) খুলবে না। কেননা তাদের কুপ্রবৃত্তিমূলক আবরণ সমূহের কারণে কুরআনী শরীয়তের মতো সূর্য তাদের জন্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে। চন্দ্রও তার আলো দেবে না অর্থাৎ নিষ্ঠাবান সাধক আওলিয়াদের দ্বারাও

তাদের কোন লাভ হবে না। কেননা অধার্মিকতা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন খোদার প্রিয়জনদের ভালোবাসাও তাদের অন্তরে আর থাকবে না। 'আকাশের নক্ষত্ররাজিও খসে পড়বে' অর্থাৎ প্রকৃত সত্যের সাধক আলেমরাও মৃত্যুবরণ করবেন। 'আকাশের শক্তিগুলোও আন্দোলিত ও নড়বড়ে হবে' অর্থাৎ আকাশ ওপর দিকে (আধ্যাত্মিক ভাবে ঊর্ধ্বলোকে) কাউকে আকর্ষণ করতে পারবে না। দৈনন্দিন মানুষ মাটির (পার্থিবতা) দিকে আকৃষ্ট হতে থাকবে অর্থাৎ মানুষের ওপর 'নফ্‌সে আম্মারাহ্'র (কুপ্রবৃত্তিমূলক) আবেগসমূহ প্রবল হবে। তখন যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে না এবং সাধারণ মানুষের সুখ-শান্তিতেও ব্যঘাত ঘটবে না। বরং নূহের যুগের মতো একটি শান্তি স্থাপনকারী সরকারের অধীনে* সেই সব লোক বসবাস করে থাকবে যাদের মাঝে 'প্রতিশ্রুত মসীহ্' আবির্ভূত হবেন। স্মরণ রাখা উচিত, হযরত নূহ্ (আ.)-এর যুগ নিজ সামাজিক নিয়ম-নীতির দিক দিয়ে অত্যন্ত এক শান্তিপূর্ণ যুগ ছিল। মানুষ তাদের সুদীর্ঘ আয়ু লাভের মধ্য দিয়ে শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করতো। এ কারণেই মানুষ চরম পর্যায়ে গাফিল ও উদাসীন হয়ে পড়েছিল। তখন কোনো ব্যক্তি-শাসন ছিল অথবা গণতান্ত্রিক ঐকমত্যের মাধ্যমে পরিচালিত শাসন ছিল। এ কারণে সর্বসাধারণের জন্যে সব দিক দিয়ে সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের উন্মেষ ঘটেছিল। মোট কথা, ওই যুগের মানুষ শান্তি ও সুখ-সুবিধা ভোগের মধ্য দিয়ে জীবন যাপনে এ যুগের সেইসব লোকের সাথে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ, যারা বৃটিশ সরকারের মতো ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণমূলক শাসন-ব্যবস্থাধীনে বসবাস করছে।

সরকারের পক্ষ থেকে যে বিপুল মাত্রায় আরাম ও সুখ-শান্তিমূলক উপায়-উকরণ প্রজাদের (নাগরিক) জন্যে সরবরাহ করা হয়েছে সেগুলো গণনা করাও দুষ্কর। অন্য কথায়, তাদের ইহজীবনকে এক বেহেস্তের নমুনা বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু চরম মাত্রায় আরাম, সুখ-সুবিধা ও নিরাপত্তার কারণে সাধারণভাবেই মানুষের অন্তরে এ আপদ ভর করেছে যে, জাগতিক জীবন অতি সুমিষ্ট বিবেচিত হয়ে প্রতিনিয়ত এর প্রতি আকর্ষণ ও আসক্তি মানুষের মনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেদিকেই তাকান মানুষের মধ্যে কেবল এ আকাঙ্ক্ষাই প্রবলাকারে দেখা যায় যে, দুনিয়ার এই বাসনাটা পূর্ণ হোক আর ওই মনোস্কামনাও চরিতার্থ করা যাক। আর শান্তি ও নিরাপত্তা ছড়িয়ে পড়ার দরুন দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের কদর বেড়ে যাচ্ছে। যেসব কৃষিজমি শিখদের আমলে কেউ বিনামূল্যেও নিতে চাইতো না তা লাখ লাখ টাকায় বিক্রয় হচ্ছে এবং এতোসব লাভজনক উপায়ের পথ খুলে গেছে যে, মানুষ পঙ্কিল বস্তু ও হাড়-গোড় বিক্রির মাধ্যমে সেইসব ফায়দা লাভ করছে যা এর পূর্বের যুগে উত্তম শ্রেণীর সশ্যদনা বিক্রয়েও সে-সব ফায়েদা লাভ করা সম্ভব হতো না। কেবল এসব আরাম ও সুবিধাজনক দিকগুলোই নয়, বরং চোখ তুলে তাকালেই দেখা যাবে, সব ধরনের জীবনোপকরণ এবং বাসস্থান, ভ্রমণ ও পরিবহণের নিত্যনতুন সুবিধাজনক উপকরণাদি বেরিয়ে এসেছে যা এর আগের যুগে সম্ভবত স্বপ্নেও কেউ দেখেনি। অতএব এই সদাশয় সরকারের যুগটিকে যদি হযরত নূহ্ (আ.)-এর শান্তিপূর্ণ যুগের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে এ যুগটি নিঃসন্দেহে (উল্লেখিত) সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে প্রবল (ও উত্তম) সাব্যস্ত হবে।

এখন এ বিষয়টি যখন প্রমাণিত হলো যে সত্য মসীহ্ কখনও এমন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জুলুম-অত্যাচারপূর্ণ যুগে তাঁর আসার প্রতিশ্রুতি দেন নি, যে যুগে কোনো ব্যক্তি শান্তিতে বসবাস করতে পারে না এবং নেক ও পুণ্যবান লোকদের আটক করে আদালতের সোপর্দ করা হয়। তাদের হত্যা করা হয়। বরং হযরত মসীহ্ স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে ওরকম নৈরাজ্যপূর্ণ যুগগুলোতে মিথ্যা দাবিদার মসীহ্‌গণই খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের মাঝে সৃষ্টি হবে। যেভাবে ওই পূর্বের যুগগুলোতে মসীহ্ হওয়ার দাবিদার কয়েকজন ব্যক্তি সৃষ্টি হয়েও ছিল। এ কারণেই হযরত মসীহ্ জোর দিয়ে বলেন, 'ওই রকম যুগে আমি কখনও আসবো না। গোলযোগ, নৈরাজ্য, যুলুম-অত্যাচার এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়কালে কখনও আমি আসবো না বরং শান্তির সময়ে আসবো।' তবে সেই সময় পরম শান্তি ও সুখ-সুবিধার কারণে অধার্মিকতার বিস্তার ঘটবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা ও আল্লাহ্-ভীতি মানুষের অন্তর থেকে উঠে যাবে, যেমনটি নূহের যুগে হয়েছিল। অতএব এটি অতি উত্তম এমন এক চিহ্ন, যা হযরত মসীহ্ তাঁর 'পুনরাগমন' উপলক্ষে উপস্থাপন করেছেন। আপনারা চাইলে আগমনকারীর সত্যতার চিহ্ন হিসেবে এটি গ্রহণ করতে পারেন।

এস্থলে এ প্রশ্নেরও সদোত্তর আবশ্যকীয় যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ কোন্ উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হবেন। যদি ধারণা করা হয় যে, তিনি দাজ্জালকে বধ করার জন্য আসবেন, তাহলে এ ধারণাটি অত্যন্ত দুর্বল ও অন্তঃসারশূন্য। কেননা একজন কাফিরকে হত্যা করা এমন কোনো বড় কাজ নয় যার জন্য একজন নবীর প্রয়োজন। বিশেষত এমন অবস্থায় যে, (সহীহ্ হাদীসে) বলা হয়েছে, 'মসীহ্ যদি হত্যা নাও করেন তবুও দাজ্জাল নিজে নিজেই গলে গিয়ে বিলীন হয়ে যাবে।' তাই সত্য কথা বরং এই যে, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমন এ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত হয়েছে যে তিনি সমগ্র মানবজাতির ওপর ইসলাম ধর্মের সত্যতার অকাট্য যুক্তি প্রতিষ্ঠার কাজকে পরিপূর্ণ করবেন, যাতে দুনিয়ার সব জাতির ক্ষেত্রে ঐশী অভিযোগ সাব্যস্ত হয়ে যায়। এদিকেই ইঙ্গিত করে (পবিত্র হাদীসে) যেমন বলা হয়েছে, 'মসীহ্‌র নিঃশ্বাসে কাফির মরবে।' অর্থাৎ তাঁর উপস্থাপিত স্বতঃস্পষ্ট যুক্তি ও উজ্জ্বল প্রমাণাদির মাধ্যমে তারা (তথা তাদের অবিশ্বাস ও সন্দেহ-সংশয়) নির্মূল হবে। (চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

টীকা ঃ আমি দাবির সাথে বলছি, বিশ্বজুড়ে বৃটিশ সরকারের মতো এমন অন্য কোনো সরকার নেই যারা পৃথিবীতে এ রকম শান্তি স্থাপন করেছে। আমি সত্য সত্য বলছি আমরা যত স্বাধীনভাবে এ সরকারের অধীনে সত্যের প্রচার করতে পারি সেভাবে দীনের এই খিদমত আমরা মক্কা মুয়াযযামা বা মদীনা মুনাওয়ারায় বসেও কখনও পালন করতে পারব না। এই শান্তি এই স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা যদি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে তৎকালীন রোমক ও পারস্য সরকারগুলোতে থাকতো, তাহলে ওই রাজত্বগুলো এখনও প্রতিষ্ঠিত ও চলমান থাকতো। (গ্রন্থকার)

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন–

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর ১৪তম বার্ষিক শান্তি সম্মেলন ও ষষ্ঠ বার্ষিক আহমদীয়া মুসলিম শান্তি পুরস্কার যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক মহলকে উদ্দেশ্য করে ইসলামের বিশ্ব খলীফার জোর আহ্বান
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়ানোর জন্য বর্তমান বিশ্বে সততা ও ন্যায়বিচার খুবই প্রয়োজন।

গত ১৪ মার্চ, ২০১৫ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্য কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে আয়োজিত হয়ে গেল ১৪তম বার্ষিক শান্তি সম্মেলন। এ সম্মেলনে বরাবরের মত আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) স্বশরীরে উপস্থিত হন এবং সমসাময়ীক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন।

এই সম্মেলনে প্রায় সহস্রাধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, সরকারের মন্ত্রী মহোদয়, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাউজ অব কমন্স, হাউজ অব লর্ডস এবং ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ। এছাড়া বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আগত অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ। এ বছর বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর Heiner Bielefeldt, যিনি ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর UN Special Rapporteur হিসেবে কর্মরত আছেন। এ বছরের শান্তি সম্মেলনের বিষয়বস্তু ছিল "ধর্ম, স্বাধীনতা এবং শান্তি"।

এছাড়াও অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Siobain McDonagh, Lord Eric Avebury, Dr Charles Tannock, Lord Tariq Ahmad of Wimbledon, Rt Hon. Justine Greening MP, Professor Heiner Bielefeldt.

এসব অতিথি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নানাবিধ কর্মকান্ডসহ পরম শান্তি এবং সহনশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা সবাই হুযূর (আই.)-কে শান্তির বিশেষ দূত হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্যের আমীর জনাব রফিক আহমদ হায়াত এই বার্ষিক শান্তি পুরস্কারের সূচনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং এ বছর শান্তি পুরস্কারের বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেন।

ভারতে দারিদ্রতা এবং মানবতার খাতিরে অনবদ্য অবদান রাখার জন্য এ বছর ষষ্ঠ বার্ষিক আহমদীয়া মুসলিম শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয় মিসেস সাপকালকে, যিনি "এতিমদের মা" বলে পরিচিত। মিসেস সাপকাল খাদ্য, আশ্রয় এবং শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে প্রায় ১৪০০ এতিম শিশুর দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য অবিরত কাজ করে যাচ্ছেন।

এই সম্মেলনের সবচেয়ে আলোচিত মুহূর্ত ছিল আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর মূল বক্তব্য।

হুযূর (আই.) বর্তমানে বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে অন্তরায় এবং কারা দায়ী সে সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং সম্ভাব্য বিপদ-আপদ সম্পর্কে সতর্ক করেন। তিনি মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে বিশ্বে চলমান বিবাদ সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং বলেন, বর্তমান এ বিবাদের মূল কারণ কেবল ধর্মই নয়, ক্ষমতায় যাবার দুর্নিবার ইচ্ছা, প্রভাব এবং সম্পদও এর অন্যতম কারণ।

হুযূর (আই.) তাঁর বক্তব্যে বিশেষ করে সন্ত্রাসী সংগঠন আইসিস এর নাম উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, বোকো হারাম এবং আল-শাবাব ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং অনৈসলামিক আচরণ প্রদর্শন করছে। এ সময় হুযূর পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, এইসব সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোকে অর্থায়ন করেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী ও শক্তি। এ বিষয়টিকেই হুযূর তাঁর এবারের শান্তি সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেন।

হুযূর (আই.)-এর কাছ থেকে ষষ্ঠ শান্তি পুরষ্কার গ্রহণ করছেন ভারতের "এতিমদের মা" বলে পরিচিত মিসেস সাপকাল

এছাড়া হুযূর (আই.) বারাক ওবামার সন্ত্রাস বিষয়ক মন্তব্যের প্রশংসা করেন, প্যারিস হামলার পর পোপ ফ্রান্সিস এর মন্তব্যেরও প্রশংসা করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "ধর্ম এবং বিশ্বাসকে হেয় করে মানুষের অন্যকে প্রভাবিত করা উচিত নয়"। এছাড়া তিনি কয়েকজন বিশ্বনেতার প্রশংসা করে বলেন, তারা কেউই বিশ্বাস করেনা যে, কোন সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলামের সঠিক শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে।

শ্রদ্ধেয় হুযূর (আই.) বর্তমান বিশ্বে ক্রমবর্ধমান বিবাদ ও শংকা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, কেবলমাত্র কয়েকটি মুসলমান দেশেই নয়, বরং বিশ্বের অন্যান্য দেশেও বর্তমানে মতভেদ দেখা দিয়েছে।

তিনি শান্তি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ে কুরআনিক শিক্ষার গভীর মর্ম উল্লেখ করে বলেন, মুসলমানদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে; এর অর্থ হলো, সকল ধর্মের-ই আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে, কেবল ইসলাম ধর্মই নয়।

হুযূর সম্প্রতি কয়েকটি জরিপের ওপর দৃষ্টিপাত করেন, তিনি বলেন, প্রাচীন ইরাক নগরীতে সন্ত্রাসীরা ঐতিহাসিক স্থাপত্য এবং শিল্পকলা ধ্বংস করেছে; অথচ এমন হামলা কুরআনের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

হুযূর (আই.) তাঁর বক্তব্য শেষ করে বিশ্বের সকল দল এবং ব্যক্তিবিশেষকে সম্বোধন করে, যাতে তারা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে শান্তির বাণী পৌঁছাতে সাহায্য করেন। তিনি বলেন, যদি সততা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে এখনও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়ানো সম্ভব।

সবশেষে হুযূর (আই.) আগত বিভিন্ন প্রতিনিধি ও অতিথিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সবশেষে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, এতে হুযূর (আই.) বিভিন্ন প্রচার সংস্থা থেকে আগত সাংবাদিকদের সময় দেন। এ সময় আগত সাংবাদিকেরা হুযূর (আই.)-কে তাঁর বক্তব্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশ্ন করেন। এর উত্তরে তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং সামাজিকভাবে এসব সমস্যার কীভাবে সমাধান করা যায়, সে ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন।

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-২৭)

"পূর্ববর্তী সকল অবতার যাঁরা ভারত, চীন, পারস্য এবং পৃথিবীর অন্য অংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, হাজার হাজার মানুষের হৃদয়ে যাঁদের সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাঁরা নিজ নিজ ধর্মের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত যাঁদের মতবাদ প্রচলিত ছিল, তাঁরা সকলেই পরম ঈশ্বর প্রেরিত ছিলেন। পবিত্র কুরআনও আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছে। এই নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক ধর্মের প্রবর্তক যাঁদের জীবন উক্ত নিয়মানুযায়ী পাওয়া যায়, তাঁরা হিন্দু ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হোন, তাঁরা পার্শী ধর্মের প্রবর্তক হোন, কিংবা চীন, ইহুদী বা খ্রিষ্টান যে কোন ধর্মের প্রবর্তক হোন না কেন, আমরা তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করি।" (তোহফায়ে কায়সারিয়া, পৃষ্ঠা ৬)।

এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, সৃষ্টিজগতের অনু-পরমানু (Microcosmic Universe) থেকে শুরু করে আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ এবং গ্যালাক্সী সমূহ (Macrocosmic Universe) সর্বত্র বিরাজমান রয়েছে নিয়ম-শৃংখলা। আধ্যত্মিক জগতের (Spiritual Universe) ক্ষেত্রেও সুদূর-প্রসারী নিয়ম-শৃংখলা এবং পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মানব জাতির জন্য যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছেন প্রত্যাদিষ্ট তথা ঐশী-মনোনীত মহাপুরুষগণ। তাঁরা ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী নবী-রসূল, সতর্ককারী, সুসংবাদ-দাতা ইত্যাদি উপাধী দ্বারা মহান স্রষ্টা কর্তৃক মনোনীত হয়েছেন। ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তা'লা সকল জাতির হেদায়েতের (পথ-প্রদর্শনের) জন্য যুগে যুগে নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে মাত্র কয়েক জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস অনুযায়ী এক লক্ষ ২৪ হাজার পয়গম্বর পৃথিবীতে এসেছেন (মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল)। তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করা হলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি ছাড়াও পাঠকের পক্ষে ধর্মের মূল বিষয়ের অর্থাৎ শিক্ষা, সংশোধন এবং ধর্ম প্রচার জনিত কার্যক্রম, স্রষ্টার অধিকার এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা জনিত কার্যক্রমের পরিবর্তে ঐতিহাসিক বিবরণীর ব্যাপকতার আধিক্যই প্রকাশিত হতো। তাই দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকজন নবী-রসূলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নীতিগতভাবে সকল জাতিতে নবী-রসূলের আবির্ভাবের এমন স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে যা ইসলামের এরূপ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে এবং ইসলামী শিক্ষার পরিপূর্ণতা এবং সকল জাতি ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের জন্য এরূপ গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড প্রদান করেছে যার কোন তুলনা নাই।

পবিত্র কুরআন ও বাইবেল অনুযায়ী কয়েকজন নবীর নামের তালিকা :

(বন্ধনীর ভিতরে বাইবেল-বর্ণিত নামের উচ্চারণ দ্রষ্টব্য) [২৬]

(ক) প্রাথমিক যুগের নবীদের নামঃ

(১) হযরত আদম (আ.) (ADAM-বাইবেল)-প্রায় ৪০০০ বছর খৃষ্টপূর্বে, (২) হযরত ইদ্রিস (আ.) (ENOCH-বাইবেল)। (৩) হযরত নূহ (আ.) (NOAH- বাইবেল)। (৪) হযরত হুদ (আ.)।

(খ) হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশে আগমনকারী নবীদের নামঃ

প্রায় ২১৬৫ বছর খৃষ্টপূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আ.) আগমন করেন।

(১) হযরত ইব্রাহীম (আ.) (ABRAHAM-বাইবেল) (২১৬৫-খৃঃপূঃ) (২) হযরত লুত (আ.) (LOT) (৩) হযরত সালেহ (আ.) (৪) হযরত ইসহাক (আ.) (ISAAC) (২০৬৫-খৃঃপূঃ) (৫) হযরত ইসমাঈল (আ.) (ISHMAEL) (৬) হযরত ইয়াকুব (আ.) বা ইস্রায়েল (২০০৫- খৃঃপূঃ) (JACOB/ISRAEL) (৭) হযরত ইউছূফ (আ.) (JOSEPH) (১৯১৪-খৃঃপূঃ)।

(গ) হযরত মুসা (আ.) -এবং তার অধীন আগমনকারী নবীগণের নামঃ

১- হযরত মুসা (আ.) (MOSES) (১৫২৫-খৃঃপূঃ) ২- হযরত হারুন (আ.) (AARON) ৩- হযরত শোয়েব (আ.) (JETHRO) ৪- হযরত দাউদ (আ.) (DAVID) (১০১১-খৃঃপূঃ) ৫- হযরত সুলায়মান (আ.) (SOLOMON) ৬- হযরত ইলিয়াস (আ.) (ELIJAH)

৭- হযরত আল-ইয়াসা (আ.) (ELISHA) ৮-হযরত ইউনুস (আ.) (JONAH) ৯-হযরত যুল-কিফল (আ.) (EZEKIEL) ১০- হযরত আইয়ুব (আ.) (JOB) ১১- হযরত উজায়ের (আ.) (EZRA) ১২-হযরত যাকারিয়া (আ.) ১৩- হযরত ইয়াহিয়া (আ.) (JOHN THE BAPTIST) ১৪- হযরত ঈসা (আ.) (JESUS CHRIST) (৪-খৃঃ)।

(ঘ) আরো কয়েকজন নবীর নামঃ হযরত লুকমান (আ.), (বাইবেলে তাঁর নাম নাই)। * বাইবেলের বর্ণণা অনুযায়ীঃ স্যামুয়েল (SAMUEL), যোয়েল (JOEL), ইসাইয়াহ (ISAIAH), যেরিমিয়াহ (JEREMIAH), হাবাকুক (HABAKUK), মালাকী (MALACHI), হযরত দানীয়েল (DANIEL) এবং আরো কয়েকজনের নাম রয়েছে বাইবেলে।

(৬) ইসলামের আবির্ভাবঃ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহতালা প্রেরন করেছেন বিশ্বের কল্যানের জন্য শ্রেষ্ঠতম নবীরূপে (আল আম্বিয়া : ১০৮, আল-আরফ: ১৫৯, আল-নূর: ৩৬, আল-বাকারা: ১০২ আল-আহযাব: ৪১। তাঁর আবির্ভাব কাল: ৫৭০-৬৩২খৃঃ। *ইসলামের পুনর্জাগরন:* হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)- এর আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বানী সমূহ পূর্ণতা লাভ করেছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) (১৮৩৫-১৯০৮) ঐশী নির্দেশে ইসলামের পূনর্জাগরনের জন্য শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি, যুক্তি-জ্ঞান এবং ঐশী নিদর্শনের আলোকে বিশ্বব্যাপী প্রকৃত ইসলামের পূণঃপ্রতিষ্ঠা এবং পুর্ণপ্রচারের জন্য কলমের জিহাদ তথা ঐকান্তিক চেষ্টা-প্রচেষ্টামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ব্যবস্থা করেছেন। সেই আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রচেষ্টা-সংগ্রাম আধ্যাত্মিক খেলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থাৎ তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলীফার নেতৃত্বাধীন বর্তমান যুগে অব্যাহত গতিতে চলছে শান্তিপূর্ণ পথ ও পন্থায় এবং আনুগত্যের আদর্শের মাধ্যমে (কোন স্বঘোষিত পন্থায় অথবা অস্ত্রের বলে অথবা কেচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে নয়)। প্রতিশ্রুত মহা-বিজয় অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে (সূরা জুমুয়া:৪ সূরা নূর:৫৬ সূরা সাফ: ১০ ও সংশ্লিষ্ট হাদীস সমূহ দ্রষ্টব্য)।

[নোটঃ অন্যান্য ধর্মের আলোকে কয়েকজন ধর্ম-প্রবর্তকের নাম নিম্নরূপঃ ১-যরাথুস্ট্র (ZOROASTER), পারশ্য/ইরান সম্ভাব্য ১৫০০ খৃঃপূঃ ২- কৃষ্ণ (KRISHNA), (ভারতবর্ষে আবির্ভূত হিন্দু ধর্মের অবতার) ৩- রামচন্দ্র (RAM CHANDAR) (-ঐ-) ৪- মহাবীর (MAHAVIR), জৈন-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, ৬ষ্ট শতাব্দী খৃঃপূঃ ভারতবর্ষ ৫- সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ, ভারতবর্ষে আবির্ভূত, ৬ষ্ট শতাব্দী খৃঃপূঃ, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ৬- কন্-ফুসিয়াস, চীনজাতির জন্য আবির্ভূত, ৫ম খৃঃপূঃ, ৭- লাও-সে (LAO-TZE) চীন-দেশে আবির্ভূত, ৬ষ্ট খৃঃপূঃ। প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য যে, এই সকল ধর্ম-প্রবর্তকের নাম পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয় নাই। নানা কারণে তাঁদের মূল শিক্ষা সংরক্ষিত হয় নাই যার ফলে বিকৃতির শিকার হয়েছে।]

সনাতনী হিন্দু ধর্মের পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) এবং কলি যুগে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাবের সত্যতা

নীতিগতভাবে সকল জাতিতে নবী-রসূলের আগমনের কথা আমরা পবিত্র কুরআনের আলোকে পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই বিষয়টির প্রেক্ষাপটে ভারতীয় ভাষায় 'অবতার' শব্দটি নবীর অবতরন বা আগমনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এতদ্ব্যতিত 'অবতারবাদ' দ্বারা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার মানব রূপে আগমন করার ধারনা সম্পূর্ণরূপে অসত্য এবং অতিশয়োক্তির নামান্তর। ভারতবর্ষে কৃষ্ণ বা কানাই সম্পর্কিত একটি হাদীসের বর্ণনা এবং বুজুর্গানে দ্বীনের অভিমত রয়েছে। পবিত্র কুরআন ব্যতীত হিন্দুধর্মসহ অতীতের সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে মহাকালের প্রভাবে নানা কারনে মানুষের হস্তক্ষেপের জন্য পরিবর্তিত এবং বিকৃত হওয়া সত্বেও অতীতের ধর্ম-গ্রন্থাবলীতে এমন কতগুলো মৌলিক এবং শাশ্বত শিক্ষা রয়েছে যে গুলো অবশ্যই কল্যানমূলক এবং এমন কতগুলো ভবিষ্যদ্বানী রূপকের ভাষায় অথবা ইসারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে অদ্যাবধি সংরক্ষিত রয়েছে যেগুলোর প্রকৃত অর্থ শুধুমাত্র জ্ঞানী-গুনী এবং স্বচ্ছপ্রকৃত বিশিষ্ট সত্য সন্ধানীদের কাছে প্রকাশিত হতে পারে। উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে নিন্মোক্ত পর্যালোচনার প্রতি সুধী সমাজ এবং সত্য-সন্ধানী গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বিষয়গুলো সার্বিকভাবে পারস্পারিক সম্পর্ক যুক্ত (Inclusive) অর্থাৎ এই বিষয়গুলো পৃথকভাবে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি সামগ্রিকভাবে বিচার-বিশ্লেষন করলে অধিকতর অর্থপূর্ণ বলে প্রতিভাত হবে। এই বিষয়গুলো হলো :

১) সনাতনী হিন্দুধর্মের গোড়াপত্তন ২) হিন্দুধর্ম সম্পর্কে হাদীসের উদ্ধৃতি এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিমত, ৩) হিন্দুধর্মের পুস্তকাবলীতে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে কতিপয় ভবিষ্যদ্বানীর তাৎপর্য এবং ৪) হিন্দুধর্মের পুস্তকাবলীতে কলিযুগে আগমনকারী 'কল্কি অবতার' সম্পর্কে কতিপয় ভবিষ্যদ্বানীর তাৎপর্য। ৫) বর্তমানে প্রচলিত হিন্দুধর্মীয় বিশ্বাসের পর্যালোচনা।

(১) হিন্দুধর্মের গোড়াপত্তন এবং গ্রন্থাবলীঃ

হিন্দু-ধর্মের বিশিষ্ট প্রচারক এবং মহাপুরুষ হিসেবে 'অবতার' রামচন্দ্র এবং কৃষ্ণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দুধর্মের গোড়াপত্তন হয়েছিল আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে (অর্থাৎ যীশু-খৃষ্টের আবির্ভাবের ১৫০০ বছর পূর্বে)। প্রফেসর বি.ভি. রাও বলেছেনঃ "Much of our knowledge about the Aryans is derived from the four Vedas. The earliest and most important among them was the Rig-Veda....According to a few reputed scholars its composition must have been completed about 1500-1200 B.C."(WORLD HISTORY, P-56 By B.V.RAO)।

হিন্দু-ধর্মের শাস্ত্রীয় পুস্তকাবলী প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্তঃ (১) 'শ্রুতি' অর্থাৎ শোনা কথার ভিত্তিতে যুগে যুগে যে সকল ধর্মগ্রন্থের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় এবং (২) 'স্মৃতি' তথা ধর্মীয় বিষয় ভিত্তিক যুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত কাহিনীর স্মৃতিচারণমূলক পুস্তকাবলী।

প্রথমতঃ শ্রুতি শাস্ত্রের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে চার প্রকার বেদ। সেগুলো হলোঃ ঋক বেদ, সাম বেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ব বেদ। এছাড়া রয়েছে উপনিষদ (দার্শনিক বর্ণনা বিশিষ্ট বৈদিক শাস্ত্রের ব্যাখ্যা) এবং ব্রহ্মন্য (ধর্মীয় রীতিনীতি এবং প্রার্থনার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বৈদিক শাস্ত্রের ব্যাখ্যা)।

দ্বিতীয়তঃ স্মৃতি ভিত্তিক সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত তিনটি পুস্তকঃ (১) 'মহাভারত' যার মূল নায়কের চরিত্রে কৃষ্ণ রয়েছেন এবং 'ভগবত গীতা' (স্রষ্টার জন্য নিবেদিত সংগীত) এই পুস্তকের অন্তর্ভূক্ত। (২) 'রামায়ন (মহা-কাব্য) যা বাল্মিকি নামক ঋষি কর্তৃক রচিত। এই পুস্তকে অবতার রাম-চন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে।

(৩) তৃতীয় পুস্তকটি হলো 'পুরাণ' অর্থাৎ ভক্তি এবং শ্রদ্ধা নিবেদন-মূলক বর্ণনা যার মধ্যে ধর্মীয় আচার-অর্চনা, প্রাচীন উপাখ্যান, সৃষ্টি-রহস্য ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত।

বর্তমানে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের মূল-বিশ্বাস পর্যালোচনাঃ

প্রচলিত হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা মূলতঃ পরমাত্মা ব্রহ্মার উপর বিশ্বাসী। হিন্দু-দর্শন অনুযায়ী ব্রম্মার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বা বিকাশ হলোঃ 'ব্রম্মা' (স্রষ্টা), 'বিষ্ণু' (রক্ষাকর্তা) এবং 'শিব' (ধ্বংসকর্তা)-এর নাম 'একের-মধ্যে-তিন' বা ত্রিমূর্ত্তি দর্শন। হিন্দুধর্মের দ্বিতীয় মৌলিক বিশ্বাস হলো এই যে, বিষ্ণুর অবতার হিসেবে দশজনের

আবির্ভাব ঘটেছে যার মধ্যে রয়েছে পরশু-রাম, রাম-চন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, এবং কল্কি অবতার। হিন্দুধর্মের তৃতীয় বিশ্বাস মতে জগত হলো শাশ্বত চক্র যার কোন শুরু এবং শেষ নাই। চতুর্থ-বিষয় জাতিভেদ প্রথার মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র। পঞ্চম বিষয় হলো কর্ম-বাদ (কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল এবং পুনর্জন্মবাদ/ জন্মান্তরবাদ অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে মোক্ষলাভ করে ব্রহ্মার সঙ্গে মিলিত হয় না ততক্ষণ পর্যন্ত নতুন নতুন জন্ম লাভ করা)। ষষ্ঠ বিষয় হলো বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বন, ইত্যাদি। (২৬)

প্রকৃতপক্ষে ভাষাগতভাবে হিন্দু শব্দটি প্রাচীন ভারতের 'সিন্ধু' সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত। এই অঞ্চলের লোকেরা নিজেদেরকে 'সনাতন' ধর্মের অনুসারী বলে পরিচয় দিয়ে থাকে (উল্লেখ্য যে 'সনাতন' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো: প্রাচীন, নিত্য, চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়)। কিন্তু দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, মহাকালের প্রভাবে এবং নানাবিধ কারনে এই সনাতন হিন্দুধর্মের শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলী মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে প্রাচীনত্ব সত্ত্বেও অপরিবর্তনীয় এবং চিরন্তনী অবস্থান ধরে রাখতে পারে নাই। এ সম্পর্কে পর্যালোচনা-মূলক কয়েকটি উদ্ধৃতি হলোঃ

(ক) শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ বলেছেনঃ "হিন্দু শাস্ত্রে এরূপ নানা ধর্ম-মতের সমাবেশ আছে। যুগ-যুগ ব্যাপিয়া ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা নানারূপ ঋজু, বক্র বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়া হিন্দু শাস্ত্ররূপ মহা-সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে।" (শ্রী কৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম, পৃঃ ২)।

(খ) শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেনঃ "বেদে এমন কথা আছে যাহা প্রকৃত ধর্ম নহে...আবার অপরদিকে অনেক তত্ত্ব আছে যাহা প্রকৃত ধর্ম-তত্ত্ব অথচ বেদে নাই..।" শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র আরো বলেছেনঃ " প্রক্ষিপ্তকারদের রচনা বাহুল্যে আদিম মহাভারত প্রথিত হইয়া গিয়াছে... মহাভারত নানা হাতের রচনা। যাহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি সেইরূপ গড়িয়াছেন। ...মহাভারত কোন সময়ে প্রণীত হইয়াছিল তাহা এ পর্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। আর নিরূপিত হওয়াও অতি কঠিন। মূল গ্রন্থ একজন প্রণীত বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু এক্ষণে যাহা মহাভারত বলিয়া প্রচলিত তাহার সকল অংশ কখনও একজনের লিখিত নয়। ...কান ভাগ আদি গ্রন্থের অংশ এবং কোন ভাগ আধুনিক সংযোগ তাহা সর্বত্র নিরূপন করা অসাধ্য"। (বঙ্কিম রচনাবলী)।

(গ) রমেশ চন্দ্র দত্ত অনুদিত ঋক-বেদ সংহিতাঃ "স্মরণ শক্তির সাহায্যে ঋক বেদের মত একটি বিরাট গ্রন্থ বংশ-পরম্পরায় শত শত বৎসর ধরে যে অভ্রান্তভাবে রক্ষিত হতে পারে এটি কল্পনা করাও আমার ধারণায় যুক্তি-সংগত নয়। ঋক-বেদে দশ হাজারের উপর ঋক আছে। এমন শ্রুতিধর কে আছে যিনি তাঁর সকল সুক্তগুলো অভ্রান্তভাবে কণ্ঠস্থ করে রাখবেন?" (ঋগ্বেদ পরিচয় অংশ,পৃ-৫৩)। [২৬]

(ঘ) পন্ডিত বৈদিক মুনী লিখেছেনঃ "সত্যিকার অর্থে যে সন্দেহ অথর্ব বেদের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে তাঁর কোন তূলনা নাই। এমনকি সেনাচারিয়ার পর অনেকগুলো সূক্ত এই বেদের সংগে সংযুক্ত করা হয়েছে। (Veda Sarvasva)।

(ঙ) পন্ডিত শান্তিদেব শাস্ত্রী লিখেছেনঃ "প্রথমতঃ নিশ্চিতভাবে একথা জানা যায় না যে, বেদের সংখ্যা তিন অথবা চার। মনু-স্মৃতি এবং শাতাপাথা ব্রহ্মান্য অনুযায়ী? তিনটি বেদ হলো ঋগ-বেদ, যজুর-বেদ এবং সাম-বেদ। কিন্তু ভেজা সানিয়াজি উপনিষদ অনুযায়ী বেদের সংখ্যা হলো চার।" (The Ganga Feb 1931) ।

(চ) ডঃ তারাপদ চৌধুরী লিখেছেনঃ "এগুলো ছাড়াও আপনি বেদে এমন কতকগুলো শব্দ দেখতে পাবেন যেগুলো বেদের সাধারণ টেক্সট থেকে পৃথক বেদেশিক ভাষার অন্তর্ভূক্ত। এতে মনে হয় যে, মূল টেক্সট অচেতনভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে কিছু লোকের মাধ্যমে এবং লিপিকারদের দ্বারা।" (The Ganga, Jan 1932) ।

(ছ) আর্য-সমাজী পন্ডিত রঘু-নন্দন শর্মা লিখেছেনঃ "এগুলো ছাড়া যজুর বেদ এবং অথর্ব বেদে এমন কতকগুলো অংশ রয়েছে যেগুলো মানুষের হস্তক্ষেপ হিসেবে সকলের জন্য জানা এবং যেগুলোর জন্য যথেষ্ট প্রমানও রয়েছে (Sahitya Bhushama Vaidic Sampatti)। [হযরত মীর্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহসানী (রাঃ)-এর লেখা অবলম্বনে। বিস্তারিত জানার জন্য 'Introduction to the Study of the Holy Quran' দ্রষ্টব্য]

(জ) প্রচলিত হিন্দুধর্মের কোন কোন দর্শন এবং আচার-অনুষ্ঠান সত্যিকার অর্থে যুক্তি-জ্ঞান এবং মূল সনাতনী ধর্মীয় বিশ্বাসের সংগে সংগতিপূর্ণ নয়। এই সকল বিষয়ের সংশোধন এবং সংস্কার করতঃ যুক্তি-জ্ঞান এবং ঐশী নিদর্শন-সম্বলিত ধর্মীয় নীতি-দর্শনের সত্যতা উপস্থাপন করেছে ইসলাম। প্রসঙ্গতঃ হিন্দু-ধর্মীয় পুস্তকাবলীর মূল শিক্ষার বিকৃতি এবং মানুষের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে নিম্নোক্ত পর্যালোচানটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিঃ

"ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণ ও রূদ্র গোপাল নামে একজন নবী গত হইয়াছেন। হিন্দুজাতি শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু কালের প্রভাবে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের মত বরং এদের চেয়েও বেশি উক্ত ভারতীয় নবীর আকিদা এবং শিক্ষা হিন্দুরা বিকৃত করিয়া ফেলিয়ছে। অত্রএব বর্তমান খৃষ্টানদের বর্তমান আকিদাকে যেমন আমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষা বলিতে পারি না, বর্তমান ইহুদীদের আকিদাকে যেমন আমরা হযরত মুসা (আ.)-এর শিক্ষা বলিতে পারি না অর্থাৎ বর্তমান ইঞ্জিল এবং তৌরাতের শিক্ষা যেমন বর্তমান খৃষ্টান ও ইহুদী কর্তৃক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের গীতার শিক্ষাও বর্তমান হিন্দুগণ কর্তৃক বিকৃত হইয়াছে।...আরবীতে নাযিল হওয়া অর্থ অবতরণ করা।

কিন্তু কোন কোন হিন্দু 'অবতার' শব্দটি দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার মানব দেহে প্রবেশ করিয়া জন্মগ্রহণ করা অর্থে ব্যবহার করিয়া মারাত্মক ভুল করিয়াছে-যেভাবে খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাবকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা মানব-দেহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্ তা'লার এরূপ জন্মগ্রহণকে তাহারা "আল্লাহ্‌র পুত্র" এবং "আল্লাহ্" বলিয়া অভিহিত করে। উল্লেখ্য যে, আধুনিক মৌলানা-মৌলবীগণও ভবিষ্যতে ঈসা (আ.)-এর 'নাযিল' হওয়াকে সশরীরে আসমান হইতে অবতরণ করা বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক রসূল এবং নবীই আল্লাহ্ তা'লার তরফ হইতে অবতরণকারী হিসাবে আবির্ভূত হন। স্বয়ং মহানবী (সা.) সম্বন্ধেও 'নাযিল হওয়া' অর্থাৎ অবতরণ করা শব্দ কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হইয়াছে. "কাদ আনযালাল্লাহু ইলায়কুম যিকরার রাসুলা"-'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি নাযেল করিয়াছেন একজন স্মারক রসূল"। (সূরা-তালাক ঃ ১১-১২)। (২৮)

(চলবে)

Dr David McNaughton এর "Flaws in the Ahmadiyya Eclipse Theory" সম্পর্কে মন্তব্য

ড. সালেহ মুহাম্মদ আলাদিন
প্রফেসর, অ্যাস্ট্রনমি বিভাগ, ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি, হায়দ্রাবাদ, ইন্ডিয়া

হযরত ইমাম বকর মুহাম্মদ বিন আলি (রা.) নিম্নলিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন:

"আমাদের মাহদীর জন্য দুইটি নিদর্শন নির্ধারিত আছে। আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর এই নিদর্শন অন্য সময়ে প্রকাশ পায় নাই। তার মধ্যে একটি হলো প্রতিশ্রুত মাহদীর সময়ে রমযান মাসের মধ্যেকার প্রথম তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হবে (অর্থাৎ, যে রাতগুলোতে চন্দ্রগ্রহণ হতে পারে তার মধ্যে প্রথম রাতে) এবং সূর্যগ্রহণ হইবে মধ্য দিনে। (অর্থাৎ, যে দিনগুলোতে সূর্য্যগ্রহণ হতে পারে তার মধ্যম দিনে)" [দারকুতনি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮]।

আহমদীয়া জামা'তের বইপত্রে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের তারিখ হিসেবে যথাক্রমে ইসলামী পঞ্জিকার [চান্দ্র মাসের] ১৩, ১৪, ১৫ এবং ২৭, ২৮, ২৯ তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু Dr David McNaughton বলছেন, চন্দ্রগ্রহণ হতে পারে চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে আর সূর্য গ্রহণ হতে পারে ২৮ ও ২৯ তারিখে। আর বিশেষ পরিস্থিতিতে ২৭ তারিখে সূর্যগ্রহণ হতে পারে। এভাবে বিশেষ পরিস্থিতিতে চন্দ্রগ্রহণও হতে পারে চান্দ্র মাসের ১২ তারিখে। তাই চান্দ্র মাসে গ্রহণের তারিখগুলো হতে পারে ১৩, ১৪, ১৫ এবং ২৮, ২৯ অথবা ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ২৭, ২৮, ২৯ তারিখ।

১২ তারিখে চন্দ্রগ্রহণের সম্ভাবনার কথা খুব সম্ভবতঃ এই লেখকই সর্বপ্রথম বললেন। অপরপক্ষে, দীর্ঘ দিনের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়, চান্দ্র মাসের ২৭ তারিখে সূর্যগ্রহণ হতে পারে, হওয়া সম্ভবপর। আমি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের উল্লেখ করবো যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, সূর্যগ্রহণের সম্ভাব্য তারিখগুলোর মধ্যে ২৭ তারিখও আছে।

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ১২৭১ হিজরীতে ফার্সী ভাষায় হুজাজুল কিরামা বইটি লিখেছেন। বইটির ৩৪৪ পৃষ্ঠায় জ্যোতির্বিদদের বরাতে বলা হয়েছে, ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখ ছাড়া অন্য কোনো তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হয় না। এভাবে আরো বলা হয়েছে, ২৭, ২৮ এবং ২৯ তারিখ ছাড়া অন্য কোনো তারিখে সূর্যগ্রহণ হয় না।

অতীতের বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ নিয়ে গবেষণা করেছেন প্রফেসর F. Richard Stephenson। তার Historical Eclipses and Earth's Rotation (Cambridge University Press 1997) বইয়ের ৪৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন:

"In the Islamic calendar, lunar eclipses consistently take place on or about the 14th day of the month and solar eclipses around the 28th day"

অর্থাৎ, ইসলামী বর্ষপঞ্জী অনুসারে প্রায় সবসময়ই দেখা গেছে যে, চান্দ্র মাসের ১৪ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং একই মাসের ২৮ তারিখে সূর্যগ্রহণ হয়।

তাই, হাদীসে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীটির পরিপূর্ণতার ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, দাবিকারকের যুগে অর্থাৎ ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যায় গ্রহণের তারিখ হিসেবে চন্দ্রগ্রহণের জন্য ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ এবং সূর্যগ্রহণের জন্য ২৭, ২৮ ও ২৯ তারিখের উল্লেখ করাটা পুরোপুরিই যৌক্তিক। এই ভবিষ্যদ্বাণীটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল প্রতিশ্রুত ঐশী সংস্কারককে সনাক্ত করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে সহায়তা করা। আর ভবিষ্যদ্বাণীটি এই কাজে অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে।

এটাও স্মরণে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ঐশী বাণী লাভের মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) দাবি করেছেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি তার দাবির সমর্থনেই পরিপূর্ণতা লাভ করে নিদর্শন হিসেবে

প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তিনি কসম করে বলেন যে, তিনিই মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী।

আমাদের বর্তমান জ্ঞানের ভিত্তিতে এই হাদীসটি বোঝার জন্য আমাদের খেয়াল করা দরকার যে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মাঝে ১৩.৯ (তের দশমিক নয়) দিন থেকে ১৫.৬ (পনের দশমিক ছয়) দিন সময়ের ব্যবধান থাকে। এ কথা বলেছেন Dr David McNaughton। তাই চান্দ্র মাসের ১২ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হলে সেই মাসের ২৮ তারিখে সূর্যগ্রহণ হতে পারে না। কারণ, এর ফলে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মাঝে ব্যবধান ১৫.৬ দিনের বেশি হয়ে যায়। হাদীসটিতে সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রে যদি কোনো শর্তের উল্লেখ না থাকতো, তাহলে চন্দ্রগ্রহণের জন্য প্রথম দিন হিসেবে ১২ তারিখকে বিবেচনা করা যেত। কিন্তু যেহেতু সূর্যগ্রহণের তারিখ পরিষ্কারভাবে হাদীসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে চন্দ্রগ্রহণের জন্য প্রথম রাত্রির অর্থ করতে হবে সর্বজনবিদিত তিনটি রাত্রির মধ্যকার প্রথম রাতটিকে, অর্থাৎ ১৩ তারিখকে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) হাদীসটির আরো একটি ব্যাখ্যা করেছেন যা খুবই সহজ-সরল ব্যাখ্যা কিন্তু অত্যন্ত আলোকোজ্জ্বল ব্যাখ্যা। তিনি তার পুস্তক নূরুল হক-এর দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেন:

"দারকুৎনি এটা লিখেছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ বিন আলি বর্ণনা করেছেন, আমাদের মাহদীর জন্য দুটি নিদর্শন যা আগে কখনো প্রদর্শিত হয়নি। অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর অন্য কোনো লোকের জন্য এই নিদর্শন দেখানো হয়নি। নিদর্শন দুটি হলো, চন্দ্রগ্রহণ শুরু হবে রমযান মাসে রাত্রির প্রথম ভাগে এবং সূর্যগ্রহণ হবে মাসের বাকি অর্ধেক সময়ে।" [রুহানী খাযায়েন, ভলিউম ৮, পৃষ্ঠা: ১৯৬]

প্রফেসর জি. এম. বল্লভ এবং আমি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যুগ থেকে ২০০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যে বছরগুলোতে একই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ হয়েছে সেই বছরগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলাম। আমরা দেখেছি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে ১০৯ বার। এগুলোর মধ্যে মাত্র ৭ জোড়া গ্রহণ কাদিয়ান থেকে দৃশ্যমান ছিল। আর শুধুমাত্র ১৮৯৪ সালের গ্রহণে রমযান মাসে রাত্রির প্রথম ভাগে চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয়। কাদিয়ানে সূর্যাস্ত হয়েছিল ১৮:৪১ [সন্ধ্যা ৬টা ৪১ মিনিট]-এ। আর চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয়েছিল ১৮:৫৬ [সন্ধ্যা ৬ টা ৫৬ মিনিট]-এ এ। (রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স, ভলিউম ৮৯, ৯ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃষ্ঠা: ৪৭)

এই ভবিষ্যদ্বাণীটির কীভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ পড়তে আমার "The Advent of the Promised Messiah as vindicated by the Signs of the Lunar and Solar Eclipses" [Review of Religions, Vol. 84, No 11, November 1989, pages 3 to 24] প্রবন্ধটি দেখুন। আর এ সম্পর্কিত কিছু আপত্তির জবাব জানতে দেখুন "The Truth about Eclipses" [Review of Religions, Vol. 94, No's 5 and 6, Many & June 1999]

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা আল কুরআনে বলেছেন:

"*তিনি (আল্লাহ্) অদৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা, অতএব তিনি কাহারও উপর অদৃশ্য বিষয়সমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না, কিন্তু এমন রসূল ছাড়া, যাহাকে তিনি মনোনীত করেন।*" [আল্ জিন্ন, ৭২: ২৭-২৮]

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের এই অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণীটির পরিপূর্ণতার মাধ্যমে এই যুগে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল্লাহ্ আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

বঙ্গানুবাদ: ***সিকদার তাহের আহমদ***

অনুবাদ যাচাই ও সম্পাদনা:

ড. আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক

লেখা আহ্বান

চলতি বছর ২০১৫ সালে মজলিস আনসারুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার পচাত্তর বছর পূর্ণ হবে। তাই পচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ কর্তৃক একটি মনোরম স্মরণীকা প্রকাশ করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। সেজন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তালিম তরবীয়ত এবং ইতিহাস ভিত্তিক যে কোন লেখা প্রদানের জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে। আনসার, খোদ্দাম, আতফাল ও লাজনা, নবীন-প্রবীন লেখক সকলেই লেখা দিতে পারেন। লেখা আগামী ৩০ জুন ২০১৫ তারিখের মধ্যে প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
আহ্বায়ক, সুভিনর কমিটি
মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১

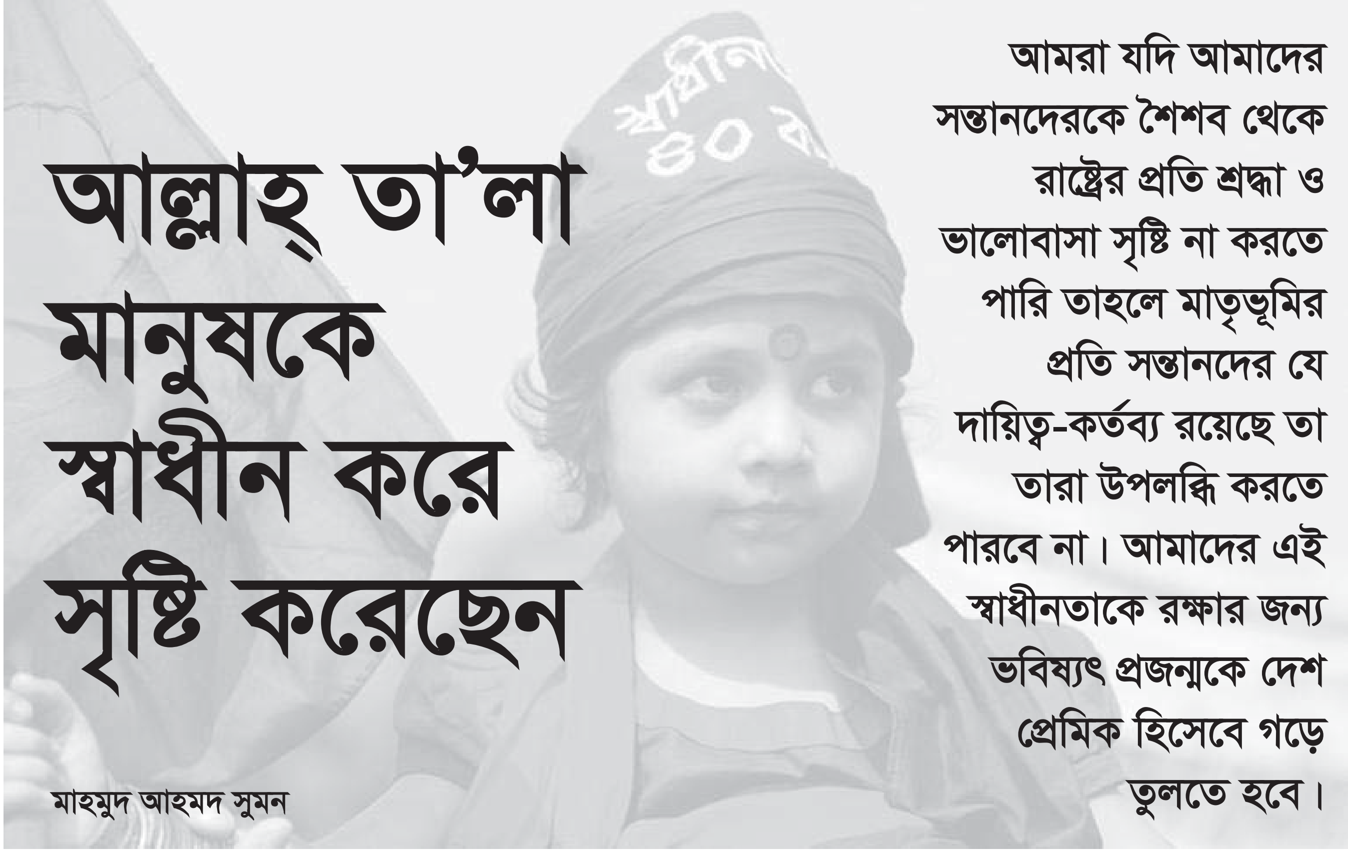

আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন

আমরা যদি আমাদের সন্তানদেরকে শৈশব থেকে রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সৃষ্টি না করতে পারি তাহলে মাতৃভূমির প্রতি সন্তানদের যে দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে তা তারা উপলব্ধি করতে পারবে না। আমাদের এই স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশ প্রেমিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

মাহমুদ আহমদ সুমন

প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ্‌পাক মানুষকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এটাই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে বিবেক ও বিশ্বাসেরও স্বাধীনতা দিয়েছেন। কাউকে পরাধীন করেন নি। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 'তোমার প্রভু-প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই অবশ্যই এক সাথে ঈমান নিয়ে আসত। তবে কি তুমি মু'মিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর বল প্রয়োগ করবে?' (সূরা ইউনুস: ১০০)।

এই আয়াত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে, আল্লাহ্ সবার স্বাধীনতা চান। তিনি চাইলে সবাইকে একসাথে মু'মিন বানাতে পারেন কিন্তু তা তিনি করেন নি। তিনি চেয়েছেন মানুষ যেন স্বাধীনভাবে বুঝে-শুনে ঈমান আনে। প্রতিটি শিশু স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে। আর জন্মগতভাবে প্রতিটি শিশুর মধ্যে সমান প্রতিভা থাকে এবং প্রতিটি শিশু এক রকমভাবে জন্মগ্রহণ করে থাকে। ধিরে ধিরে পরিবেশের কারণে একেক জনের মন-মানষিকতা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আমরা যদি আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর শিক্ষা, পরিবার, কিংবা সমাজের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই গোটা পশ্চিমা জগতের শাসক ও মানুষ ছেলে-মেয়েদেরকে ছোট থেকেই যে শিক্ষা দেয় তাহলো জীবনের বড় কাজ হলো রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা।

আমরা যদি আমাদের সন্তানদেরকে শৈশব থেকে রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সৃষ্টি না করতে পারি তাহলে মাতৃভূমির প্রতি সন্তানদের যে দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে তা তারা উপলব্ধি করতে পারবে না। আমাদের এই স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশ প্রেমিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

যেভাবে আল্লাহ্‌পাক আমাদের সবাইকে স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তেমনি এক জাতি হিসেবেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'হে মানুষ! তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন' (সূরা আন নিসা: ২)। আরো বলা হয়েছে 'নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মত একই উম্মত এবং আমিই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর' (সূরা আম্বিয়া: ৯৩)।

আল্লাহ্ তা'লার সকল নবী-রসূল একই ভ্রাতৃত্ব গঠন করেছিলেন। কারণ তারা একই ঐশী উৎস থেকে এসেছিলেন এবং তাদের শিক্ষাসমূহ কমবেশি একইরূপ ছিল। তাদের আবির্ভাবের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও ছিল এক ও অভিন্ন-পৃথিবীতে আল্লাহর তৌহিদ, মানবের ঐক্য এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করা।

স্বাধীনতা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ এক নিয়ামত। আল্লাহ্ পাকের জমিনে তিনি পরাধীনতা পছন্দ করেন না। যেখানে স্বাধীন ভূখণ্ড নেই সেখানে ধর্ম নেই আর যেখানে ধর্ম নেই সেখানে কিছুই নেই। তাই ইসলামে স্বাধীনতার গুরুত্ব অতি ব্যাপক। সৃষ্টির প্রতিটি জীব স্বাধীনতা পছন্দ করে। পৃথিবীতে এমন কোন জাতি বা জীব পাওয়া যাবে না যারা পরাধীন থাকতে চায়। তাই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সবাই কতই না চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে থাকে।

আর এই স্বাধীনতার জন্যই মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে মক্কাকে করেছিলেন স্বাধীন। আমরা জানি, গোলাম মুক্ত করে এবং সর্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনতার জন্য যিনি আজীবন লড়াই করে গেছেন এবং শতভাগ সফল হয়েছেন তিনি হলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি হচ্ছেন স্বাধীনতার উজ্জল সূর্য। যাঁর কিরণ দূর-দূরান্তে বিস্তার লাভ করেছে, যিনি নিজের মাঝে সব ধরণের স্বাধীনতাকে ধারণ করেছিলেন। যিনি মানুষকে শুধু বাহ্যিক দাসত্ব থেকেই স্বাধীনতা দেন নি বরং সমাজ ও দেশ থেকে সব ধরণের নৈরাজ্য দূর করে সবাইকে করেছিলেন স্বাধীন। পরাধীনতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য তিনি যেমন লড়েছেন তেমনি তিনি সকলকে করেছিলেনও স্বাধীন।

স্বাধীনতাকে ইসলাম যেমন গুরুত্ব দিয়েছে তেমনি দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধককেও অতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং একে ঈমানের অংশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে স্বদেশ প্রেম যেমন ছিল তেমনি তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের মাঝেও বিদ্যমান ছিল। তিনি (সা.) মক্কা থেকে মদীনার পথে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তাঁর মুখ ফেরালেন জন্মভূমি মক্কার দিকে, যেখানে তিনি নবুওয়ত লাভ করেছেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষরা বসবাস করে আসছেন। মহানবী (সা.) বার বার ফিরে তাকাচ্ছেন মক্কার দিকে, চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। মক্কার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করলেন 'হে মক্কা! তুমি আমার কাছে সমস্ত স্থান থেকে অধিক প্রিয়, আমি মক্কাকেই ভালোবাসি। আমার মন মানছে না। কিন্তু তোমার লোকেরা আমাকে এখানে থাকতে দিল না, সব কিছুর মালিক তুমি। মক্কার মানুষদের ঈমানের আলোয় উজ্জল কর। ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত কর' (মুসনাদ আহমদ ও তিরমিযি)।

একটু ভেবে দেখুন! স্বদেশের প্রতি কতই না গভীর প্রেম ছিল তাঁর। যে দেশের লোকেরা তাঁর ওপর এতো জুলুম অত্যাচার করেছে তার পরেও মাতৃভূমির প্রতি কত অগাদ ভালোবাসা। একেই না বলে স্বদেশপ্রেম। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌম রক্ষায় হযরত রসূল করীম (সা.) যখনই আহ্বান করেছেন তখনই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সর্বোতভাবে এ ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তারা জানতেন, নিজেদের বিশ্বাস, আদর্শ ও দ্বীন-ধর্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য একটি স্বাধীন ভূখন্ডের প্রয়োজন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তারা যেমন আন্তরিক ছিলেন, তেমনি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন দেশপ্রেম ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষায়।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এমনকি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও স্বাধীনতার চেতনাকে জাগ্রত করে, তাদেরকে মানুষ হিসেবে নিজের পরিচয়, সম্মান, আত্মমর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠা করে দুনিয়ার ইতিহাসে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তিনি যেমন অসংখ্য দাসকে নিজ খরচে মুক্ত করেছেন তেমনি সমগ্র বিশ্বকে দিয়েছিলেন স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ।

masumon83@yahoo.com

বড় মনের মানুষদের করি স্মরণ

মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন

আমার মরহুম দাদা মোহাম্মদ মুসলিম মিয়া সবাই তাকে তিতা মিয়া বলে ডাকতো। মাঝারি গড়নের লোক ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল মোহাম্মদ কেরামত মিয়া। তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ঘাটুরা গ্রামের পাশের গ্রাম গৌতম পাড়ার অধিবাসী ছিলেন। ষাটের দশকে পরিবারসহ রংপুর জেলার মাহিগঞ্জ বাজার হতে এক কিলোমিটার পূর্বে টেক্সদিঘির পাড়ে (পুকুরের পশ্চিম পাড়ে) স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। আমার দাদার তিন ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় আমার একমাত্র ফুফু নাম ছিল আল্লাদী তিনি মারা যান। ছেলের মধ্যে আমার মরহুম পিতা মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন (ধন মিয়া) ছিলেন বড়। বাকী দু'জন যথাক্রমে মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (মন মিয়া) ও মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম (আনু মিয়া)। আমার দাদা ১৯৯৪ সনে প্রায় ৮০ বছর বয়সে মারা যান। তখন আমি নাটোর জেলার তেবাড়িয়া জামা'তে ছিলাম। তবে মৃত্যুর সময় তরবিয়তী ক্লাস নেওয়ার জন্য খুলনা জামা'তে অবস্থান করছিলাম। তখন মোবাইলের তেমন প্রচলন না থাকাতে যথা সময়ে মৃত্যু সংবাদ পাইনি। পরবর্তীতে তেবাড়িয়া এসে সংবাদ শুনি। মেঝো চাচাও মারা যান ১৯৯৪ সালে আর ছোট চাচা মারা যান ১৯৯৩ সনে তখন আমি নিজ জামা'ত মাহিগঞ্জে ছিলাম এবং চাচার জানাযা পড়াই। আমার পিতা মারা যান ২০০৯ সনের ২রা আগষ্ট। সে সময় আমি ৪নং বকশীবাজারে আতফাল ও খোদ্দামদের তরবিয়তী ক্লাসে ছিলাম। মৃত্যু সংবাদ শুনে রাতে রওয়ানা দেই এবং পরদিন বাদ যোহর খাকসার নিজেই জানাযার নামায পড়াই। তখন আমি ফতুল্লা জামা'তে ছিলাম।

আমরা যখন ছোট তখন দাদার সাথে নিয়মিত মসজিদে যেতাম নামায পড়তে। অধিকাংশ সময় দাদা নিজে নামায পড়াতেন। তখন সব জামা'তে মুরুব্বী/মোয়াল্লেম ছিল না। দাদা আমপারার শেষের দিকের সূরাগুলো দিয়ে নামায পড়াতেন যার ফলে নামায পড়তে পড়তেই অধিকাংশ সূরা ছোটবেলা মুখস্ত হয়েগিয়েছিল। অনেক কিছু দাদার কাছেই শেখার সুযোগ হয়েছে। এক সময় কয়েক দিনের জন্য মৌলভী ছলিমউল্লাহ্‌ সাহেব মাহিগঞ্জে আসেন এবং আমাদের বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সে সময় আমি

ক্লাস ফোরে পড়ি। সময়টি ছিল শীত কাল। মৌলভী ছলিমউল্লাহ্ সাহেব সম্পর্কে দাদাই হতো। আমি দাদার সাথেই ঘুমাতাম। দুই দাদা হওয়াতে দু' জনের মাঝে ঘুমানোর সুযোগ হয়েছে এবং অনেক কিছু তাদের কাছ থেকে শেখার সৌভাগ্য পাই। আমার দাদা অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কোন প্রকার ঝগড়া-ঝাটি বা ফ্যাসাদে জড়াতেন না। জামা'তের সবাই তাকে খুব সম্মানের সাথে দেখতেন। কোন বিচার হলে দাদাকে ডেকে নিতেন সমাধা করার জন্য। আজ এই বুজুর্গরা নেই কিন্তু মনের মাঝে সর্বদা তাদের স্মৃতি চিহ্ন ভেসে উঠে আর ভাবি তারা কত বড় মনের মানুষ ছিলেন।

মহান আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য পবিত্র কুরআন মজিদে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, আর মানুষের জন্য নিশ্চয় এ কুরআনে প্রত্যেক প্রকারের দৃষ্টান্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করেছি। তবুও অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতার দরুন (তা) অস্বীকার করলো। মানুষের কৃত্তিসমূহ সীমাবদ্ধ। সেই কারণে সে শুধু সীমিত ভাবেই তার সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করতে পারে। কিন্তু কুরআন মজীদ সেই সকল বিষয়েরই সামগ্রিক সমাধান দিয়েছে যা মানবের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত।

আমার দাদা আহমদী হওয়ার কারণে আজ আমরা সেই নেয়ামত লাভ করতে পারছি। আর আহমদীয়াতের জন্যই সেই সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে রংপুর জেলাতে চলে আসেন। আমার পিতা ও চাচাদের দেখেছি তারাও জামা'তের অনুগত ছিলেন। কোন প্রকার ঝামেলাতে তারা জড়াতেন না। বড়ই শান্তির সাথে তারা জীবন অতিবাহিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এই মরহুমদের জান্নাতের উচ্চস্থান দান করুন, আমীন।

গত ২ ডসিম্বের ২০১৪ তারিখ হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ থানায় অবস্থিত বড়চর জামা'তে যাই। ছোট ছোট টিলা বেষ্টিত এলাকা মুলি বাঁশের বেশ আবাদ রয়েছে। উক্ত এলাকার পানিউন্দা গ্রাম, বড়গাঁও ও বড়চর নিয়ে একটি জামা'ত গঠিত। বড়চরের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব আবু নসর মোহাম্মদ মামুদ বয়স প্রায় ৮৩ বৎসর। বয়সের ভারে চলা ফেরা করতে খুব কষ্ট হয়। তার সাথে বেশ কিছুক্ষণ সময় দেই এবং আসর নামায বাজামাত আদায় করি। তিনি ধর্ম সম্পর্কে খুব ভাল জ্ঞান রাখেন। অত্র এলাকার মৌলভীদের সাথে তার অনেক তর্কযুদ্ধ হয়েছে কিন্তু কিছুতেই তারা তার যুক্তির সামনে টিকতে পরতো না। তিনি খোলাখুলিভাবে মাদ্রাসার শিক্ষকদের মোকাবেলা করার জন্য ডাকতেন কিন্তু তারা ভয়ে সেই মোকাবেলা করার সাহস পেত না। বয়স হলেও এখনো কুরআন হাদীসের রেফারেন্স মুখস্ত বলতে পারেন। জামা'তের প্রতি অনেক মহব্বত রাখেন, স্বল্প সময় কথা বলেই বুঝতে পারি।

বড়গাঁও-এর মওলানা মনতাজ আলী সাহেবের কথা প্রায় সবাই অবগত আছেন। তিনি মওলনা ফারুক আহমদ শাহেদ (মরহুম) এর পিতা ছিলেন। তিনি সেই সময়ের অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। ধর্মের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল তার। ধর্মীয় বিষয়ে মোকাবেলা করার সাহস কেউ রাখতো না। তিনি আহমদী হওয়াতে অনেক পরীক্ষা ও মোখালেফাতের সম্মুক্ষীন হয়েছেন। বড়গাঁও এলাকাতে তার বিরাট বাড়ী রয়েছে, যদিও এখন তেমন কেউ থাকে না। উঁচু টিলার ওপর কবরস্থান অবস্থিত। মওলানা মনতাজ আলী সাহেব সেখানেই সমাহিত। এখানে অন্যান্য আহমদীদের কবরও রয়েছে। উক্ত কবরস্থানে খাকসার, মোয়াল্লেম হুমায়ুন কবীর ও বড়চরের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ নূরুজ্জামান সাহেব ইজতেমায়ী দোয়া করি। এখানে পাতলা বসতি, চারদিকে ঘণ মুলি বাঁশ ঝাড়। রৌদ্র প্রবেশ করতে পারে না। টিলাগুলো লাল মাটি বেষ্টিত। বর্ষার সময় হয়তো বেশ কাঁদা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে এই সমস্ত বুযুর্গরা কবরে শায়ীত আছেন। যাদের কুরবানী ও অবদান আজ আমরা ভোগ করছি। গত হয়ে যাওয়া গুণিজনেরা ব্যক্তিত্বে, রুচিবোধে, সততা, নিষ্ঠা, জ্ঞানে এবং উদারতায় ধর্মীয় জগতে এক অনুপম ও অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। তাদের জীবনে দিয়েছেন যা, আদর্শ হয়ে তা চির জাগরুক। আমাদের মধ্য হতে আজ এই গুণিজনেরা একে একে বিদায় নিচ্ছেন পরপারে আর রেখে যাচ্ছেন তাদের স্মৃতি বিজরিত আদর্শগুলোকে। আহমদীয়াতের জন্য তারা জীবন বাজি রেখে খেদমত করেছেন। আমাদের যাবতীয় কার্যক্রম মসজিদ ভিত্তিক হয়ে থাকে। তাই অত্র এলাকার জন্য দোয়া করবেন যাতে আহমদীরা খুব দ্রুত সুন্দর একটি মসজিদ বানাতে সক্ষম হয়। মসজিদকে কেন্দ্র করে তবলীগ, তরবিয়ত ও ইবাদতের সুষ্ট কার্যক্রম চালু হবে। আহমদীদের মনে আন্তরিকতা ও মহব্বত বৃদ্ধি পাবে, সবই একত্রে ইবাদত করাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ কার সুযোগ সৃষ্টি হবে। মহান আল্লাহ্ তা'লা অত্র এলাকার আহমদীদের মনের কষ্ট দূর করে অতি দ্রুত মসজিদ নির্মাণের ব্যবস্থা করে দিন।

মৌলভী বাজার জেলা শহরে মরহুম আফতাব উদ্দিন নামে একজন আহমদী ছিলেন। তিনি একজন নামী দামী মওলানা ছিলেন। অত্র এলাকাতে তিনি বিচার শলিস করতেন। তার কোন সন্তানাদি ছিল না। তিনি শহর থেকে হেটে পাগুলিয়া নামায পড়তে আসতেন। সে সময় পাগুলিয়াতে আহমদীদের কোন মসজিদ ছিল না। মরহুম বাবরু মিয়া সাহেবের বাড়িতে নামায হতো। তিনি প্রতি নামাযেই কেঁদে কেঁদে দোয়া করতেন পাগুলিয়াতে যেন মসজিদ নির্মাণ হয়, তিনিও আহমদীয়াত সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন। মৌলভী বাজারে তাকে আহমদী হিসেবে সকলেই জানতো। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তার আবেগ ও ব্যাকুলিত দোয়ার ফলে পাগুলিয়াতে খুব সুন্দর একটি মসজিদ জনাব আব্দুল করিম লন্ডনী সাহেবের প্রচেষ্টাতে নির্মিত হয়েছে ২০০৫ সালে। খুব সুন্দর পরিবেশে আহমদীরা এখানে ধর্মীয় প্রোগ্রাম করতে পারছেন। বুযুর্গদের দোয়ার বরকতে বিভিন্ন স্থানে জামা'তের প্রতিষ্ঠান তৈরী হচ্ছে। আমাদের সকলের উচিত চলে যাওয়া বুযুর্গদের জন্য দোয়া করা। তাদের কার্যক্রমই বলে দেয় যে, তারা কত বড় মনের মানুষ ছিলেন। যুগ যুগ ধরে তারা বেঁচে থাকুক আমাদের স্মরণের মাধ্যমে। আমরা যেন কিছুতেই তাদের ভুলে না যাই। সমাজ তাদেরকে খুব শ্রদ্ধা করতো, তাদের আদর্শই সমাজকে পরিবর্তন করার সহায়ক ছিল। আজ আমরা যারা বেঁচে আছি আমাদের মধ্যেও সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার তবেই জাতি সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। হে বড় মনের মানুষ! বেঁচে থাকবে তোমরা আমাদের মাঝে স্মৃতি হয়ে চিরকাল চিরস্মরণীয় হয়ে এই পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে, আমীন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর দৃষ্টিতে দোয়া কবুলিয়তের পদ্ধতি সমূহ

অনুবাদ: **মওলানা মোহাম্মদ আরিফুর রহিম**
মুরব্বী সিলসিলাহ

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি খোদা তা'লার ফজল এবং তারই তৌফিকে এই বিষয়ে বর্ণনা করতে চাচ্ছি মানুষের দোয়া কোন রঙ্গে এবং কোন পদ্ধতিতে করা উচিত। যার প্রেক্ষিতে সে তার দোয়া কবুলিয়াতের অধিক আশাবাদী হতে পারে। আর কি শর্ত হওয়া উচিত যার প্রেক্ষিতে করা দোয়া খোদা তা'লার নিকট কবুল হয়ে যায়। আমি নিশ্চিতভাবে এমন কোন পদ্ধতি বলতে চাই না যেটি থেকে মুনিব খাদেম এবং খাদেম মুনিব হয়ে যাবে' খালেক মাখলুক এবং মাখলুক খালেক হয়ে যাবে' মালিক গোলাম এবং গোলাম মালিক হয়ে যাবে। তবে দোয়া কবুল করার জন্য এমন রং এবং পদ্ধতি অবশ্যই রয়েছে যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে পারে, যেভাবে মুনিব এবং খাদেম' খালেক এবং মাখলুক' মালিক এবং গোলামের সম্পর্ক হয়ে থাকে এবং নিজেদের কথা একে অন্যকে মানিয়ে থাকে।

সর্বোত্তম পদ্ধতি

মানুষের ওপর এমন একটি সময় আসে যখন কিনা সে খোদা তা'লার হাতের হাতিয়ারের ন্যায় হয়ে যান। তার সকল ধরনের কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ তা'লার জন্য এবং তার অধীনেই হয়ে থাকে। এই ধরনের মানুষ যে দোয়া করে সেটি কবুল হয়ে যায়। কিন্তু এটি এমন কোন পদ্ধতি নয় যার ব্যাপারে প্রত্যেক মানুষকে বলা যায়। যে এভাবেই কর। কেননা এটি মর্যাদার সাথে সম্পর্ক রাখে যেটিকে আত্মস্থ করা মানুষের নিজেদের আয়ত্তাধীন নয়। এজন্য আমি এই পদ্ধতির কথা বলবো না। বরং সেই পদ্ধতির কথা বলবো যেটি আত্মস্থ করা বান্দার আয়ত্তে বা সাধ্যের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু এ থেকে এটি মনে করা উচিত নয় যে, সমস্ত দোয়াই কবুল হয়ে থাকে বরং অধিকতর দোয়াই কবুল হয়ে থাকে।

প্রথম পদ্ধতি

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, খোদা তা'লা এমন পদ্ধতি বলেছেন যেটি সাধারনত মানুষের স্বভাবে কাজ করতে দেখা যায়। আর সেটি হলো "ফালইয়াসতাজিবুলি" তোমরা আমার প্রত্যেক বাক্য মান্য করবে এবং যে নির্দেশ আমি তোমাদের জন্য প্রেরণ করেছি তার ওপর আমল করবে। নিজেদের ভাল ও মন্দ সকল বিষয়কে শরিয়তের আলোকে নিয়ে আসবে। আর কেবল তখনই তোমাদের দোয়া সমূহ গৃহীত হবে। কেননা সেবকের পুরস্কার তখনই মিলে থাকে যখন মালিক খুশি হয়ে থাকে। একই ভাবে খোদা তা'লাও সেই ব্যক্তির দোয়া কবুল করে থাকেন যে তাকে সন্তুষ্ট রাখে। এজন্য বলেছেন, "ফালইয়াসতাজিবুলি" আমার বান্দার উচিত যে, যদি তারা নিজেদের দোয়া কবুল করাতে চায় তাহলে আমার কথা মেনে চলে। তাহলে দোয়া কবুল হওয়ার প্রথম পদ্ধতি এই আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন "ওয়াল ইউমেনুবি" যদি আমার বান্দা দোয়া কবুল করাতে চায় তাহলে সেটির দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো আমার ওপর ইমান আনবে এবং শরিয়তের সকল বিধি নিষিধের ওপর আমল করবে। দোয়া করবে এবং সাথে সাথে এই কথার ওপর ইমান রাখবে যে, খোদা তা'লা দোয়া কবুল করে থাকেন। যদি কেউ নিজের পক্ষ থেকে দোয়া করে আর তার মনে এই বিশ্বাস না থাকে যে, খোদা তার দোয়া কবুল করে থাকেন, তাহলে কখনই তার দোয়া কবুল হবে না। যদি কারও মনে এই বিশ্বাস না থাকে তাহলে সে লক্ষ বার মাথা ঠকুক, নাক ঘোষতে ঘোষতে দেবে যাক, গলা বসে যাক কখনই তার দোয়া কবুল হবে না। যার খোদার ওপর ভরসা থাকে না তার কথা তিনি শোনেন না। একজন বুজর্গ প্রত্যেক দিন দোয়া করতেন।

একদিন যখন কিনা তিনি দোয়া করছিলেন তখন তার একজন ভক্ত এসে তার পাশে বসে গেল। আর সেই সময় তার ওপর ইলহাম হলো যা ঐ ভক্তও শুনতে পেল কিন্তু সে আদবের খাতিরে চুপ থাকলো ঐ ব্যাপারে কিছুই বলল না। দ্বিতীয় দিন যখন ঐ বুজর্গ দোয়া করতে শুরু করলো তখনও একই ইলহাম হলো যা ঐ ভক্তও শুনলো আর ঐদিনও সে চুপ থাকলো। তৃতীয় দিন একই ইলহাম হলো সেই দিন সেই ভক্ত নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না। এর প্রেক্ষিতে সে ঐ বুজর্গকে বলতে লাগলো যে আজ তৃতীয় দিন আমি শুনছি প্রত্যেকদিন আপনাকে খোদা তা'লা বলেন, আমি তোমার দোয়া কবুল করবো না। যখন কিনা খোদা তা'লা এটা বলেদিয়েছেন। এরপরও আপনি কেন দোয়া করেন। দোয়া করাই বাদ দিয়ে দেন।

তিনি (বুজর্গ) বললেন, মুর্খ তুমিতো শুধুমাত্র তিনদিন খোদার পক্ষ থেকে এই ইলহাম শুনে ঘাবড়ে গেছ আর বলছো দোয়া না করতে, কিন্তু আমি তেইশ বছর যাবৎ এই ইলহাম শুনছি। আর আমি কখনও না ঘাবড়িয়েছি আর না আশা ছেড়েছি। খোদার

কাজ কবুল করা আর আমার কাজ দোয়া করা। তুমি এই বিষয়ে নাক গোলানোর কে? তিনি তার কাজ করছেন আর আমি আমার কাজ করছি। বর্ণিত আছে যে, পরবর্তি দিনই ইলহাম হলো যে, তুমি তেইশ বছর ধরে যে সকল দোয়া করেছ তা সবই আমি কবুল করে নিয়েছি। এজন্য আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। খোদা তা'লার ফজল ও রহমত থেকেও নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বরং দোয়া করার সময় মযবুত ইমান রাখা যে খোদা তা'লা তোমার দোয়া অবশ্যই শুনবেন।

তৃতীয় পদ্ধতি

আল্লাহ্‌ তা'লার বান্দার ওপর যদি কোন ব্যক্তি এহসান ও রহম করে। তাহলে আল্লাহ্‌ তা'লাও তার ওপর রহম করেন। তাহলে দোয়া কবুলিয়াতের একটি পদ্ধতি এটিও যে যখন কোন বিশেষ বিষয় উপস্থিত হয় আর তার জন্য দোয়া করতে হয় সেই সময় কোন এমন মানুষ যে কোন ধরনের দুঃখ কষ্টে পতিত এবং তার দুঃখ কষ্ট দুর করে দেওয়া যায় অথবা দুঃখ কষ্ট দুর করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি খোদা তা'লার কোন বান্দার সাথে এমন ব্যবহার করবে। তাহলে সেই কারনে খোদা তা'লা তার দুঃখ ও বিপদ আপদ দুর করে দিবেন। এটি খুবই সর্বত্তম পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে দোয়া খুবই দ্রুত কবুল হয়ে থাকে।

চতুর্থ পদ্ধতি

দোয়া করার পূর্বে মহানবী (সা.)-এর ওপর অধিক হারে দুরূদ প্রেরন করা। রসূল করীম (সা.) সেই স্বত্তা যিনি খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সকল সৃষ্টি থেকে অধীক গ্রহণীয়। এই কারনে আল্লাহ্‌ তা'লা কলেমায়ে তৌহীদের সাথে মহানবী (সা.)-এর নামও রেখে দিয়েছেন। এমন মানুষের ওপর যে দরূদ প্রেরন করে তারপর খোদা তা'লার নিকট বরকত কামনা করে। তখন খোদার রহমত উৎসাহিত হয়ে তার ওপর ফজল করা শুরু করে দেয়। সেই ব্যক্তি যে মহানবী (সা.)-এর ওপর দরূদ প্রেরন করে দোয়া করে তার দোয়া অন্যদের থেকে অধিক হারে কবুল হয়ে থাকে ঐ সকল ব্যক্তি হতে যারা দরূদ শরীফ পড়া ব্যতিত দোয়া করে। এটা কোন সাধারন কথা নয়। এটি ঐ বিষয়ের মত যে তার প্রিয়ের সাথে ভাল ব্যবহার করে সে তার প্রেমিকের প্রিয় হয়ে যায়।

পঞ্চম পদ্ধতি

মানুষ যেন খোদা তা'লার প্রশংসা করে। যখন কোন মানুষ খোদা তা'লার গুনের বর্ণনা করে কিছু চায় তখন খোদা তা'লা বলেন, আমার মুখাপেক্ষী বান্দা যা কিছু চায় তাকে দিয়ে দেওয়া হোক, যেভাবে মহানবী (সা.) এর ওপর দরূদ প্রেরনের ফলে খোদা তা'লার ভালোবাসা উৎসাহিত হয়ে থাকে। বান্দা যখন প্রশংসা করে তখন আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন যে, আমার বান্দা আমার যে সিফাত বর্ণনা করছে তার ওপর আমি আমার সেই সিফাত প্রকাশ করছি। যাতে করে সে আমলের দিক থেকে জানতে পারে যে যা কিছু সে আমার ব্যাপারে বলে থাকে তা সবই সঠিক। তাহলে প্রশংসা খোদা তা'লার সকল গুনাবালীকে উৎসাহিত করে থাকে এবং সকল গুনাবলী একত্রিত হয়ে এক দিকে ঝুকে পড়ে তার বান্দা কে সাহায্য করে।

ষষ্ঠ পদ্ধতি

দোয়া করার পূর্বে নিজের কাপড় ও শরীর পরিস্কার করতে হবে। যদি শরীর পবিত্র থাকে তাহলে তার ছোয়া আত্মার ওপর পড়ে থাকে। ইসলাম সকল ইবাদতের জন্য পবিত্রতার শর্ত আবশ্যক করে দিয়েছে। সেই সকল দোয়া যা অপবিত্র অবস্থায় করা হয়ে থাকে তা কবুল হয় না। সুফীগণ দোয়া করার জন্য আলাদা পোশাক বানিয়ে রাখতেন আর সেটাকে খুবই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেন এবং সুগন্ধি লাগাতেন।

সপ্তম পদ্ধতি

দোয়া কবুলিয়াতের একটি পদ্ধতি হলো দোয়া করার জন্য এমন সময় মনোনীত করা যখন কিনা নিস্তব্ধ থাকে। হযরত মুসলেহ্‌ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে দেখেছি তিনি (আ.) একাকি জঙ্গলে চলে যেতেন। নির্দিষ্টি জায়গায় নিস্তবদ্ধতার সময়ে গভীর মনোযোগের সাথে দোয়া করা। কেননা মনোযোগের জন্য আলাদা কোন দিক থাকে না। এজন্য পবিত্রতার দিক একই দিকে হয়ে থাকে, যা সামনের প্রত্যেক দিককে অতিক্রম করে নিয়ে যায়।

অষ্টম পদ্ধতি

যখন কোন মানুষ কোন বিষয়ে দোয়া করে তখন তার পূর্বে সে যেন নিজের আত্মার দুর্বলতার বিষয়ে চিন্তা করে। মানুষের উচিত নিজের আত্মাকে যেন লুটিয়ে দেয় আর এভাবে বান্দা ও খোদার মধ্যে সম্পর্কের সৃষ্টি হওয়ার বড় মাধ্যম তৈরী হয়। আর এটি থেকে দোয়া অনেক বেশী কবুল হয়ে থাকে।

নবম পদ্ধতি

যখন মানুষ দোয়া করতে লেগে যায় তখন সে যেন আল্লাহ্‌ তা'লার পুরস্কার সমূহকে নিজের চোখের সামনে নিয়ে আসে। এমনকি খোদা তা'লার পুরস্কার ও ফযলের চিত্র অঙ্কন করবে। যেন সেটির সুক্ষ্যাতি সুক্ষ অংশও আল্লাহ্‌ তা'লার প্রেম ও ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে যায় আর সেই সময় দোয়াকারীর হৃদয়ে যোশ ও উদ্দীপনার সাথে আশার এমন এক উৎসাহ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, সে যা দোয়া করবে তা কবুল হয়ে যাবে।

দশম পদ্ধতি

যেভাবে খোদা তা'লার পুরস্কার সমূহকে সম্মুখে রাখা উচিত ঠিক একইভাবে তাঁর ক্রোধ বা শাস্তি কেও সম্মুখে নিয়ে আসবে। অতপর দোয়া করবে সেই দোয়া ভয় এবং আকাঙ্খার দোয়া হবে। যার সম্পর্কে কুরআন করীমেও বর্ণিত আছে। একদিকে তার খোদা ভীতির সৃষ্টি হবে আর অন্য দিকে আকাঙ্খাও। এই দুটি দেয়াল তৈরী হয় যা দোয়াকারীকে দুনিয়া থেকে আলাদা করে আল্লাহ্‌ তা'লার দিকে ঝুকিয়ে দেয়। আর এভাবেই তার দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

একাদশ পদ্ধতি

যখন কোন ব্যক্তি দোয়া করে তখন সে যেন নিজের অবস্থা উপযুক্ত করে। যার ফলাফল এই হয়ে থাকে যে তার মুখ থেকে দোয়া অধিক উত্তমভাবে বের হয় এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে দোয়া করার সৌভাগ্য লাভ করে থাকে।

দ্বাদশ পদ্ধতি

কোন সুনিদিষ্ট বিষয়ে কবুল করানোর জন্য সর্ব প্রথমে এমন দোয়া করা উচিত যেটিকে খোদা তা'লা যেন কবুলই করে নেন। উদাহরণ স্বরূপ, হে খোদা ইসলাম ধর্ম যেন খুবই দ্রুততার সাথে প্রসার লাভ করে এবং তোমার প্রতাপ ও কুদরত যেন প্রকাশিত

হয় আর তোমার নবীগনের সম্মান যেন বৃদ্ধি পায়। তখন খোদা তা'লা বলবেন, এমনই হোক। একইভাবে দোয়া করতে করতে নিজের উদ্দেশ্যও বলে দিবে যে, হে খোদা এই কথাটিও যেন হয়ে যায়। তাহলে দোয়া কবুল হওয়ার এটিও একটি পদ্ধতি।

ত্রয়োদশ পদ্ধতি

কোন নির্দিষ্ট বা বিশেষ স্থানে কৃত দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষের উচিত দোয়া করার সময় এমন কোন বিশেষ স্থান মনোনীত করা। হযরত খলিফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) এর নিকটও একটি জায়নামায ছিল। তিনি (রা.) বলেন যে, আমি যখনই এই জায়নামাযের ওপর বসে দোয়া করতাম তখন তা বিশেষ ভাবে কবুল হয়ে যেত। মহানবী (সা.) এটিকে পছন্দ করতেন আর সাহাবাগণও এর ওপর আমল করেছেন । সাহাবাগণ (রা.) ঘরে নামায পড়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা রেখে দিতেন যেখানে ইবাদত ছাড়া আর অন্য কোন কাজ করা হতো না। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-ও বায়তুদ দোয়া বনিয়েছিলেন। তাহলে দোয়া কবুল হওয়া এটিও একটি পদ্ধতি।

চতুর্দশ পদ্ধতি

পত্যেকটি দোয়া খোদা তা'লার নামের সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক রাখে। এজন্য যখন কোন মানুষ দোয়া করে তখন তার উচিত প্রথমত নিজের জরুরী প্রয়োজনিয়তা কি? এরপর সেই মোতাবেক খোদা তা'লার গুন বাচক নাম খুজে বের করা। তারপর সেই নাম ধরে খোদা তা'লার নিকট দোয়া করা। আর তখনই খুব দ্রুত দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

পঞ্চদশ পদ্ধতি

খোদা তা'লার নাম আল্লাহ্ আর এটি এমন একটি নাম যে নাম ধরে ডাকলে প্রত্যেক বাসনা ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী খোদা তা'লার গুনবাচক নাম তার মনে আসুক বা না আসুক তার উচিত আল্লাহ্ কে ডেকে নিজের দোয়া করা। কেননা এটি এমন একটি নাম যেটি সকল গুনবাচক নামের সমষ্টি। শত্রু থেকে বাঁচার, বিপদ বা সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা পাওয়ার, গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়া, কষ্ট দুর করানো সকল ধরনের দোয়া করার জন্য এটি ব্যবহার করা যায়। এই যুগে আমাদের কে অনেক সমস্যার সম্মুখিন হতে হবে। বিভিন্ন ধরনের বিরোধিতাকারী সৃষ্টি হবে আর বিভিন্ন ধরনের আপত্তি ইসলামের ওপর করা হবে। সেগুলোকে শেষ করার জন্য আমাদেরকে অনেক চেষ্টা ও প্রচেষ্টা করা আবশ্যক। এই জন্য এই পন্থা ব্যতিত সফলতার জন্য আর কি পদ্ধতি হতে পারে? আমরা খোদা তা'লার নিকট আবেদন করি যে, হে খোদা তুমি আমাদের কে সাহায্য কর। সুতরাং আপনারা আপনাদের বিশ্বাস ও নিজেরদের আমলে বিশেষ পরিবর্তন করে নিন, যাতে করে অমাদের খাওয়া দাওয়া, ঘুমানো, জেগে ওঠা, সকল প্রশান্তি এবং সকল অবস্থা তারই জন্য হয়ে যায়।

(খাজায়েনে দোয়া পুস্তক অবলম্বনে)

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সাথে স্মৃতিময় তথ্য প্রেরণ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কর্মময় জীবনের অমূল্য স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য 'ফজলে ওমর ফাউন্ডেশন' রাবওয়া কর্তৃক কাজ করা হচ্ছে। তাই হুযূর (রা.)-এর সাথে আপনার যদি সাক্ষাৎ কিংবা পত্রালাপের সৌভাগ্য হয়ে থাকে তাহলে স্মতিময় তথ্য এবং যদি হুযূর (রা.)-এর সাথে ছবি কিংবা তাঁর পত্র থাকে এর কপি জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল। প্রেরণের সুবিধার্থে প্রয়োজনে জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল (মোবাইল নম্বর- ০১৭২৬৯৪৩৮২১)-কে অবহিত করবেন।

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

" বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠায় একক নেতৃত্বের গুরুত্ব"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২৫ এপ্রিল, ২০১৫-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী আরো এক সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। পবিত্রতা রক্ষায় বিয়ের গুরুত্ব।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-
সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
মোবাইলঃ ০১৭১৬-২৫৩২১৬
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

আমার আহমদী জীবনের ইতিকথা

খন্দকার আজমল হক

(২য় কিস্তি)

পূর্বেই বলেছি যে বয়আত নেয়ার পর আমি পাবনা যাই। নতুন আহমদী, তাই ঈমানের জোশে উজ্জীবিত ছিলাম। যেখানে যেতাম তবলীগে জড়িয়ে পরতাম। এরূপ এক তবলীগ অনুষ্ঠানকালে শহরেরেই এক আহমদীর সন্ধান পাই। অলৌলিকভাবেই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাত ঘটে। একদিন আমি এক দোকানের সামনে বসে আহমদীয়াত সর্ম্পকে আলাপ করছিলাম। তখন এক ভদ্রলোক এসে আমার পাশে বসলেন ও আমার কথা শুনতে লাগলেন। মাঝে মাঝে আমার কথার সমর্থনও করে যান। পরে তিনি নিজেকে আহমদী হিসেবে পরিচয় দেন। তাঁর নাম ছিল জীন্নাত আলী ভূইয়া। তিনি তখন শিক্ষা বিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট ফিজিক্যাল অর্গানাইজার হিসেবে চাকরি করতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি ছিল নোয়াখালি জেলায়। তিনি শুক্রবারে তাঁর বাসায় নামায পড়ার জন্য আমাকে আহ্বান জানান। এরপর অনেকদিন তাঁর বাসাতে জুমুআর নামায পড়ি। তাঁর ওখানেই আমার আহমদীয়া জীবনে প্রথম জুমুআর নামায পড়ার সুযোগ হয়। বয়আত নেয়ার পরেই আমাকে পাবনা আসতে হয়। আহমদী হিসাবে আমাদের ওখানে জুমুআর নামায পড়ার সুযোগ হয়নি। তবে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি যাবার পর ইয়ামিন সাহেবদের বাড়িতে জুমুআ ও ওয়াক্তিয়া নামায জামা'তে পড়তাম। অনেক সময় তাঁদের বৈঠকখানা সংলগ্ন খোলা মাঠে যখন জামা'তে নামায পড়তাম তখন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় লোকজন তাকিয়ে দেখত। নামাযের পূর্বে অবশ্যই আযান দেয়া হত।

পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে আসলে আব্বা আমার সাথে আর কোন রাগারাগি করেন নি। আমার লেখাপড়ার খরচ দেয়া বন্ধ করলেও তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হইনি। অবশ্য আমার পড়ার খরচ বন্ধ করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি সমাজভক্ত ছিলেন। সমাজকে তিনি ছাড়তে পারেন নি। সমাজে তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। সবাই তাঁকে পীর হিসেবে মান্য করত। তিনি স্থানীয় মসজিদে জুমুআ নামায ও ঈদগাহে ঈদের নামাজে ইমামতি করতেন। সমাজের ভেতর কোন সমস্যা দেখা দিলে তাঁর ডাক আসত। সমাজের সাথে তিনি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি নিজে একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তার হিসেবে তাঁর অনেক নামডাক ছিল। দূরদূরান্ত থেকে লোক চিকিৎসার জন্য তাঁর নিকট আসত। এলাকার সবাই তাঁকে সম্মানের চোখে দেখত। ডাক্তার সাহেব নামে তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

আমাদের আহমদী হবার কারণে সমাজ থেকে তাঁর ওপর বিভিন্নভাবে চাপ আসতে থাকে। এ সময় মসজিদ ও ঈদগাহের ইমামতি থেকে তাঁকে সরিয়ে দেয়া হয়। এজন্য তাঁর আয়-রুজিও কিছু কমে যায়, যা তাঁর জন্য অসহনীয় হয়ে ওঠে। আমাদের আহমদী হবার জন্য সমাজ থেকে এমন ব্যবস্থা নেয়ায় আমাদের ওপর তিনি অসন্তুষ্ট হন। সমাজ ত্যাগের পরিবর্তে অহমদীয়াত ছাড়বার জন্য আমাদের ওপরই চাপ সৃষ্টি করেন। পূর্বেই বলেছি এ চাপ আমাদের ঈমান বদলাতে পারে নি। উল্টো আমি আব্বাকে বলতাম, "আহমদীয়াত যে সত্য নয় তা আমাকে বুঝান। আমি কয়েকটি প্রশ্ন দিচ্ছি এর উত্তর মাওলানাদের কাছ থেকে এনে দিন"। আমি তাঁকে ১৩টি প্রশ্ন দিয়ে বলেছিলাম, "এর ভেতর থেকে একটি প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব এনে দিলে আমি আহমদীয়াত ছেড়ে দেব"। সবগুলো প্রশ্ন আমার মনে নেই। তবে তার ভেতর দুটি প্রশ্নের একটি ছিল "আরবি খাতাম শব্দের তা অক্ষরে যখন যবর হয় এবং তা যদি বহুবচন বাচক বিশেষ্যের পূর্বে বসে, তার অর্থ শেষ হয়েছে, কুরআনের শব্দটি ছাড়া আরবি গ্রন্থমালা থেকে এরূপ কোন উদ্ধৃতি দেখান"। অন্যটি ছিল "হযরত ঈসা (আ.) এর সশরীরে চতুর্থ আসমানে জীবিত থাকার পক্ষে কুরআন থেকে একটি আয়াত দেখান"। আমার আব্বা এসব প্রশ্ন নিয়ে অনেক মৌলভীর কাছে যান। তাদের মধ্যে স্থানীয় হাই স্কুলের হেড মৌলভীও ছিলেন। আব্বা তাদের বললেন "এসব প্রশ্নের উত্তর দিন এবং আমার ছেলেদের বিপথগামিতা থেকে ফেরান"। তখন হেড মৌলভী সাহেব প্রতিশ্রুতি দেন যে, ৭ দিনের ভেতর তিনি এর উত্তর দেবেন। কিন্তু ৭দিন কেন ৭সপ্তাহ, মাস, বছর পার হয়ে গেল তাঁর কোন উত্তর তাঁরা দিতে পারেন নি। এমনকি তিনি ফুরফুরার বড়পীর সাহেবের বড় ছেলে পীর আব্দুল হাই সাহেবের নিকট পর্যন্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে উপস্থিত হন। পীর সাহেব তখন আমাদের গ্রামের নিকটস্থ হাদোল আলিয়া মাদ্রাসায় এক ওয়াজ মাহফিলে এসেছিলেন। আব্বা ঐ পীর সাহেবের মুরিদ ছিলেন। পীর সাহেব প্রশ্নের জবাব দেয়ার পরিবর্তে বলেছিলেন, "আপনার ছেলেকে ইংরেজি শিখিয়ে কাফের বানিয়ে ফেলেছেন"। আব্বা যখন উত্তর আনতে ব্যর্থ হলেন, তখন আমাকে বললেন, "বাবা তোমার মত তুমি থাক, আমার আর বলার কিছু নেই"। এরপর তিনি আর কোন বিরোধিতা করেন নি।

আব্বা ১৯৭৪ সালে ইন্তেকাল করেন। খুশির বিষয়, জীবন সায়াহ্নে তিনি আমার শ্বশুর অ্যাডভোকেট বদরউদ্দিন আহমদ সাহেবের নিকট বয়আত নেন। তাঁর মৃত্যুকালে আমি বা আমার বড় ভাই তাঁর পাশে থাকতে পারিনি।

আমি বাড়িতে সুযোগ পেলেই তবলীগ করতাম। মাঝে মাঝে মৌলভী সাহেবদের সাথে আমার বাহাস হত। দু'বছর গবেষণার ফলে নবুওয়ত, ওফাতে ঈসা (আ:) ও অন্যান্য মাসলা সর্ম্পকে কুরআন ও হাদীসের ওপর আমার বেশ দখল হয়েছিল। তাই মৌলভী মাওলানাদের সাথে কথা বলতে আমার কোন অসুবিধা হত না।

তখন আমাদের গ্রামের নিকটবর্তী পূর্বে

উল্লেখিত হাদোল আলিয়া মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন মাওলানা মাওলা বখশ্ নামে এক ব্যক্তি। আমাদের এলাকার সকলেই তাকে একজন জবরদস্ত মাওলানা বলে জানত। অনেকদিন আগেকার ঘটনা, আমি তখন ছোট। বয়স ১০/১১ হবে। সে সময় এই মাওলানার সাথে আহমদীয়া জামা'তের সদর মুরব্বি মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের আহমদীয়াত নিয়ে বাহাস হয়। তিন দিন ধরে আমাদের বৈঠকখানায় এই বহাস চলে। আমার এখনও মনে আছে, প্রশ্নোত্তরকালে মাওলানা এজাজ সাহেব কুরআন থেকে কোন রেফারেন্স দিলে, মৌলভীগণ বর্ণিত আয়াত খুঁজে না পেয়ে "কোথায় আছে, কোথায় আছে" বলে কুরআন ঘাঁটতে থাকতেন। মাওলানা এজাজ সাহেব সূরা ও আয়াতের নম্বর বলে দিলে তারা চুপ হয়ে যেতেন। তিন দিন আলোচনার পর কোন সমাধান না মেনেই তারা জেতার ভান করে "মারহাবা, মারহাবা" বলে বিদায় নেয়।

এই মাওলানা মাওলা বখশ্ সাহেবের সাথেও আমার বাহাস হয়। আমি কোন প্রশ্ন করলে "ছেলে মানুষ" আরবি জানেনা" বলে আমার কথা উড়িয়ে দিত।

পাবনা থাকাকালে তৎকালীন আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের প্রধান মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফি সাহেবের সাথেও আমার কথা হয়। তাঁর কাছ থেকেও কোন সদুত্তর পাইনি।

বি.এস.সি পাশ করার পর আমাকে চাকরির সন্ধান করতে হয়। চট্টগ্রাম জেলার আবুরহাট হাই স্কুলে আমার প্রথম চাকরি। তখনও আমি জামা'তের কথা ভুলিনি। সেখানে কোন আহমদী বা কোন জামা'তের সন্ধান না পেয়ে আমি প্রায় ৫০ মাইল দূরে চট্টগ্রামে ট্রেনে প্রতি শুক্রবারের জুমুআর নামায পড়তে যেতাম। নিকটবর্তী ষ্টেশন *ধুম* আমার স্কুল থেকে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। তখন কাঁচা রাস্তা। পায়ে হাঁটা রাস্তা ছাড়া যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা ছিল না। বর্ষা বাদলের দিনেও পায়ে হেঁটে এই পথ অতিক্রম করে ট্রেন ধরতাম। তবুও জুমুআর নামায বাদ দিতাম না। চট্টগ্রামে ফালু মিয়া সাহেবের সাথে আমার পরিচয় হয়। তাঁর মাধ্যমেই জানতে পারি যে আবুরহাটের কাছাকাছি ফাজিলপুরে একটি জামা'ত আছে। তারপর থেকে ফাজিলপুর গিয়ে তৎকালে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আহমদী খাজা আহমদ সাহেবের গ্রামের বাড়িতে তাঁর ভাইদের সাথে নামায পড়তাম। আবুরহাটে চাকরি করাকালে বগুড়ার খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী সাহেব পত্রের মাধ্যমে প্রথম রংপুরের বদরউদ্দিন আহমদ অ্যাডভোকেট সাহেবের বড় মেয়ের সাথে আমার বিয়ের প্রস্তাব দেন। কে জানত যে এই প্রস্তাবই ভবিষ্যতে কার্যে পরিণত হবে। মোবারক আলী সাহেব ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানিতে প্রথম বাঙালি মিশনারি ছিলেন। ইনি লন্ডনেও মিশনারির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দীর্ঘদিন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জামা'তের আমীরের দায়িত্বও পালন করেন।

কিছুদিন আবুরহাটে শিক্ষকতা করার পর আমি সীতাকুন্ডু হাইস্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিই। সেখান থেকেও আমি নিয়মিত চট্টগ্রামে জুমুআর নামায আদায় করতে যেতাম। প্রায় ৪০ মাইল দূরত্বের এই পথ আমাকে ট্রেনে যাতায়াত করতে হত। দূরত্ব আমাকে জামা'তের সংস্পর্শ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। এই সীতাকুন্ডু হাই স্কুল থেকেই আমি বি.এড ভর্তি হবার সুযোগ পাই।

বি.এড পড়ার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকাস্থ টির্চাস ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হলাম। এটা ১৯৫৬ সালের ঘটনা। ঐ কলেজে আমার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক ও পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মূতী শরফউদ্দিন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর শাহাদত হোসেন। শাহাদত হোসেন আমার কলেজ জীবনের সহপাঠী ছিলেন। উল্লেখ্য, আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ব্যাচে ম্যাট্রিকুলেশন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এড ক্লাসের প্রথম ব্যাচে বি.এড পাস করি। বি.এড ভর্তির সময় এজাজ মামুজান আমাকে অনেক সাহায্য করেন। ইয়ামিন সাহেবের মামা বলে আমি তাঁকে মামুজান বলে ডাকতাম। তিনি না হলে হয়তো আমার বি.এড পড়াই হতোনা। তাঁর মাধ্যমেই আমার ভর্তির টাকা ও আঞ্জুমানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়। আঞ্জুমানে থাকাকালে কেন্দ্রীয় সদর মুরুব্বি মাওলানা গোলাম আহমদ, মাওলানা মহাশয় মোহাম্মদ ওমর ও মাওলানা আজমল শাহেদ সাহেবদের সাথে পরিচয় হয়। তাঁরা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন, তাঁদের আনুকূল্যে আমি ১৯৫৬ সালে রাবওয়ার সালানা জলসায় যাবার সুযোগ পাই। আল্লাহর রহম না হলে আমার রাবওয়া যাওয়া সম্ভব হতনা। যেভাবে রাবওয়া যাবার ব্যবস্থা হয় তাও ছিল এক বিরাট মোজেজা।

প্রতি জলসাতেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হতে কিছু বাঙালিকে জামা'ত থেকে সালানা জলসায় পাঠানো হত। ১৯৫৬ সালে আমাকে ও একজন মোয়াল্লেমকে সালানা জলসায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই মোয়াল্লেম সাহেবের নাম আমার মনে নেই। তবে তিনি এক সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তখন আমার বি.এড ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষার মধ্যেই আমি জানতে পারলাম যে আমাকে রাবওয়ায় জলসায় পাঠানো হচ্ছে। আমিতো আনন্দে আত্মহারা। সৌভাগ্যের বিষয় যেদিন যাবার দিন ধার্য হয় ঐ দিনই ছিল আমার পরীক্ষার শেষ দিন।

যাবার দু'দিন পূর্বে আমাকে বলা হলো "তোমাকে যাতায়াতের ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। ট্র্যানজিট ভিসার মাধ্যমে ভারতের ভেতর দিয়ে ট্রেনে যেতে হবে। সে জন্য ইন্ডিয়ান কারেন্সি চেঞ্জ করতে হবে এবং দু দিনের ভেতরে ভিসা, পাসপোর্ট করতে হবে"। আমিতো চিন্তায় পড়ে গেলাম কীভাবে এত অল্প সময়ের ভেতর এসব কাজ সমাধা করব। যাহোক, আল্লাহর ওপর ভরসা করে আমি প্রচেষ্টা চালাতে থাকলাম। খোদার ফজলে এক দিনেই ট্র্যানজিট ভিসা পেয়ে গেলাম। পাসপোর্ট করতেও কোন অসুবিধা হয়নি। তখন ডি.এস.পি (ডেপুটি সুপারিনটেন্ট অব পুলিশ) অফিস হতে পাসপোর্ট দেয়া হতো। ঢাকার ডি.এস.পি ছিলেন আব্দুস সালাম সাহেব। তিনি আমাকে চিনতেন। সালানা জলসায় যাবার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে পাসপোর্ট করে দিলেন। কারেন্সি চেঞ্জ করতেও কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি।

কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল স্টিমার নিয়ে। স্টিমার ছাড়বে নারায়ণগঞ্জ থেকে। সময় বেলা ২টা। ঐ দিন ঐ একই সময়ে আমার পরীক্ষাও শেষ হবে। এমতাবস্থায় কীভাবে স্টিমার ধরবো ভাবতে পারছিলাম না। পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে খাস মনে দোয়া করতে থাকলাম। কোনমতে পরীক্ষা শেষ করে রিক্সায় সদরঘাট পৌঁছতে পৌঁছতে দুটো বেজে গেল। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে নারায়ণগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা

দিলাম। গিয়ে দেখি স্টিমার তখনও দাঁড়িয়ে। দুটো চল্লিশ বেজে গেল। আমিও স্টিমারে উঠেছি, স্টিমার ছাড়ার হুইসেলও বেজে উঠল। আমার সফরসঙ্গী মাওলানা মহাশয় মোহাম্মদ ওমর, যিনি হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছিলেন, ও অন্যান্যরা আগেই এসে পড়েছিলেন। আমাকে দেখেই ওমর সাহেব বলে উঠলেন, "আপকা লিয়ে স্টিমার এন্তেজার কার রাহা হায়"। সাধারণত স্টিমার বেশি লেট করত না। ঐ দিন লেট করা এবং আমার উপস্থিতির পরই ছেড়ে দেয়া মোজেজাই বটে। আল্লাহর নিকট অশেষ শোকরগোজারি করলাম।

স্টিমারে গোয়ালন্দ গেলাম। এরপর ট্রেনে শিআলদহ পৌঁছি। সেখান থেকে পার্ক সার্কাসে আমাদের আঞ্জুমানে যাই। তখনকার জামা'তের মিশনারী মাওলানা সেলিম সাহেবের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তিনি দীর্ঘদিন মধ্যপ্রাচ্যে (সিরিয়ায়) জামা'তের মিশনারির দায়িত্ব পালন করেন।

পরদিন রাতে ট্রেনে হাওড়া থেকে অমৃতসর পৌঁছি। সেখান থেকে বাসে লাহোর যাই। লাহোরে জামা'তের মসজিদে রাত্রে অবস্থান করি। লাহোর থেকে পরদিন বাসে রাবওয়া যাই। রাবওয়ার মেহমানখানায় আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়।

এই সেই রাবওয়া। যেখানে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানি (রা.) ভারত থেকে হিযরত করে এসে আহমদীদের বসবাসের স্থান নির্ধারণ করেন। এই সেই রাবওয়া। যা এক সময় বিরানভূমি ছিল। পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। হুযূর (রা.) এর দোয়ার বরকতে আহমদীদের অবস্থানের পর তা বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠে। খোদার ফজলে সেখানে সুমিষ্ট খাবার পানিও পাওয়া যায়, এবং একটি সুন্দর শহর হিসেবে গড়ে ওঠে। এখানে কাসরে খিলাফত (খলিফার বাসস্থান) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গোল বাজারের ন্যায় একটি আধুনিক বাজার গড়ে উঠেছে। এখানকার দোকানীরা আজানের সাথে সাথে দোকান খোলা রেখেই নামাজে চলে যান। কোন দোকানেরই কোন ক্ষতি হয়না। দাপ্তরিক কাজের জন্য সুন্দর সুন্দর পাকা দালান তৈরি করা হয়েছে। বড় একটি জামে মসজিদ, তালিমুল ইসলাম স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে। মাদ্রাসা থেকে মোবাল্লেগ সৃষ্টি হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য ছড়িয়ে পড়ছে। এখানে বেহেশতি মকবেরা কবরস্থানও বানানো হয়েছে। পাহাড় ঘেরা এই মনোরম শহরটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। মসজিদে হুযূর (রা.) এর ইমামতিতে জুমুআর নামায পড়ার সুযোগও হয়েছিল।

রাবওয়ায় যে কয়দিন ছিলাম বেশ আরামেই ছিলাম। একটি রুহানি পরিবেশে কাটিয়েছি। আমার পরম সৌভাগ্য যে এসময় হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) এর হাতে দোস্তি বয়আত, ব্যক্তিগত আলাপ ও দোয়া নিই। হুযূর (রা.) আমাকে আন্তরিক ভালবাসার সাথে গ্রহণ করেন এবং আমার সঙ্গে কথা বলেন। এ ছাড়া কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবিদের সাথেও দেখা হয়। তাঁরা হলেন, হযরত গোলাম রসূল রাজেকী (রা.), হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রা.), হযরত স্যার চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রা.)। তাঁদের দোয়া পাবারও সুযোগ হয়। হযরত গোলাম রসূল রাজেকী (রা.) এর সাথে সবচেয়ে বেশি সময় কাটানোর সুযোগ পাই। মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রা.) সাহেবকে তার বাসভবনে হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই স্মৃতি এখনও আমার চোখে জ্বলজ্বল করছে। মহাশয় মোহাম্মদ ওমর সাহেব এ সব সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ এই মহান বুর্জুগকে জাজায়ে খায়ের দান করুন "আমিন"।

ইতোঃপূর্বে রাবওয়ায় যাওয়ার সময় অমৃতসর স্টেশনে বিশিষ্ট সাহাবী ও কাদিয়ানের দরবেশ হযরত ভাই আব্দুর রহমান সাহেব (রা.) ও আফ্রিকার প্রসিদ্ধ মোবাল্লেগ হযরত মাওলানা মোবারক আহমদ সাহেবের সাথেও পরিচয় ও আলাপ হয়। আমি সুদূর পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে এসেছি শুনে ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কেঁদে ফেল্লেন এবং বল্লেন "আপনাদের আগমনে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর এলহাম "এত লোক আসবে যে কাদিয়ানের রাস্তায় গর্ত হয়ে যাবে' পূর্ণ হচ্ছে"।

এসব সাক্ষাতকার আমার জন্য যে কতবড় সৌভাগ্যজনক ছিল তা ভাষায় বর্ণনাতীত। এই সাক্ষাতকারসমূহ আমাকে তাবেঈনের দরজায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। তাই ঐ বৎসরের জলসায় যোগদানের ঘটনা আমার জীবনের এক স্মরণীয় বিষয়।

এ সময় জনাব আব্দুর রহমান বাঙালি সাহেব রাবওয়ায় বসবাস করতেন। তখন তিনি তালিমুল ইসলাম স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। পরে যুক্তরাষ্ট্রে মিশনারির দায়িত্বও পালন করেন। তাঁর বাসায় তাঁর সাথে আলাপ পরিচয় হয়। সদর মুরুব্বি জনাব আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব এর সাথে ওখানেই প্রথম দেখা ও পরিচয় ঘটে। তিনি তখন রাবওয়ায় জামেয়ার ছাত্র ছিলেন। এ সাক্ষাতের ব্যবস্থাও ওমর সাহেবই করেছিলেন।

এখন জলসার কথায় আসা যাক। ডিসেম্বর ২৬, ২৭ ও ২৮ তিন দিন জলসাগাহে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনই হুযূর (রা.) এর বক্তৃতা মঞ্চের পাশেই আমাদের বসার ব্যবস্থা হয়েছিল। এজন্য বেশ পরিষ্কারভাবে তাঁকে দেখা ও বক্তৃতা শোনা সহজ হয়। হুযূর (রা.) এর অমূল্য ভাষণ ছাড়াও বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভাষণও শুনি। জলসাগাহ একটি বৃহৎ মাঠে অবস্থিত ছিল। আমার ঠিক মনে নেই, তবে মনে হয় এক লাখ পঁচাত্তর হাজারের মত লোক ঐ বৎসর জলসায় উপস্থিত ছিল।

জলসার পর আমি ও মোয়াল্লেম সাহেব একই ভাবে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করি। জলসা থেকে আসার পর আমাকে ইংরেজিতে জলসার অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলা হয়। আমি আমার রাবওয়া সফরের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে ইংরেজিতে একটি বক্তৃতা দিই। দারুত তবলীগে তৎকালীন টিনের ছাউনি দেয়া মসজিদে এই বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেই সময় রংপুরের জনাব আমেজ সাহেব নামে এক আহমদী সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আমি বাড়ি এলে এই আমেজ সাহেব আমাদের বাড়িতে আসেন। তিনি আমার আব্বার নিকট রংপুরের বিশিষ্ট উকিল, পাবলিক প্রসিকিউটর এবং রংপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান বদরউদ্দিন আহমদ সাহেবের বড় মেয়ে রওশন আরা বেগমের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে আমার বিবাহের প্রস্তাব দেন। পূর্বেই বলেছি যে, বগুড়ার খান সাহেব মোবারক আলী সাহেবও লিখিতভাবে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। জনাব আমেজ সাহেবের সাথে আমাকে রংপুর যেতে হয়। মেয়ে দেখার আনুষ্ঠানিকতার পর বিবাহের দিন পরে ধার্য করা হবে বলে ঠিক হয়।

(চলবে)

দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি

দরবেশ মৌলভী মোতাহার আলী

দরবেশ মৌলভী মোতাহার আলী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(৮ম কিস্তি)

জামা'তে আহমদীয়ার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র খান সাহেব মৌলবি মোবারক আলী। তিনি ১৯০৯ সালে কাদিয়ানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। ১৯১৭ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর তাহরীকে ধর্ম সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৯২০ থেকে ১৯২২ সাল লন্ডনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মিশনারি এবং ১৯২২ থেকে ১৯২৪ সাল জার্মানিতে আহমদীয়া জামা'তের প্রথম মিশনারি হিসেবে জামা'তের খেদমতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তার তবলিগে বগুড়ায় মাতা-পিতা ভাই বোনসহ অনেকে বয়আত করেন। তন্মধ্যে তাঁর বড় ভাই আকবর আলী ১৯২৫ সালে তিনি জার্মানি থেকে দেশে ফিরে আসার পর ছোট ভাইয়ের ধর্ম সেবার আত্মত্যাগ প্রত্যক্ষ করে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন।

আকবর আলী সাহেব দীক্ষা গ্রহণের পর জামা'তের কাজে নিবেদিত হন। তিনি ও তাঁর সহধর্মিণী মজিরুন্নেসা নিজ সন্তানদেরকে জাগতিক শিক্ষার সাথে জামা'তী তালিম তরবিয়ত প্রদান করেন। তাদের দাম্পত্য জীবনে সাত ছেলে ও এক মেয়ের জন্ম হয়। তারা হলেন– ১. আবুল হোসেন, ২. দেলওয়ার হোসেন, ৩. মনসুর আলী, ৪. নবীউল হক, ৫. মোতাহার আলী, ৬. আহমদ আলী, ৭. তবারক আলী এবং ৮. আমেনা খাতুন।

সন্তানদের মধ্যে মোতাহার আলীর মাঝে শৈশব থেকে ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় শিক্ষার একনিষ্ঠ আগ্রহ সৃষ্টি হয়। একজন খোদাভীরু ও পরহেজগার মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেন। জ্ঞানার্জনে বুৎপত্তি লাভের প্রতিভার বিকাশ ঘটে। অন্য ভাইদের থেকে ধর্মীয় শিক্ষায় ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। অভিভাবকদের দৃষ্টি নন্দিত ও স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন। তাই চাচা মোবারক আলী সাহেব তার ধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রত্যক্ষ করে তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। নিজ সন্তানের মত আদর করেন। তিনি জামা'তের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার স্নেহভাজন ভাতীজাকে সাথে নিয়ে যান। বিশেষত ১৯৪০ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীরের দায়িত্বে সমাসীন হবার পর অনেক জামা'ত সফরে মোতাহার আলীকে সাথে নিয়ে যেতেন এবং জামা'তের বিভিন্ন মুখী কাজের হাতেখড়ি দেন। ফলে বালক মোতাহার আলীর মাঝে চাচার মত ধর্ম সেবার আত্মত্যাগের স্পৃহা জন্মে। তাই পিতা ও চাচার মনোবাসনা হয়– তাদের উত্তরাধিকারী মোতাহার আলী কাদিয়ানে জামা'তী শিক্ষা লাভে জীবনৎসর্গকারী হোক। আজীবন ধর্ম সেবায় কাজ করুক।

শিক্ষা জীবনের শুরুতে মোতাহার আলী নিজ বাড়ির নিকটবর্তী নূরপুর প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হন। পরবর্তীতে তিনি কুরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করার পর চাচা খান সাহেব মোবারক আলী ১৯৪৬ সালে তাকে কাদিয়ান নিয়ে যান এবং দে-হাতী মোয়াল্লেম কোর্সে ভর্তি করে দেন। ফলে তিনি অধ্যয়নে অধ্যবসায় হয়ে লেখাপড়া করেন। জার্মানির প্রথম মিশনারি মৌলবি মোবারক আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র হিসেবে বিভিন্ন জনের নিকট সুপরিচিত হন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)সহ জামা'তের বিশিষ্ট সাহাবি ও আলেমগণের নিকট স্নেহভাজন হয়ে উঠেন। আধ্যাত্মিকতায় উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করেন। তখন কাদিয়ানে চল্লিশ জন দে-হাদী মোয়াল্লেম কোর্স চালু হয়। এই চল্লিশ জনের মধ্যে সাতজন বাঙালি যুবক ছিলেন। তারা হলেন ১. দরবেশ মাওলানা মোহাম্মদ ওমর আলী ২. দরবেশ মাওলনা আব্দুল মুতালেব, ৩. দরবেশ মৌলবি ওবায়দুর রহমান ফানী, ৪. মৌলবি তৈয়ব আলী, ৫. মৌলবি আব্দুস সালাম, ৬. মৌলবি মোহাম্মদ উসমান আলী এবং ৭. মৌলবি মোতাহার আলী।

১৯৪৭ সালে কাদিয়ানে জামা'তের সম্পদ রক্ষার জন্য দরবেশে কাদিয়ানের আহ্বান করা হলে মোতাহার আলী সাহেব নিজেকে সোপর্দ করেন। ৩১৩ জনের মধ্যে তাঁর নাম তালিকাভুক্ত হয়। তিনি পাঞ্জাবের উদ্ভুদ্ধ পরিস্থিতিতে কাদিয়ানের দারুল মসীহ্সহ দারুল আমান রক্ষায় অন্যান্য দরবেশদের সাথে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। জীবন বাজী রেখে কাজ করেছেন। অপরদিকে দে-হাতী মোয়াল্লেম কোর্স দক্ষতায় ও সুনামের সাথে সমাপ্ত করা হয়।

১৯৫১ সালে দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসলে তিনি কাদিয়ানে জামা'তের

বিভিন্ন কাজ করেন। তৎকালীন নাযেরে আলা কাদিয়ান হযরত মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের নির্দেশনায় বিভিন্ন মুখী খেদমতে ভূমিকা রাখেন। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রা.) অনুমতিক্রমে ১৯৫৬ সালে নিজ জন্মস্থান বগুড়ার দিগদাইড় গ্রামে চলে আসেন। পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অধীনে মোয়াল্লেম হিসেবে নিয়োজিত হন। রংপুর, শ্যামপুর ও মাহীগঞ্জসহ ক'টি জামা'তে ৪/৫ বছর মোয়াল্লেমের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। অতঃপর অসুস্থ মায়ের সেবা শুশ্রূষার জন্য বাড়ি চলে আসেন। তাই আর মোয়াল্লেমের দায়িত্ব পালন করা হয়নি।

দরবেশ সাহেব ১৯৫৮ সালে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোপা জামা'তের বিশিষ্ট বুযুর্গ মনির উদ্দীন প্রধান সাহেবের মেয়ে আবেদা বেগমকে বিয়ে করেন। চাচা মোবারক আলী সাহেব নিজ উদ্যোগে তার স্নেহাশীষ ভাতিজাকে বিয়ে করান। তাদের দাম্পত্য জীবনে তিন ছেলে ও দুই মেয়ের জন্ম হয়। তাঁরা হলেন– ১. শিরিন আক্তার, ২. আইনুন নাহার, ৩. আশরাফুল আলম, ৪. মাহমুদ আজম এবং ৫. মুর্তজা মুবিন।

বলাবাহুল্য, দরবেশ সাহেবের সহোদর ছোট ভাই তবারক আলী সাহেব। তিনি বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে তিনি দক্ষতা ও সততার জন্য সর্বজন প্রশংসিত এবং বিরল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার আমীর ছিলেন। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ঢাকা জামা'তের উন্নয়নের গতিধারা তিনি গতিশীল রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

দরবেশ সাহেব ১৯২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সে হিসেবে বর্তমানে তাঁর বয়স ৮৮ বছর। তিনি বার্ধক্যের মাঝে বগুড়ায় নিজ বাড়িতে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করছেন। বাঙালি দরবেশ হিসেবে একমাত্র তিনিই এদেশে জীবিত আছে। আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁর কর্মময় দীর্ঘ জীবন দান করুন, আমীন।

(চলবে)

নবীনদের পাতা-

এক দিপ্তীমান দরবেশ মোহাম্মদ তৈয়ব আলীর চট্টগ্রামে শুভ পদার্পন

বাংলাদেশের ৯১তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে কাদিয়ান থেকে আগত অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত বাঙালি দরবেশ মোহাম্মদ তৈয়ব আলী সাহেব। বার্ধক্য ও শারীরিক দুর্বলতার কারণে তিনি চট্টগ্রামের সালানা জলসায় উপস্থিত হতে পারেন নি।

কিন্তু চট্টগ্রামের সবাই অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর যেন চট্টগ্রামে শুভাগমন হয়। আল্লাহ্‌ তা'লার বিশেষ কৃপায় চট্টগ্রাম জামা'তের সম্মানিত মুরব্বী সাহেব ও ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় বিমান যোগে চট্টগ্রামে আনার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তিনি চট্টগ্রামে আসেন। মাগরিবের নামাযের পর উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে কাদিয়ান ও কাদিয়ানের দরবেশদের জীবন বৃত্তান্ত, তাঁরা কিভাবে খলিফার নির্দেশে এবং আল্লাহ্‌ তা'লার সাহায্যে কাদিয়ানকে রক্ষা করলেন, তবলীগ করতে গিয়ে কত সংকটে পড়েছেন, কিভাবে সফল হয়েছেন, তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানী সম্পর্কেও তিনি বক্তব্য রাখেন।

সম্মানিত দরবেশ সাহেবের বক্তৃতার পর খাকসার ২ জন খোদ্দামের অনুভূতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রথমে বাসেল আহমদ বলেন, "সম্মানিত দরবেশ সাহেবের বক্তব্য শুনে আমার মধ্যে অন্যরকম এক অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয়েছে উনি সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে। উনার মূল্যবান বক্তব্য আমার আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। জামা'তের কোন কাজে যদি কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তবে নির্দ্বিধায় এগিয়ে আসব। ইনশাআল্লাহ।"

এরপর দৌলত আজিম ভূঁইয়া তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, "শ্রদ্ধেয় দরবেশ সাহেবের বক্তব্য শুনে নিজেকে ব্যর্থ মনে হয়েছে। তিনি শহীদদের কথা বলেছেন। তবলীগ করতে গিয়ে অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু পিছপা হন নি। দোয়ার বরকতে আল্লাহ্‌ তা'লা সফল করেছেন। তাঁর হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য আমার মাঝে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে তা আমার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।"

পরিশেষে বলব আমাদের প্রত্যেকটি জামা'ত যদি বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বুজুর্গানের সংস্পর্শে আসতে পারে এবং তাঁদের কুরবানী, ত্যাগ তিতিক্ষা ও কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোচিত হয় তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা এথেকে উপকৃত হবে ও আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতির সহায়ক হবে। দোয়া করি আল্লাহ্‌ তা'লা দরবেশদের এবং তাঁদের বংশধরদের উত্তম প্রতিদান দান করুন আর সেই সাথে তাঁদের নেক কর্মগুলো আমাদের মাঝে যেন প্রবাহমান হয়, আমীন।

সিদ্দীক রহিম, চট্টগ্রাম

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
“আহমদীয়াতের ইতিহাসে ২৩শে মার্চ-এর গুরুত্ব ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা।”
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে গ্রহণ করার মাধ্যমেই শান্তি লাভ সম্ভব

২৩ মার্চ আহমদীয়াতের সূচনার দিন। মহান আল্লাহ্ তা'লা যুগের অবস্থা বিবেচনা করে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দেদ ও ইমাম মাহদী হিসেবে পাঠিয়েছেন। এটা আমাদের জন্য বড়ই সৌভাগ্যের কারণ যে আমরা আল্লাহ্ ও রসূলের আদেশ অনুযায়ী তাঁকে গ্রহণ করে তাঁর পবিত্র জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু এখনও অনেকে তাঁর সত্যতা উপলব্দি করতে না পেরে অন্ধকারে পড়ে রয়েছে। যারা এখনও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-সত্যতা বুঝতে পারছেন না তাদের জন্য দু'একটি হাদিস উল্লেথ করছি।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবকালে যুগের লক্ষণ সম্পর্কে হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, ‘ধর্মীয় জ্ঞান উঠে যাবে, জাহেলিয়াতের প্রসার লাভ করবে, মদের ব্যবহার বেড়ে যাবে, প্রকাশ্যে ব্যভিচার হবে, পুরুষের সংখ্যা কম হবে এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে, পুণ্য কাজ কমে যাবে, মানুষের মন কৃপণতায় ভরে যাবে, ঝগড়া-বিবাদ বৃদ্ধি পাবে, মারামারি, কাটাকাটি বেশি হবে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঈমানদারের অভাব দেখা দেবে, ভূমিকম্প বেশি হবে, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করে মানুষ গৌরববোধ করবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার প্রচলন হবে, জাতির নীচু প্রকৃতির লোক তাদের নেতা হবে, বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা নারীর প্রাধান্য হবে, উটনী বেকার হবে, এতে চড়ে মানুষ দূর দেশে যাতায়াত করবে না’ (বুখারী ও মুসলিম)।

এই হাদীস থেকে এটা কি প্রতিপন্ন হয় না যে এটাই আখেরী জামানা এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাবের সময়? বলুন, হযরত রসূল করীম (সা.) ইমাম মাহদীর যুগের যেসব লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তার পূর্ণতা পেতে আজ এমন কোন্ জিনিষটা বাকী রয়েছে? সবাই বলতে বাধ্য হবে যে, হযরত রসূল করীম (সা.) যা যা ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন সবই পূর্ণ হয়েছে। সেমতে বর্তমান যুগই হচ্ছে ইমাম মাহদী (আ.)-এর যুগ।

এসব লক্ষণ যে পূর্ণ হয়েছে, তার সাক্ষী কি আমরা নই? আজ ইসলামের কেবল নামই অবশিষ্ট রয়েছে, প্রকৃত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নাই বললেই চলে। ধর্মের নাম নিয়ে সম্প্রতি বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে যে নৈরাজ্যকর পরিবেশ তৈরী করা হয়েছে তা কি শান্তির ধর্ম ইসলামের শিক্ষা হতে পারে? আজ ধর্মের নাম নিয়ে মানুষ মানুষকে হত্যা করছে। এটা কোন্ ইসলাম? দেখা যায়, যে যার মত ধর্মের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামকে কলঙ্কিত করছে। প্রতিটি ঘরেই আজ পবিত্র কুরআন আছে এবং খুবই যত্নের সাথে গিলাফ পরিয়ে রাখা হয়েছে, সকাল সন্ধ্যায় চুমুও খাচ্ছে। কিন্তু কদাচ তা পাঠ করা হয় না অথবা পাঠ করলেও তার অর্থ পড়ার ও বুঝার চেষ্টা করে না। আলেমরা কুরআন মুখস্থও করছে কিন্তু হেদায়াত পাচ্ছে না। কারণ তারা এটা মখস্থ করছেনেই অর্থ উপার্জনের জন্য। এমন যুগেইতো হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব হওয়ার কথা রয়েছে।

মসজিদের সংখ্যা বেড়েছে। অলিতে-গলিতে মসজিদ দেখা যায়। সে মসজিদগুলো কতইনা জাঁকজমকপূর্ণ। এসব দেখেও কি আমরা মনে করতে পারি না যে এটাই ইমাম মাহদীর যুগ?

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)এর আবির্ভাবের সব লক্ষণ যখন প্রকাশ পেয়েছে তখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আদেশ পেয়ে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির শুরুতে নিজেকে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী হিসেবে দাবি করেন। যেহেতু তিনি খোদার পক্ষ থেকে ছিলেন, তাই খোদা তা'লাই তাঁর জামা'তকে দিনের পর দিন উন্নতি দান করছেন। যদি তিনি মিথ্যা হতেন তাহলে খোদা তা'লা কবেই না তাঁকে ধ্বংস করে দিতেন, যেভাবে মিথ্যা দাবিকারকদের তিনি ধবংস করেছেন। বছর কয়েক পূর্বে বাংলাদেশের ঠাকুরগাও জেলায় একজন ইমাম মাহদী দাবি করেছিলেন। তাকে সাথে সাথে গ্রেফতার করে হাজতে পাঠানো হয়। তাই শুধু দাবি করলেই হবে না। দাবির পর টিকে থাকাটাই সত্যতার নিদর্শন।

সত্য ইমাম মাহদীর জামা'তের বড় একটি লক্ষণ হল তাদের মাঝে খিলাফত থাকবে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে খিলাফত ব্যবস্থা কায়েমের অঙ্গীকার করেছেন। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে খুব শীঘ্র সেই মহান প্রতিশ্রুত দিন দেখার তৌফীক দান করুন যেদিন সবাই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)কে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী হিসেবে গ্রহণ করে নিয়ে খোদার আযাব থেকে রক্ষা পাবে। আমরা যেন খোদা প্রদত্ত বরকত মন্ডিত নেযামে খিলাফতের অধীনে থেকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি, মহান খোদা তা'লা আমাদেরকে সেই সৌভাগ্য দান করেন, আমীন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী, তেজগাঁও, ঢাকা

২৩ শে মার্চ
আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন

"২৩ শে মার্চ" আহমদীয়া জামা'তের জন্য একটি কল্যাণকর শুভ ঐতিহাসিক দিন। আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন। আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে এই দিবসটিকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জামা'তের ইতিহাসে ২৩ শে মার্চ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভের অবিস্মরণীয় এই দিবসটিকে আহমদীয়া জামা'ত অত্যন্ত মর্যাদার সাথে উদযাপন করে আসছে। ১৮৮৯ সালের এই ২৩ শে মার্চ তারিখে ঐশী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক "বাবে লুদ" তথা লুধিয়ানা শহরে উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় আবির্ভূত ইমাম মাহ্‌দী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র হস্তে ৪০ জনের বয়আত গ্রহণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রা। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর নিকটে বয়আতের আদেশের নিমিত্তে আল্লাহ্ তা'লা ইলহামে জ্ঞাত করিয়েছেন-"যে ব্যক্তি তোমার হাতে বয়আত করবে, আল্লাহ্‌র হাত তার হাতের ওপর থাকবে"। (১ম ইশতেহার, ডিসেম্বর ১৮৮৮)।

আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আদেশ প্রাপ্তির পর হযরত (আ.) "তকমীলে তবলীগ গুযারেশে জরুরী" শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বয়আত নেয়ার ঘোষণা দেন। এতে তিনি কেবলমাত্র পুণ্যবান ও ঈমানে সুদৃঢ় শিষ্যগণকে আদেশ দেয়া হয়েছে যারা সত্যকে পেতে চায়, তারা সত্যিকার ঈমান, অন্তরের বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহ্‌র ভালোবাসা অর্জনের প্রশিক্ষণ পেতে আমার নিকট বয়আত করবে। আমি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকে তাদের বোঝা হালকা করিয়ে দিতে যত্নবান থাকবো। খোদা তা'লা আমার দোয়া ও মনোনিবেশে আশিষ মন্ডিত করবেন। তবে শর্ত এটাই যে, আসমানী বার্তাবলী পালনে তারা মনে-প্রাণে প্রস্তুত থাকবে।" এ বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর হযরত ইমাম মাহদী (আ.) লুধিয়ানা শহরে গমন করেন এবং ১৮৮৯ সনের ২৩ শে মার্চ মরহুম মুনসী আহমদ জান সাহেবের বাড়ীতে সত্যান্বেষী পুণ্যবান শিষ্যগণের প্রথম বয়আত গ্রহণ করেন। যাহোক খোদা তা'লার বিশেষ ইচ্ছায় তাঁর মা'মুরের দ্বারা পবিত্র এ রূহানী-জামা'তের ভিত্তি এভাবেই গড়ে ওঠে। আলহামদুলিল্লাহ্! আজ বিশ্বের প্রায় ২০৬টি দেশে ইসলামের তথা আহমদীয়াতের বিজয় পতাকা উড়ছে এবং কোটি কোটি সত্যান্বেষী মানুষ হুযূর (আ.)কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী হিসেবে গ্রহণ করেছে। মহান আল্লাহ্‌পাক বিশ্বের সকল সত্যন্বেষীদের সত্য মসীহ্ মাহ্‌দীকে চেনার এবং তাঁকে গ্রহণ করার তৌফিক দিন, আমীন।

প্রতি বছর এ দিবসটি পালন করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে তাঁর (আ.) বয়আতের বাক্যগুলি অর্থাৎ জামা'তভুক্তগণের অর্পিত দায়িত্বগুলি সঠিকভাবে নিজেদের জীবনে আমল করছি কিনা? সঠিকভাবে মেনে চলছি কি? দৃঢ়তার সাথে প্রত্যেকের নিজস্ব আত্মাকে জিজ্ঞাসার দিন কিন্তু এহেন পবিত্র দিবসগুলি!! তাঁর অর্পিত দায়িত্বগুলি সঠিকভাবে মূল্যায়ণের জন্য এ দিনগুলি পালনের মধ্য দিয়ে পুন:পুন: স্মরণ করা। এ দিবসের অন্তর্নিহিত ভাব হলো, "ধর্মকে পার্থিবতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং নিজেকে পবিত্র ও উৎকৃষ্ট-নমূনায় পরিণত করা।" এই মাসে শুধু আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠা দিবসই নয় বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতারও মাস। এজন্য সকলেরই উচিৎ এই মাসে বেশি বেশি খোদাকে স্মরণ করা। আমরা অগ্রে ও পশ্চাতে যারা রয়েছি তারাই মৃত্যুপথ যাত্রী! আমাদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিণতিতে প্রবেশ করতেই হবে। যাবতীয় অলসতা ত্যাগ করে সৎ আমল করে যাওয়ার মধ্যেই এ সকল গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলির সফলতা নির্ভর করে। বুদ্ধিমান মু'মিন অবশ্যই সর্বদা প্রস্তুত থাকে খোদা তা'লার আহ্বানের অপেক্ষায়।

২৩ শে মার্চ ঐতিহাসিক এ দিবসটি কেবল উদযাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ইসলামের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে এ জামানায় আধুনিক প্রযুক্তির যে ব্যবস্থা আল্লাহ্ পাক করে দিয়েছেন তার সর্বোত্তম ব্যবহার সঠিকভাবে করে এর মাধ্যমে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়া যা খাঁটি ইসলাম দুনিয়ায় কায়েম রাখতে সাহায্য করবে। যেমন ইন্টারনেট, এমটিএ, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

২৩শে মার্চের গুরুত্ব

ভবিষ্যদ্বাণী ছিল ইসলামের শুধু নাম এবং কুরআনের শুধু অক্ষর অবশিষ্ট থাকবে, ঈমান আকাশে উঠে যাবে, মুসলমানদের আমল এমন নিকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যে, তারা ইহুদীদের সমতুল্য হয়ে যাবে। ঈসা (আ.)-এর আগমনকালে ইহুদীরা বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল আর মুসলমানরা বিভক্ত হবে তিহাত্তর ফেরকায়। শতধা বিভক্ত এসব ফেরকাগুলো ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি মারামারি করবে। দুবৃত্তরা পৃথিবীতে অনাচার ছড়াবে, মুসলমান মোল্লা মৌলভীরা রুটি রোজির ফিকিরে দিন অতিবাহিত করবে এবং ফতোয়াবাজীর উর্ধে ইসলামের প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় তাদের ভূমিকা হবে নিতান্ত নগণ্য এমনকি আত্মঘাতি।

সমগ্র বিশ্বই পাপাচারের বন্যায় ভাসবে। দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব হবে, তারা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং তাদের বিকৃত শিক্ষার অধীনে লোকজন আকৃষ্ট হবে ফলে তারা আত্মিক মৃত্যু বরণ করে নেবে। বিশ্বের এমনতর বিপর্যয়কালে বিশেষ করে ইসলামের এহেন দুর্যোগে ইসলাম পুন:জীবিত করতে ইসলামী শরীয়তের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে দলাদলি হানাহানির অবসান ঘটাতে, ইসলামকে সমগ্র বিশ্বে বিজয়ী করতে, ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী হিসাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক বিশেষ মহামানবের আবির্ভাব ঘটবে। সব ধর্মেই এই মহাপুরুষের আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম যাতে সব ধর্মের শিক্ষাই অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু ইসলামে আবির্ভূত সেই মহাপুরুষই সব ধর্মের কাঙ্খিত মহাপুরুষ এটাই সমাধান। মুসলমানরা এই মহাপুরুষের আগমনের দীর্ঘ প্রতিক্ষায় ছিল।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–এবং (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন) তাদের মধ্য হতে অন্যদের মধ্যেও যারা এখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"। ইসলামের বিখ্যাত আলেমরা সব একমত যে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমেই ইসলাম পূর্ণতা লাভ করবে। অতএব তাঁর মোকাম ও মর্যাদা কত মহান তা ধারণা করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি রোজ শুক্রবার ভারতের বাটালা পরগানার গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক প্রত্যন্ত এক পল্লীগ্রামে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ পারস্য হতে হিজরত করে ভারতে আগমন করেন।

২৩ শে মার্চ আহমদীয়াতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ও চির ভাস্বর দিন যা আল্লাহ্ মহান মর্যাদা ও মহিমা প্রকাশের স্মরণিকা। আর তারই ধারাবাহিকতায় আজ আল্লাহ্‌র ওয়াদাকৃত খেলাফত প্রতিষ্ঠিত (নবুওয়তের পদ্ধতি)। ইসলামের অনুসারী দিশারীরা নিজেরাই অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। যুগ খলীফা (আই.) তাদের পথ নির্দেশনা দিচ্ছেন। সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্র সমূহকে সমস্যা ও সংকট নিরসনে প্রকৃত ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করছেন যার বিকল্প নেই যা ইসলাম নির্দেশিত একমাত্র পন্থা– একমাত্র সমাধান। আল্লাহ্ পাক সবাইকে সত্য বোঝার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

বিশ্বের সকলের জন্য ২৩ মার্চ এক অসাধারণ বরকতময় দিন

চৌদ্দশত বছর পূর্বে মহান আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর প্রিয় রসূল (সা.) যে সুসংবাদ দিয়েছেন, এরই বাস্তবায়ন ঘটে ১৮৮৯ সনের ২৩ মার্চ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর বয়আত গ্রহণের মাধ্যমে। তাই এই দিনটি "মহান মসীহ্ মাওউদ দিবস" হিসেবে চিহ্নিত। বিশ্বের সকল আহমদীদের জন্য ইসলামের জন্য ২৩ মার্চ এক অসাধারণ বরকতময় দিন।

পূর্ববর্তী ঘোষণা অনুযায়ী ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মার্চ তারিখে লুধিয়ানা নিবাসী সূফি আহমদ জান সাহেবের বাড়িতে প্রথম বয়আত শুরু হয়। এ বয়আত অনুষ্ঠানে হুযূর (আ.) বয়আত নেয়ার জন্য একটি কক্ষে এককে জনকে আলাদা আলাদাভাবে ডাকতেন ও বয়আত নিতেন। বয়আত গ্রহণের জন্য তিনি দশটি শর্ত প্রদান করেন। প্রথম বয়আত করেন হযরত মাওলনা হেকীম নূরুদ্দীন (রা.)। সে দিন ৪০ জন পুণ্যাত্মা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র হস্তে বয়আত গ্রহণ করেন। এই ১০ শর্ত পালনের অঙ্গীকারের বিনিময়ে আজ আমরা আহমদী মুসলমান। দোয়া, ভালোবাসা, দলিল, প্রমাণ, অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে সেদিন জামা'তে আহমদীয়া নামের বৃক্ষের বীজ আল্লাহ্ তা'লার আদেশে তিনি বপন করেছিলেন আজ তা সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত বিরাট মহীরূহ। আজ সারা বিশ্বে ২০৬টি দেশে প্রায় বিশ কোটিরও বেশি আহমদী রয়েছে। সকলের কাছে এই দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ বছর ২৩ মার্চ ২০১৫ হলো ১২৬তম মসীহ্ মাওউদ দিবস। প্রতি বছর এই দিবসকে স্মরণীয় বরণীয় করার জন্য নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা উচিত এবং আমন্ত্রণ জানানো উচিৎ সব ধর্মের সবাইকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আগমন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন– তিনি আবির্ভূত করবেন তাদের মধ্য হতে অন্যদের মধ্যেও যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি (সূরা জুমুআ ঃ ৩-৪)। এই আয়াতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ রূপে মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক দ্বিতীয় আগমনের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়টির ওপর একটি প্রসিদ্ধ হাদীসও আছে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) নিজেকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সত্য মসীহ্ ও মাহ্‌দী দাবি করে আসছেন, তার নিজ জীবদ্দশাতেই কয়েক লক্ষ নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণ মানুষ, তাঁর সত্যতা, সকল দিক থেকে যাচাই বাছাই করে গ্রহণ করেন, আজ প্রায় ২০৬টি দেশে তাঁর জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁরই সত্যতার উজ্জ্বল ও শক্তিশালী সাক্ষ্য প্রদান করে চলেছে। মহান আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সত্য মাহ্‌দীকে মেনে আহমদীয়াতের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মিলা পাটোয়ারী, আহমদনগর

ইমাম মাহদী (আ.)-এর নেতৃত্বে ইসলামের বিশ্ব বিজয়

আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আখেরী যুগে আগমনের কথা। এ বিশ্বাস মুসলিম উম্মাহ্‌র। আরো বিশ্বাস আছে যে, তিনি (আ.) আগমন করলে তাঁর নেতৃত্বে ইসলাম বিজয় লাভ করবে। এখন প্রশ্ন হলো তাহলে আখেরী যুগ কবে? উত্তর হলো আখেরী যুগ অনেক পূর্বে থেকেই শুরু হয়ে গেছে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) ১৮৮৯ ইং সনে আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের বয়আত নেয়া শুরু করেছেন। তাঁর জামা'ত আজ সারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের পচারের কাজ করছে। বর্তমানে ২০৬ টি দেশে ইসলাম প্রচার, কুরআন প্রচার, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শানে ও দরুদের প্রচারে মসজিদ নির্মাণ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় রত আছে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর জামা'তের বিরোধিতা স্বত্ত্বেও বিজয়ের পর বিজয় হচ্ছে।

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল-এর মাধ্যমে এর প্রচার দিন রাত্রী ২৪ ঘন্টা চলছে। বিশ্বব্যাপী আহমদীগণ এক নেতা এক খলিফার অধিনে থেকে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের কাজ করে যাচ্ছে। এসব নমূনাই আমাদের প্রমাণ দেয় যে, আমরা সত্য ইমাম মাহদী (আ.) কে মান্য করেছি।

তাই প্রিয় ভাইসব দলে দলে ইমাম মাহদী (আ.)-এর জামা'তে এসে বয়আত করে ইসলামের বিজয়ে সহযোগিতা প্রদান করুন। আল্লাহ্ আমাদের সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

শবনাম নাজ দৃষ্টি, ফতুল্লা

সংবাদ

রঘুনাথপুর বাগ-এ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ রোজ মঙ্গলবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রঘুনাথপুর (বাগ)-এর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জলসায় যোগদান করার উদ্দেশ্যে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের একটি দল দুপুর ২-২৫ মিনিট রঘুনাথপুর (বাগ)-এ এসে পৌঁছান। কেন্দ্রীয় মেহমানদের অভ্যর্থনা জানান রঘুনাথপুর জামা'তের খোদ্দাম ও আতফালগণ। তারা রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে সালামের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মেহমানদের স্বাগত জানান। কেন্দ্রীয় মেহমানগণ প্রথমেই শহীদ শাহ আলম সাহেবের কবর যিয়ারত করেন। বেলা ৩ টায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন হতে তেলাওয়াত করেন জনাব হাফেজ ওসমান গনি। নযম পাঠ করেন মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক।

উদ্বোধনী বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। এরপর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব জাহিদ হাসান আব্দুল্লাহ্। বক্তৃতাপর্বে 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৃষ্টিতে একজন আদর্শ মুসলমানের বৈশিষ্ট্য' এ বিষয়ের ওপর বক্তৃতা করেন মওলানা শাহ্ মুহাম্মদ নূরুল আমীন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরেন এবং আদর্শ মুসলমান হওয়ার জন্য মহানবী (সা.)-এর জীবনের আদর্শ অনুসরণের তাকিদ প্রদান করেন। 'হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা' এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মওলানা খালিদ হাসান (সবুজ)।

তিনি তার বক্তৃতায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ভালোবাসায় আহমদী সদস্যদের কুরবানীর কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন শহীদ শাহ আলম কেবল মাত্র মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার খাতিরে যুগ-ইমামকে মেনেছেন। আর এ অপরাধে তাকে জীবন দিতে হয়েছে। তিনি হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) লিখনী হতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা তুলে ধরেন। 'খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব' এ বিষয়ের ওপর বক্তৃতা করেন মৌ. এম, এম, মাহমুদুল হক। তিনি তার বক্তৃতা পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, মহান আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতের সকল নেয়ামতের দরজা খুলে দিয়েছেন। এখন কেউ চাইলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে সেই আধ্যাত্মিক পুরস্কার লাভ করতে পারেন।" এরপর সভাপতি জলসার প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মাগরীব এবং এশা নামায জমা করা হয়। এরপর সন্ধ্যা ৭ টায় জনাব আতিয়ার রহমান-এর সভাপতিত্বে মনোমুগ্ধকর প্রশ্নোত্তর অধিবেশন শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম। স্বরচিত নযম পরিবেশন করেন জি, এম, সিরাজুল ইসলাম। এরপর দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। এরপর তিনি আগত মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। রাত ১১টা পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে। এরপর বয়আতের আহ্বান করা হলে ৭ জন বয়আতের আবেদন পেশ করেন। তাদের বয়আত পরিচালনা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। দোয়ার মাধ্যমে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার সমাপ্ত হয়। উক্ত সীরাতুন নবী (সা.) জলসায় আহমদী ১৮৫ জন এবং মেহমান ২২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, মাহমুদুল হক

দেশের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

২০শে ফেব্রুয়ারি রোজ শুক্রবার বাদ আছর থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদে মুসলেহ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। কুরআন তেলাওয়াত করেন কাউসার আহমদ মঞ্জুর। নযম পাঠ করেন রাসেদুল আলম পাপ্পু। মুসলেহ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য ও মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর ইসলাম প্রচার এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মোস্তাক আহমদ খন্দকার, নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের কিছু ঝলক এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন এস, এম, আবু তাহের। সর্বশেষে সভাপতি সাহেবের জ্ঞানগর্ব বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২১০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

নূরনগর ঈশ্বরদী

গত ২০ ফেব্রুয়ারি রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নূরনগর ঈশ্বরদীর উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জামা'তের প্রেসিডেন্ট আশরাফ আলী খান। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মুহাম্মদ তৌফিক জামান। এরপর নযম পাঠ করেন মুহাম্মদ মাসরূর রহমান। এরপর হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ 'মুসলেহ মাওউদ (রা.)' -এর ঘটনাবহুল জীবনের মাত্র কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন যথাক্রমে ইয়াকুব আলী (রয়েল), সোহেল রানা, রাজিব হাসান, গিয়াস উদ্দিন মোল্লা।

পরিশেষে সভাপতির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৮ জন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

খুলনা

গত ২৭/০২/২০১৫ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তের আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এর সভাপতিত্বে বায়তুর রহমান মসজিদে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মুহাম্মদ মফিজুর রহমান এবং নযম পাঠ করেন তানভীর আহমদ শোভন। অতঃপর মুসলেহ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও তার পূর্ণতা এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন আহসান জামীল ও মওলানা খুরশিদ আলম।

পরিশেষে সভাপতি মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর খেলাফতকালীন সময়ের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর দিকনির্দেশনার কথা স্মরণ করিয়ে সে মোতাবেক সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

এন এ শাহীন আহমেদ

রঘুনাথপুর (বাগ)

গত ২০ ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রঘুনাথপুর (বাগ)-এর উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস জনাব মোহাম্মদ আতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন হতে তেলাওয়াত করেন আশরাফুল ইসলাম, নযম পাঠ করেন সোহানুর রহমান।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তৃতা করেন মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক এবং জি, এম, আলমগীর। সবশেষে সমাপনি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এতে ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, মাহমুদুল হক

ময়মনসিংহ

গত ২০ ফেব্রুয়ারি রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ময়মনসিংহ-এর উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন নাছের আহমদ দোলন। সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুল হাই, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ময়মনসিংহ। নযম পাঠ করেন ফজলে এলাহী এরপর উক্ত দিবসের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তৃতা করেন ডাঃ হাফিজুর রহমান, মৌ. মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ। একটি উর্দু নযম পাঠ করেন ডাঃ শাহজাহান কবির রতন। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ

তেরগাতী

গত ২০ ফেব্রুয়ারি বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেরগাতীর উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আশরাফ উদ্দিন খোকন। নযম পরিবেশন করেন মাসরুর আহমদ উৎস। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর কর্মময় জীবন নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ আফজাল আহমদ ইয়াছিন, সৈয়দ তোফায়েল আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মৌ. নূরুল ইসলাম এবং মওলানা রাসেল সরকার। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্ত হয়। এতে ৬৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ তোফায়েল আহমদ

রাংটিয়া

গত ২০ ফেব্রুয়ারি রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রাংটিয়ার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বর্ণাঢ্য দীর্ঘ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ নানা দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন রাজিব আহমদ, আযিয আহমদ, রুবেল আহমদ, আব্দুর রহিম, মোহাম্মদ সোবহান, ইমরান আহমদ, মজনু মিয়া ও মৌ. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

ফাজিলপুর

গত ২০ ফেব্রুয়ারি বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ফাজিলপুরের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে সাইফুল ইসলাম-এর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। নযম পাঠ করেন খলিল উল্লাহ্। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ও সাইফুল ইসলাম মামুন। সবশেষে সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ নরায়নগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ২৭/০২/২০১৫ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মাসুদা পারভেজ-এর সভানেত্রীত্বে দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন খালুদ কাউসার। বক্তৃতা পর্বে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবন সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন খাদিজা বেগম, তাসনুভা তাহের তৃণা, আমাতুল হাই ও সানজিদা খন্দকার। সভানেত্রীর বক্তব্যের পর দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

হেলেঞ্চাকুড়ি

গত ২০ ফেব্রুয়ারি রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত হেলেঞ্চাকুড়ির উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আফসার আলী। কুরআন হতে তেলাওয়াত করেন মোদাচ্ছের হোসেন লিমন। নযম পরিবেশন করেন মাসরুর আলম খান ও তার দল। মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ ও পূর্ণতা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন সর্বজনাব মুকসেদুল ইসলাম, আব্দুল আজিজ ও মৌ. শাহ আলম খান। সভাপতির নসিহতমূলক বক্তৃতার পর দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ হয়। এতে ৪৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

শাহ আলম খান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন সেলিনা তবশির রুবি, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঢাকা। প্রধান অতিথি ছিলেন রওশন জাহান, সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। দোয়া পরিচালনা করেন প্রধান অতিথি। এতে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবন নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন সিদরাতুল সুলতানা, মীম, আমাতুল কাইয়ুম, উজমা চৌধুরী, রওশন জাহান, ইলোরা ফারুক। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে ১৪৬ জন উপস্থিত ছিলেন ।

শাহজাদী রোকেয়া

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর

গত ২১/০২/২০১৫ রোজ শনিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। দিবসের ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন আফরোজা মতিন, তালাত মেহতাব, বিলকিস তাহের, রিনাত ফৌজিয়া ও নাছিমা বশির। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৭৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

মিলা পাটোয়ারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও

গত ১৩ মার্চ ২০১৫ বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও-এর উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়। উক্ত দিবসে সভানেত্রী ছিলেন শারমিন আক্তার শিখা, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্, তেজগাঁও। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ফারহানা মাহমুদ তন্বী এবং নযম পাঠ করেন ভিকারুন নেসা লুনা। বক্তৃতাপর্বে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন আরিফা রহমান এবং শারমিন আক্তার শিখা। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী

কবিরপুর

গত ১৩ মার্চ, ২০১৫ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কবিরপুরের উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ দিবস উদযাপিত হয়। কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী রিশতানাতা মোহাম্মদ আবদুল জলিলের সভাপতিত্বে এ দিবস উদযাপিত হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জাহিদ মোশাররফ। বাংলা নযম পাঠ করেন মিসেস তাহমিনা জলিল ও আরবী কাসিদা পাঠ করে শুনান আমাতুল বাসেত। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে ১৮৮৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) হযরত মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তার ওপর বেলাল হোসেন এবং জাহিদ মোশাররফ আলোচনা করেন। সভাপতি তার আলোচনায় বলেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিষয় ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের ১৮৮৬ সনের সে ভবিষ্যদ্বাণী আজ ২০১৫ সালে এর বাস্তব রূপ আমাদের চোখের সামনে এক উজ্জ্বল আলোর মত উদ্ভাসিত হতে দেখছি। তিনি আরো বলেন, আমাদের সকলের উচিত, খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থেকে খেলাফতের সকল কল্যাণ যেন আমরা লাভ করতে পারি। অনুষ্ঠানে ২৭জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয়।

আবু বকর সিদ্দীক

লাজনা ইমাইল্লাহ কবিরপুরে তালীম-তরবিয়তী ক্লাশ অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার ফজলে গত ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি,২০১৫ শুক্র ও শনিবার লাজনা ইমাইল্লাহ কবিরপুরের উদ্যোগে প্রথম তালীম-তরবিয়তী ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্র থেকে লাজনা ইমাইল্লাহ, বাংলাদেশের সদর রওশন জাহান ও তবলীগ সেক্রেটারী সেহলা সুরাইয়া উপস্থিত থেকে ক্লাশ পরিচালনা করেন। শুদ্ধ উচ্চারনে পবিত্র কুরআন, অর্থসহ নামায, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দোয়া, মসলা-মাসায়েল ও তরবয়িতী বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন। এছাড়া ইসলাম ও আহমদীয়াতের ওপর প্রশ্নোত্তর আলোচনা করেন। ২দিন ব্যাপী তালীম-তরবিয়তী ক্লাশে ১৭ জন লাজনা ও ৭জন নাসেরাত এবং ৪ জন জেরে তবলীগ মহিলা যোগদান করেন। ক্লাশ শেষে পরীক্ষায় পর্যায়ক্রমে পুরস্কার দিয়ে দোয়ার মাধ্যমে সদর সাহেবা অনুষ্ঠান সমাপ্তি করেন

মৌসুমী হাসান

গাজীপুর জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ৩০/০১/২০১৫ তারিখ বেলা ২টা ৪৫ মিনিট হতে স্থানীয় জামা'তের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও বাংলা নযম পেশ করেন যথাক্রমে বি, কে চৌধুরী ও শেখ হাম্মদ আহমদ। এরপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য পেশ করেন সর্বজনাব আতিকুর রহমান। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে অবমাননাকর চলচ্চিত্র পরিপ্রেক্ষিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিক্রিয়ার প্রথমাংশ' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ইকবাল হোসেন। এর দ্বিতীয়াংশ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মৌ. লুৎফর রহমান। 'মানবতার উত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সা.)' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বি, কে চৌধুরী। পরিশেষে মোহাম্মদ মহিবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত গাজীপুর সমাপনী বক্তব্য রাখেন এবং তার দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন।

ডা. জায়েদুল কাদের

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার তালিম তরবিয়তী ক্লাস

গত ০৬/০৩/২০১৫ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাসে সভানেত্রী ছিলেন সেলিনা তবশীর রুবি, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা। প্রধান অতিথি ছিলেন রওশন জাহান, সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন রেহেনা মজিদ। এরপর সভানেত্রী শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। দোয়া পরিচালনা করেন প্রধান অতিথি। উর্দু নযম পাঠ করেন সামিয়া নুদার। ক্লাসে পবিত্র কুরআন, উর্দু, আল ওসীয়্যত, দোয়াসহ মৃতের গোসল ও কাফন, জানাযার নিয়ম নিয়ে ব্যবহারিক ক্লাস নেয়া হয়। শেষে পুরস্কার ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয়।

সাহাজাদী রোকেয়া

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের তবলীগি সভা

গত ০২/০২/১৫ তারিখ সোমবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে আহমদনগর ভাঙ্গাপাড়া গ্রামে এক তবলীগি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর উত্তম চরিত্র, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আলোচনা করেন বিলকিস তাহের, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর এবং মিলা পাটোয়ারী, সেক্রেটারী তবলীগ। দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি হয়। এতে ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মিলা পাটোয়ারী

ভাতগাঁও লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৬/০১/২০১৫ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ভাতগাঁও লাজনার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন লুনা আক্তার। নযম পাঠ করেন মেহেরুন নেসা। তারপর মোহাম্মদ (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ প্রেসিডেন্ট। তারপর পর্যায়ক্রমে লুনা, মেরুনা হোসেন ও স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেব বক্তব্য রাখেন। উক্ত সভায় ২২ জন উপস্থিত ছিলেন।

হাদিয়া রহমান

নূরনগরে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নূরনগর, ঈশ্বরদীতে গত ২০ ডিসেম্বর হতে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক সপ্তাহ ব্যাপী আতফালদের তালিম তরবিয়ত ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষক হিসাবে এসেছিলেন পুরুলিয়া জামা'তের মোয়াল্লেম মৌ. মোহাম্মদ সাদেক আহমদ। ২৬ ডিসেম্বর জুমুআর নামাযের পর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আতফালদের পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং তাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করবার জন্য বিভাগীয় মেহমান হিসাবে তাহেরাবাদ জামা'ত হতে জনাব মোহাম্মদ সাহিনুর রহমান (কনক) যোগদান করেন। অনুষ্ঠানটি পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয় এবং কয়েক জনের নসিহতমূলক আলোচনা ও দোয়ার মাধ্যমে শেষ করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন জামা'তের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান। এতে আতফাল, খোদ্দাম ও আনসার ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্দ্যোগে গত ২৬.১২.২০১৪ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ তাহরিকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ-এর ওপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভানেত্রী ছিলেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মিনান্নাহার মফিজ। হাদীস পড়ে শুনান সেলিনা এলাহী, দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী।

এরপর সাধারণ চাঁদা, তাহরিকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ-এর চাঁদা ও ওসীয়্যত এর চাঁদা, এ সম্পর্কে আলোচনা করেন সভানেত্রী। দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় ৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

রোকসানা মঞ্জুর ডলি

নাসেরাতুল আহমদীয়া খুলনা'র নাসেরাত দিবস অনুষ্ঠিত

গত ২৮/০১/২০১৫ তারিখ বুধবার নাসেরাতুল আহমদীয়া খুলনার উদ্যোগে নাসেরাত দিবস, ২০১৫ পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভানেত্রী ছিলেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সুরাইয়া ইসলাম। হাদীস পাঠ করেন নাজিয়া সুলতানা। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী। নযম পেশ করেন ফাতেহা দিশা।

এরপর উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সভানেত্রী। এরপর নাসেরাতদের কুরআন তেলাওয়াত, নযম, কাসীদা, বক্তৃতা, সাধারণ জ্ঞান, খেলাধূলা প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতা শেষে নামায ও খাওয়া দাওয়া শেষে সমাপনী অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত ও নযমের পর নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন মওলানা খোরশেদ আলম। পুরস্কার বিতরণ, দোয়া ও আহাদের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

তাহেরা মাজেদ

'মা আমার মা' পুস্তকের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০২/০১/২০১৫ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে আয়োজিত মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খানের লেখা "মা আমার মা" বইয়ের ওপর এক সেমিনার এর আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন নাছিমা বশির। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন ফারজানা শাওন, হাদীস পাঠ করেন মেহতাব, নযম পাঠ করেন নাফিয়া শারমিন।

অতঃপর "মা আমার মা" বইয়ের ওপর আলোচনা করেন নাছিমা বশির, বিলকিস তাহের এবং আফরোজা মতিন ও নিলুফা ওয়াহাব। এরপর "মা আমার মা" বই থেকে কুইজ আকারে প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। উক্ত সেমিনারে ৪৮ জন লাজনা অংশ নেন। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে "মা আমার মা" পুস্তকের ওপর সেমিনার সমাপ্ত হয়।

নাসেরাতদের তিনদিন ব্যাপী তালিম-তরবিয়তী ক্লাস

গত ১২/০১/২০১৫ থেকে ১৪/০১/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে নাসেরাতদের তিনদিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে নামাযের ওয়াক্ত, নামাযের নিষিদ্ধ সময় এবং নামাযের রাকাআত সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন আফরোজা মতিন। "কাদিয়ান ও এর পবিত্র স্থান সমূহ" এই বইয়ের ওপর আলোচনা করেন নুরুন্নাহার রুমি। উন্মুক্ত আলোচনা আহমদীয়াত কি? কিভাবে এ জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হলো- এতে অংশগ্রহণ করেন বিলকিস তাহের, আফরোজা মতিন, নাছিমা বশির ও মিলা পাটোয়ারী।

নাসেরাতদের কুইজ, হাদীস, দোয়া ও কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। নারেসরাতদের উদ্দেশ্যে নছিহতমূলক সর্বশেষ বক্তব্য প্রদান করেন বিলকিস তাহের। পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি হয়। উক্ত ক্লাসে প্রতিদিন ৪৫ জন নাসেরাত ও ১৪ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন।

মিলা পাটোয়ারী

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া আহমদনগরে মাতাপিতা দিবস উদযাপন

গত ১৩/০৩/১৫ তারিখ বাদ জুমুআ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া আহমদনগরের উদ্যোগে মাতাপিতা দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ তাহের যুগল। কুরআন তেলাওয়াত ও নযমের মাধ্যমে দিবসের সূচনা হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন ইমরান আহমদ, নযম পাঠ করেন সজিব রহমান।

এতে মাতাপিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য, সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা রাখেন কামরুল ইসলাম প্রধান, মওলানা আব্দুল মতিন, ডা. মোহাম্মদ শের আলী, কায়েদ, আহমদনগর এবং সভাপতি। দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

ডা. মোহাম্মদ শের আলী

তেজগাঁও জামা'তে হুযূর আনওয়ার (আই.) প্রদত্ত সোয়াইন ফ্লুর প্রতিষেধক বিতরণ

গত ০৬ মার্চ ও ১৩ মার্চ ২০১৫ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও-এর উদ্যোগে বাদ জুমুআ বিনামূল্যে তেজগাঁও জামা'তের সকল সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয় হুযূর আনওয়ার (আই.) প্রদত্ত ***সোয়াইন ফ্লুর*** প্রতিষেধক। বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম সাহেব সকল সদস্যদের মাঝে এই প্রতিষেধক বিতরণ করেন। জামা'তের সকলে অত্যন্ত আগ্রহ ভরে তা গ্রহণ করেন এবং শুকরিয়া আদায় করেন।

মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, বীরগাঁও সুনামগঞ্জের কৃতি সন্তান বীরগাঁও জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট, সুনামগঞ্জ অঞ্চলের প্রথম আহমদী শরাফত আলী লন্ডনী সাহেব গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ রোজ বুধবার লন্ডনে নিজ বাসভবনে স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করেন, (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর। তিনি ১৯৫৭ সন হতে লন্ডনে প্রবাস জীবন শুরু করেন। ইসলাম ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ, ভালোবাসা থাকার কারণে খুঁটিনাটি বিষয় জানা, কোন বিষয়কে সে যৌক্তিক মনে হলে জ্ঞানী, পন্ডিত, আলেমগণের কাছে গিয়ে সবিনয়ে প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর জানার অদম্য সাহস ও প্রচেষ্টা ছিল মরহুমের জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট। ১৯৬২ সালে লন্ডন হতে দেশে আসার পর গ্রামের বন্ধুবান্ধবদের নিকট যখন শুনেছেন আহমদ তৌফিক চৌধুরী নামে এক শিক্ষিত জমিদার ব্যক্তি একটি নতুন ধর্ম প্রচার করছে। একথা শুনে তার ভেতরে থাকা বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানার জন্য ছুটে গেলেন চৌধুরী সাহেবের নানার বাড়ীতে। প্রশ্নোত্তর পর্ব চলতে থাকে। যুক্তিপূর্ণ সঠিক উত্তর পেয়ে সত্যানুসন্ধিৎসু এই ধার্মিক ব্যক্তিটি চৌধুরী সাহেবের সাথে ঢাকা বকশীবাজার মসজিদে গিয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করে খেলাফতের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করেন।

সেই থেকে আহমদীয়াত লালন পালন করতে থাকেন। জ্ঞান পিপাসু মরহুম ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর যতগুলো বই আছে তা সংগ্রহ করেন, রূহানী খাযায়েনসহ বিভিন্ন ভাষার অনুবাদের কুরআন, হাদীস, খলীফাগণের লিখিত কিতাবাদি সংরক্ষণ করেন। তিনি তবলীগের ময়দানে লড়াকু সৈনিক ছিলেন। গ্রামের বাড়িতে রেখে যাওয়া তার একটি লাইব্রেরী দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। তিনি আহমদীয়াতের আদর্শ নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করে বহু আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীকে তবলীগ করে বয়আত করিয়েছেন। ১৯৮৯ইং সনে বীরগাঁও জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। অতিথি পরায়ন, দানশীলতা, পরোপকারিতার জন্য বিরল দৃষ্টান্ত ছিলেন। অসহায় এতিমদের জন্য সাহায্যের হাত আমরণ প্রশারিত ছিল। তিনি একজন ওসীয়্যতকারী ছিলেন। জীবদ্দশায় হিস্যায়ে জায়েদাদ আদায়ের আবেদন করে তা দেয়ার চেষ্টা করে গেছেন।

নিজ গ্রামের জামা'ত বীরগাঁও-এ মসজিদ নেই। মসজিদ নির্মাণের পদক্ষেপ নিয়ে ছিলেন। শেষ কালে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের লিখিত অনুমতি পেয়ে নিজ বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে নিজ খরচে জামা'তের জন্য একটি নামায সেন্টার নির্মাণ করে গেছেন।

লন্ডনে যে এলাকায় বসবাস করতেন সেখানেও জামা'তের প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে দীর্ঘদিন খেদমত করেছেন। খেলাফতের ডাকে সর্বদা লাব্বায়েককারী নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সোমবার লন্ডনের ফযল মসজিদের সামনে বহু ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের নিয়ে হুযূর আকদাস (আই.) মরহুমের জানাযা হাজের পড়ান। মৃত্যুকালে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আপন ভাই, ভাতিজাসহ বহু গুণগ্রাহী ও শুভাকাঙ্খি রেখে গেছেন, তার মৃত্যুতে এলাকাবাসীর মাঝে শোকের ছায়া পড়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'লা তার সকল নেক কাজ কবুল করুন এবং নেক ইচ্ছাসমূহ পূরণ করুন এবং জান্নাতের সুশীতল ছায়াতলে স্থান দান করুন এই দোয়া করার জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মৌলভি শাহ আলম খান
ও মরিয়ম সিদ্দিকা শরাফত

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত গত শুক্রবার ২০ মার্চ ২০১৫-এর জুমুআর খুতবার সারমর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (২০ মার্চ ২০১৫) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, আজ যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সূর্য গ্রহণ হয়েছে, আমরা মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুসারে আজ কুসুফের নামায পড়েছি। এছাড়া দোয়া, ইস্তেগফার ও সাধ্যমতো সদকা দেয়ারও নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার অন্যতম একটি নিদর্শন হচ্ছে, পবিত্র রমযান মাসের নির্ধারিত তারিখে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ যা যথারীতি ১৮৯৪ ও ৯৫ সালে প্রাচ্যে ও প্রতিচ্যে প্রদর্শিত হয়েছে। এছাড়া এই মার্চ মাসের ২৩ তারিখেই তিনি (আ.) আহমদীয়া জামা'তের ভিত্তি রেখেছেন এবং হাদীস অনুসারে জুমুআর সঙ্গে মসীহ্ মাওউদ এর সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। এই তিনটি বিষয় যুগপৎ একসঙ্গে পূর্ণ হচ্ছে বিধায় আজকের দিনটি আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর তিনি হাদীসের আলোকে সূর্য গ্রহণের বিবরণ, এ সম্পর্কে করণীয় এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচনাবলী হতে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সম্পর্কিত বিভিন্ন অংশ পাঠ করেন এবং এই ঐশী নিদর্শন দেখে যেসব সদাত্মা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হয়েছিলেন তাদের ঈমান আনার ঘটনা বর্ণনা করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-বলেন, সে যুগে যখন জ্যোতিষিরা ঘোষণা দেয় যে, এবছর রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হবে তখন সমসাময়ীক মৌলভীরা বলে, এটি হতে পারে না কেননা এটি ইমাম মাহদীর সত্যতার লক্ষণ। কিন্তু নির্ধারিত দিনে গ্রহণ লাগলে তারা বলে, এই গ্রহণ হাদীসে বর্ণিত বক্তব্য সম্মত নয় কেননা হাদীসে চাঁদের প্রথম তারিখে গ্রহণ লাগার কথা আছে কিন্তু যখন তাদের বলা হয় যে, হাদীসে 'হেলাল' নয় বরং 'কৃমর' শব্দ রয়েছে আর প্রথম তারিখের চাঁদকে আরবীতে হেলাল বলা হয়। তখন তারা নিজেদের বোকামী বুঝতে পেরে ভিন্ন সুর ধরে, এই হাদীসের বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য নয়। অথচ দেখুন! মহানবীর কোন কথা যদি বাস্তবরূপ লাভ করে তখন এর বর্ণনাকারী কতটা নির্ভরযোগ্য তা আর বিচারের অপেক্ষা রাখে না। সবশেষে গ্রহণের বিষয়টি সঠিক মেনে নিলেও তারা বলে, তুমি ইমাম মাহদী নও বরং এখন সময় হয়ে গেছে তিনি আসবেন।

এই হলো মোল্লাদের নির্বুদ্ধিতা। কোন দাবীকারকের উপস্থিতিতে যদি ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে খোদা ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন করেন তাহলে তা সেই দাবীকারকের সত্যতারই অকাট্য প্রমাণ বহন করে। এটি তাদের বোধগম্যের উর্ধ্বে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এই গ্রহণদ্বয়ের পর হাজার হাজার মানুষ আমার হাতে বয়আত করেন। এদের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র এবং কমশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র যাচাই করা এবং সত্য হলে তাঁকে মহানবীর সালাম পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে শত শত মাইল পায়ে হেঁটে কাদিয়ান আসেন। মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা এসব মানুষ যাতে কাদিয়ান আসতে না পারে সেজন্য বিভিন্ন ফন্দি-ফিকির করে কিন্তু তাসত্ত্বেও সত্যের টানে এসব পবিত্রাত্মারা কাদিয়ান পৌঁছেন, খোদার পবিত্র মসীহ্‌র হাতে বয়আত করেন এবং তাঁর সাহচর্যে ধন্য হন।

এরপর হুযূর (আই.) একাধারে মৌলভী বদরুদ্দিন সাহেব, মিয়াঁ ছাহেব দ্বীন সাহেব, মিয়াঁ উমর দ্বীন সাহেব, শেখ আমীর উদ্দিন সাহেব কাজী মওলা বক্স সাহেব, মওলানা ইব্রাহীম বাকাপুরী সাহেব, সৈয়দ নযীর হোসেন শাহ্ সাহেব, সৈয়দ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব, মির্যা আইউব বেগ সাহেব, মৌলভী গোলাম রসূল সাহেব, হযরত ভাইজ্বী আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী এবং শেখ নাসির উদ্দিন সাহেব রাযিআল্লাহু আনহুমদের আহমদীয়াত গ্রহণের ঈমান উদ্দিপক ঘটনা বর্ণনা করেন।

সবশেষে হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ এ যুগের লোকদেরও বিবেক-বুদ্ধি দান করুন যাতে তারা যুগ মসীহ্‌র বিরোধিতা পরিত্যাগ করে তাঁর জামা'তভুক্ত হতে সক্ষম হয়।

> **"আল্লাহ্ তা'লা এ যুগের লোকদের বিবেক-বুদ্ধি দান করুন যাতে তারা যুগ মসীহ্‌র বিরোধিতা পরিত্যাগ করে তাঁর জামা'তভুক্ত হতে সক্ষম হয়।"**

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরালিওন জামা'তের ৫৩তম বার্ষিক জলসা সফলভাবে অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সিয়েরালিওনের ৫৩তম বার্ষিক জলসা গত ৭-৯ মার্চ, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে হুযূর আনোয়ার (আই.) বিশেষ বাণী প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর বাণীতে জামা'তকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, ইসলামের সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য জামা'তের সকল সদস্যকে আত্মসংশোধন এবং খোদাভীতির উন্নত মানে অধিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এজন্য জামা'তের সকল সদস্যের আত্মবিশ্লেষণ এবং নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির চেষ্টা করা উচিত আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও জামা'তের কাছে এই প্রত্যাশাই রেখেছেন।

এ বছরও দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি Dr. Ernest Bai Koroma ৬জন মন্ত্রী এবং ২জন প্রতিমন্ত্রীসহ এই জলসায় যোগদান করেন। তিনি লাগাতার তিনঘন্টা জলসাগাহে উপস্থিত থেকে কার্যক্রম মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন। এছাড়া বিভিন্ন মুসলমান দেশের রাষ্ট্রদূত ও সরকারী ও বেসরকারী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং তিন শতাধিক অ-আহমদী ইমামও এই মহতি জলসায় যোগদান করেন।

সিয়েরালিওনের মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তব্যে হুযূর আনোয়ার (আই.), জামা'তের আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মওলানা সাইদুর রহমান সাহেব এবং জামা'তের আপামর সদস্যদের 'বো' শহরে ৫৩তম বার্ষিক জলসা আয়োজনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর এবং আকর্ষণীয় শিক্ষামালা অনুসরণের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করেছে যে, ইসলাম শান্তিপূর্ণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ধর্ম এবং কোনক্ষেত্রেই উগ্রতা ও সন্ত্রাসের শিক্ষা দেয় না।

জলসার পুরো কার্যক্রম সিয়েরালিওনের জাতীয় টেলিভিশন SLBC TV সরাসরি সম্প্রচার করে। আহমদীয়া মুসলিম রেডিও এবং জাতীয় SLBC ছাড়াও ৩০টি রেডিও চ্যানেল জলসার লাইভ কভারেজ প্রদান করে। এছাড়া দেশের জনপ্রিয় ১১টিরেডিও চ্যানেল জলসায় সংবাদ ফলাও করে প্রচার করে। ১৩টি পত্র-পত্রিকা জলসার সচিত্র সংবাদ প্রকাশ করেছে। জলসায় দেশের ৬৯১টি জামা'ত থেকে মোট ১৭৯৭৭ জন উপস্থিত ছিলেন আর এদের মধ্যে ৬১২৩জন ছিলেন নবাগত আহমদী আর ২৩৪১জন ছিলেন অ-আহমদী অতিথি। এসময় ৩৫০জন বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন বলেও সূত্র জানিয়েছে।

স্বনামধন্য চিকিৎসক শহীদ ড. মেহেদী আলী স্মরণে লন্ডনে আয়োজিত স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান এবং তাঁর রচিত বইয়ের মোড়ক উম্মোচন

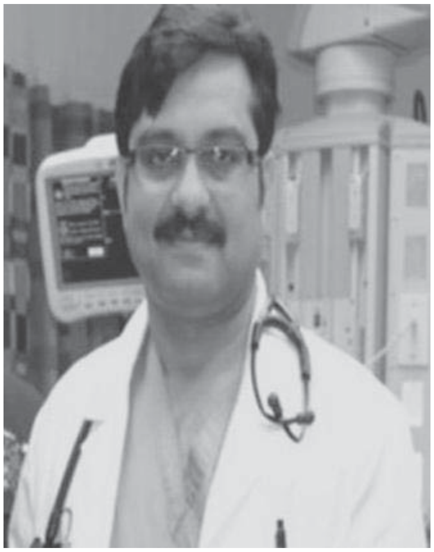

কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র ডা. মেহেদী আলী এক অতি পরিচিত মুখ, সেখানে তিনি অনেক বছর ধরে বসবাস করেছেন এবং সম্প্রতি অহিও ফেয়ারফিল্ড মেডিকেল সেন্টারে কর্মরত ছিলেন। তিনি তার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাকিস্তানের দুঃস্থ ও অসহায় লোকদের সেবায় উৎসর্গ করেছেন, এছাড়া আর্থিকভাবেও তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তিনি অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে রাবওয়াতে অবস্থিত তাহের হার্ট ইনস্টিউটে গমন করতেন এবং এ সময় বিনামুল্যে গরীব ও দুঃস্থদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করে আনন্দ পেতেন।

কিন্তু একটি দুঃখজনক দুর্ঘটনায় গত ২৬ মে, ২০১৪ তারিখে ডা. মেহেদী আলী সাহেব দু'জন আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। এবং এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে রাবওয়াতে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম কবরস্থানের সম্মুখে।

কিছুদিন পূর্বে তালিমুল ইসলাম কলেজের প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ তাঁর বর্ণাঢ্য কর্ম-জীবনের স্মরণে একটি বিশেষ পুস্তক প্রকাশ করে, যার রচয়িতা ছিলেন ডা. মেহেদী আলী সাহেব নিজেই। গত ৯ জানুয়ারী, ২০১৫ তারিখে লন্ডনে অবস্থিত মসজিদ বাইতুল ফুতুহ'তে এই পুস্তকের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উর্দু কবিতার এই পুস্তকটির নাম "বারঘ-এ-খ্যায়াল" অর্থাৎ, এই পুস্তকে ডা. মেহেদী আলী আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ও ভক্তির কথা ফুটিয়ে তুলেছেন নিপূনভাবে।

জনাব আসেফ মাহমুদ বাসেত উক্ত পুস্তক থেকে এমন কয়েকটি পঙতি পাঠ করেন, যাতে ডা. মেহেদী আলী সাহেবের আল্লাহ্, খিলাফত এবং মানবতার প্রতি গভীর ভালবাসার চিত্র ফুটে উঠেছে।

মরহুম ডা. মেহেদী আলী সাহেবের বড় ভাই, জনাব হাদী আলী চৌধুরী সাহেব তাঁর কনিষ্ঠ ভাইয়ের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত এবং খিলাফতের প্রতি তাঁর আনুগত্যর মান কীরূপ ছিল তার সুনিপুন দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন।

ডা. মেহেদী আলী সাহেব রচিত একটি পদ্য পাঠ করেন জনাব ওমর শরীফ, যা উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের আমীর জনাব রফিক আহমদ হায়াত ডা. মেহেদী আলী সাহেবের জীবনী সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। চিকিৎসা সাস্ত্রে তাঁর অর্জন এবং মানবসেবায় তাঁর অসাধারণ অবদানের কথা শ্রদ্ধেয় আমীর সাহেব তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

দোয়ার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

ডেনমার্কের কোপেন হেগেন শহরে ‘ওয়াকারে আমল’ কার্যক্রম

বিগত ৪ বছর ধরে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ডেনমার্ক নববর্ষ উপলক্ষে কোপেন হেগেনের পৌরসভার সামনে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় ওয়াকারে আমল করছে। এপথ দিয়ে যাতায়াতকারী সকল পথযাত্রী এবং প্রচারমাধ্যমে এই সংবাদ শোনার পর মানুষের কাছ থেকে খুব ভালো সাড়া পাওয়া গেছে। এ বছরও বা'জামাত তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাযের পর মোহতরম আমীর সাহেব দরস প্রদান করেন। এরপর খোদ্দামরা পৌরসভার সম্মুখে সমবেত হয় এবং ৫০ জন খোদ্দাম, আতফাল এবং আনসার এই সেবামূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন।

এই ওয়াকারে আমলের সংবাদ প্রচার মাধ্যমে কয়েক ঘন্টার মধ্যে এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে, ১২টি পত্রিকা এবং জাতীয় টেলিভিশনে তাৎক্ষণিকভাবে এর সচিত্র সংবাদ পরিবেশন করা হয়। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও এই ওয়াকারে আমলের সংবাদ এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে, তা সন্ধ্যানাগাদ ডেনমার্কস্থ মিডিয়ার সকল রেকর্ড ভেঙে ফেলে। এটি স্বল্প সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শেয়ার করা হয়েছে। সকল রেকর্ড ভঙ্গ করার কারণে জাতীয় টেলিভিশন সান্ধ্যকালীন টক শো'তে আয়োজকদের আমন্ত্রণ জানান। প্রথমে তারা ওয়াকারে আমল সংক্রান্ত একটি ভিডিও ফুটেজ প্রদর্শন করে এবং এ সম্পর্কে স্থানীয় লোকদের মতামত তুলে ধরে। এ সম্পর্কে পৌরকর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে যে ভিডিও ফুটেজ প্রেরণ করে তা ও সম্প্রচার করা হয়। এ সংবাদটি এখন পর্যন্ত ৩০ লক্ষাধিক মানুষ পাঠ করেছেন, দেড় লক্ষাধিক মানুষ এটি পছন্দ করেছেন এবং আট সহস্রাধিক মানুষ এ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত দিয়েছেন। ২০ হাজারের বেশি মানুষ নিজের ফেইসবুক পেইজে এটি শেয়ার করেছেন। একইভাবে পরিবহন মন্ত্রী Magnus Heuicke-ও এটি পছন্দ করেন এবং তার পেইজে এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। শুধু ডেনমার্কই নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রচারমাধ্যমও এই মানবসেবামূলক কর্মকান্ডের সংবাদের পাশাপাশি জামাতের পরিচিতিও তুলে ধরেন। অগণিত মানুষ মিশন হাউজে ফোন করে জামাতকে ধন্যবাদ জানান। ডেনমার্কে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাস তাদের নিজস্ব ফেইসবুক পেইজে এই সংবাদটি আপলোড করে এবং তারা যে মন্তব্য করে তা হচ্ছে, **“আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এই মানব সেবামূলক কাজ করেছে, তারা ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর চিত্র ইউরোপবাসীর সামনে তুলে ধরছে। অথচ এর বিপরীতে আমরা সরকারী মুসলমানরা যা করেছি তাহলো, আমরা তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দিয়েছি।”** সকল স্বেচ্ছাসেবীর পরিশ্রম আল্লাহ্ কবুল করুন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, হল্যান্ডে তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত হল্যান্ড বিভিন্ন তবলিগী অনুষ্ঠানাদির আয়োজনের মাধ্যমে হল্যান্ডবাসীর কাছে ইসলাম ও আহমদীয়াতের পয়গাম পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টায় অবিরত কাজ করে যাচ্ছে। এ বছর জানুয়ারী মাসে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন রিজিয়নে New year reception এর আয়োজন করা হয়, আগে থেকেই রেডিও, টিভি ও পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন ও দাওয়াতি পত্রের মাধ্যমে সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আলহামদুলিল্লাহ্, এ বছর পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যায় মেহমানদের আগমন ঘটে যারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানার বেশী আগ্রহ নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে আলোচনা ও মসজিদের গুরুত্ব ও এর আসল তত্ত্ব সম্পর্কে মেহমানগণ জানতে পেরে বিমোহিত হন। স্থানীয় কাউন্সিল অফিস সমূহের মেম্বারগণ ও বিশিষ্ট জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরাও এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের বিভিন্ন প্রশ্নে অত্যন্ত সন্তোষজনক উত্তর ও ইসলাম ও আহমদীয়াতের পয়গাম সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। আধ্যাত্মিক খাদ্যের সাথে সাথে মুখরোচক ও সুস্বাদু খদ্যেরও ব্যবস্থা ছিল। মেহমানদের ইসলামী বই পত্রের পেকেট উপহার দেওয়া হয়। দেশের স্থানীয় ও জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলো এই মহতি অনুষ্ঠানগুলোর সংবাদ ফলাও করে প্রচার করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

বেলজিয়ামের হাসেল্ট জামা'তে পবিত্র কুরআন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

গত ৯ই নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বেলজিয়ামের হাসেল্ট শাখা ১ম কুরআন প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের ভেতর ইসলাম সম্পর্কে যেসব ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে তা দূর করা।

লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে ভবিষ্যদ্বাণী সমৃদ্ধ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত যা বর্তমানে পূর্ণ হচ্ছে তা এবং অন্যান্য বিষয় যেমন “ইসলামে জিহাদ”, “নারীর অধিকার” ইত্যাদি সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত সমৃদ্ধ ব্যানার দ্বারা প্রদর্শনী কক্ষ সজ্জিত করা হয়, যাতে দর্শনার্থীরা এসব শিক্ষা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত হতে পারে। এছাড়া দর্শনার্থীদের দেখার জন্য ৪০টি ভাষায় অনূদিত পবিত্র কুরআন প্রদর্শন করা হয়, এসব অনুবাদ দর্শনার্থীদের দৃষ্টি কাঁড়তে সক্ষম হয়।

দর্শনার্থীরা এই আয়োজনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের আঞ্চলিক মিশনারী মোহতরম তৌসিফ আহমদ সাহেবের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের কাছে পবিত্র কুরআন ও ইসলামের সঠিক ও মৌলিক শিক্ষামালা তুলে ধরা।

আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অপার অনুগ্রহে বেলজিয়াম জামা'তকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এরূপ কুরআন প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষামালা তুলে ধরার সৌভাগ্য দিচ্ছেন। আল্লাহ্ নিজ করুণায় জামা'তের এই সেবা গ্রহণ করুন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ওয়াক্‌ফে নও ইজতেমা অনুষ্ঠিত

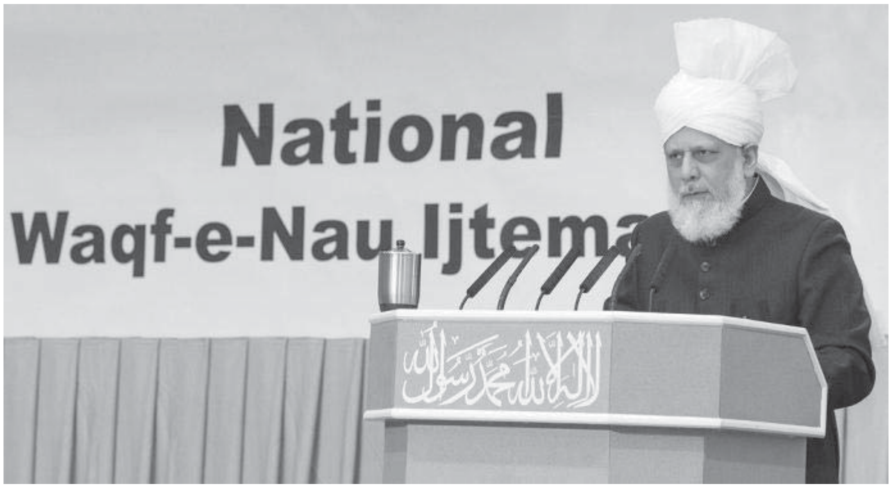

গত ২৮ ফেব্রুয়ারী এবং পহেলা মার্চ যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ওয়াক্‌ফে নও ইজতেমা-২০১৫, যা প্রতি বছর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্য কর্তৃক আয়োজিত হয়ে থাকে। যুক্তরাজ্যে অবস্থিত লাজনা এবং খোদ্দাম ওয়াক্‌ফে নও সন্তানরা যথাক্রমে ২৮ ফেব্রুয়ারী এবং পহেলা মার্চ এ ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। এ বছর উক্ত ইজতেমার দু'দিনই হযরত খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আই.) উপস্থিত ছিলেন এবং ওয়াক্‌ফে নও সন্তানদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। সর্বমোট ১ হাজার একশত ছেলে ওয়াক্‌ফে নও এবং আটশ'রও বেশি মেয়ে ওয়াক্‌ফে নও সন্তান উক্ত ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন, যেখানে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক কর্মশালা এবং বক্তৃতা প্রদান করা হয়।

গত বছরের তুলনায় এ বছরের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কিছু বেশি ছিল। এছাড়াও আট শতাধিক ওয়াক্‌ফে নও অভিভাবক দু'দিন ধরে এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করে তাদের সন্তানদের উৎসাহ প্রদান করেন। দু'দিন ধরে বিভিন্ন শিক্ষামুলক এবং অনুশীলনমূলক অধিবেশনের আয়োজন করা হয়, যা ওয়াক্‌ফে নও সন্তানদের জন্য খুবই কার্যকর এবং উপকারী ছিল। এরমধ্যে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, তার কয়েকটি হলো: ওয়াক্‌ফে নওদের দায়িত্ব, নতুন ভাষা শিক্ষা, জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্য, হিউম্যানিটি ফার্স্ট ইত্যাদি। দু'দিনব্যাপী এ ইজতেমার দু'দিনই ছিলো ওয়াকফে নও সন্তানদের জন্য অনেক সৌভাগ্যের ব্যাপার, কেননা দু'দিনই সমাপণী অধিবেশনে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আই.) ওয়াক্‌ফে নও সন্তানদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন, যা ছিল খলীফার দিক-নির্দেশনায় ভরপুর এবং এর বিষয়বস্তু ছিল কীভাবে ওয়াক্‌ফে নও সন্তানরা তাদের জীবন-যাপন উত্তমরূপে পরিচালিত করতে পারেন।

হুযূর (আই.) বলেন, প্রত্যেকটি ওয়াকফে নও সন্তানের দায়িত্ব হলো, ইসলামের শান্তিমূলক শিক্ষাকে নিজেদের ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে তুলে করা। লাজনা ওয়াকফে নওদের উদ্দেশ্যে হুযূর (আই.) তাঁর বক্তব্যে বলেন, শিক্ষা গ্রহণ জরুরী একটি বিষয় এবং আরো বলেন, এটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক যে, ইসলাম নারীদের শিক্ষাগ্রহণে নিরুৎসাহিত করে। হুযূর (আই.) আরো বলেন, এটি খুবই গুরুত্বপুর্ণ যে, ওয়াকফে নও স্কীমে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সন্তানের নামাযে নিয়মিত হতে হবে এবং পাশাপাশি প্রতিদিন পবিত্র কুরআন অর্থসহ পাঠ করা অত্যাবশ্যক। তিনি বলেন, আহমদী মুসলমানদের যখন নিজের বিশ্বাস সম্পর্কে পুরো ধারনা থাকবে, কেবলমাত্র তখনই তা বিশ্বব্যাপী প্রচারে সক্ষম হওয়া সম্ভব।

হুযূর (আই.) আরো বিশদ বিবরণে যান এবং বলেন, আজকাল অনেক যুবক-যুবতী আছে যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, ইসলামের শিক্ষা থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছে অথচ মনে করে তারা ইসলাম পালন করছে। এমন যুবক-যুবতী সিরিয়া যাচ্ছে ইসলামের খাতিরে, কিন্তু বাস্তবে তাদের ইসলামী শিক্ষার সাথে দূরতম সম্পর্কও নেই।

হুযূর (আই.) বলেন, ওয়াক্‌ফে নও সন্তানদের বাইরে যাওয়া উচিত এবং অন্যদের কাছে ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষাসমূহ প্রচার করা উচিত এবং এটি ইসলামের খাতিরে বড় একটি কাজ বলে গণ্য হতে পারে। তিনি বলেন, যদি প্রত্যেকটি ওয়াক্‌ফে নও ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষাসমূহ তাদের নিজেদের আশেপাশে প্রচারের দায়িত্ব নিতে পারে, তাহলে ইসলামের ভাবমূর্তি একটি বড় জনগোষ্ঠির কাছে পৌঁছুতে সক্ষম হবে। দু'দিনব্যাপী এই ইজতেমার কার্যক্রম হুযূর (আই.)-এর দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

হুযূর (আই.) বলেন, প্রত্যেকটি ওয়াকফে নও সন্তানের দায়িত্ব হলো, ইসলামের শান্তিমূলক শিক্ষাকে নিজেদের ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে তুলে করা। লাজনা ওয়াকফে নওদের উদ্দেশ্যে হুযূর (আই.) তাঁর বক্তব্যে বলেন, শিক্ষা গ্রহণ জরুরী একটি বিষয়, এটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক যে, ইসলাম নারীদের শিক্ষাগ্রহণে নিরুৎসাহিত করে। হুযূর (আই.) আরো বলেন, এটি খুবই গুরুত্বপুর্ণ যে, ওয়াকফে নও স্কীমে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সন্তানের নামাযে নিয়মিত হতে হবে এবং পাশাপাশি প্রতিদিন পবিত্র কুরআন অর্থসহ পাঠ করা অত্যাবশ্যক। তিনি বলেন, আহমদী মুসলমানদের যখন নিজের বিশ্বাস সম্পর্কে পুরো ধারনা থাকবে, কেবলমাত্র তখনই তা বিশ্বব্যাপী প্রচারে সক্ষম হওয়া সম্ভব।

সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে এবছর আহমদীয়া জামাত, সুইজারল্যান্ড বিভিন্ন অঞ্চলে তরবীয়তি ক্লাস আয়োজন করার সুযোগ লাভ করে। এবছর কেন্দ্র জাতীয় তরবীয়তি ক্লাস আঞ্চলিক পর্যায়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যাতে যেসব সদস্য দূর-দূরান্তে বসবাস করেন তারাও এতে যোগদান করতে সক্ষম হন।

সুইজারল্যান্ড জামাত মোট তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত বিধায় এসব ক্লাস ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয় তবে, সিলেবাস ছিল একই।

পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে ক্লাসের সূচনা হয়। এরপর মিশনারী ইনচার্জ মোহতরম সাদাকাত আহমদ সাহেব বিভিন্ন নির্দেশনা ও দোয়ার মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম শুরু করেন। উদ্বোধনী বক্তৃতার পর পবিত্র কুরআনের দরস প্রদান করা হয়। এরপর মিশনারী ইনচার্জ সাহেব নামাযের গুরুত্ব, এর প্রয়োজন এবং এর অনুবাদ শেখা সম্পর্কে মূল্যবান নসীহত করেন।

যোহর ও আসরের নামায শেষে বিরতি দেয়া হয়। এরপর ন্যাশনাল সেক্রেটারী অডিও ভিডিও জনাব বাসালত আহমদ এমটিএর গুরুত্ব সম্পর্কে ক্লাসকে অবহিত করেন। তারপর জামাতের মুরব্বী মোহতরম নাবীল আহমদ সাহেব পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে কীরূপ সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকা উচিত সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বিশেষভাবে পাশ্চাত্য সমাজে সন্তানের সঙ্গে পিতামাতার আচরণ কীরূপ হওয়া উচিত তা বর্ণনা করেন। এরপর একজন মুসলমান কীভাবে নিজের মাঝে উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে পারে এ সম্পর্কে একটি কর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়। প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে প্রথম দিনের ক্লাস শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনও সকাল ১০টায় কুরআন পাঠের মাধ্যমে ক্লাস শুরু হয়। এদিন মিশনারী ইনচার্জ সাহেব ইতায়াত বা আনুগত্য সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, সূরা নিসার আলোকে উলিল আমরের আনুগত্যও আবশ্যক। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকারই নয় বরং সকল পর্যায়ের কর্মকর্তার আনুগত্যও আবশ্যক। এদিন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কর্মশালা করা হয় আর বিষয়টি ছিল, ‘আমরা কীভাবে ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দিতে পারি’।

নামায ও বিরতির পর একটি প্রশ্নোত্তর সভা হয় আর সবেশেষে জামাতের আমীর সাহেব ক্লাসে উপস্থিত সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ নসীহত করেন। দোয়ার মাধ্যমে এই মহতি ক্লাসের সমাপ্তী ঘোষণা করা হয়।

বেলজিয়ামের ওসট্যান্ডে শহরে পবিত্র কুরআন প্রদর্শনী

গত ৩ থেকে ৮ই নভেম্বর,২০১৪ তারিখে বেলজিয়ামের ওসট্যান্ডে (Oostende) শহরের একটি প্রসিদ্ধ সেন্টারে পবিত্র কুরআন প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল, অত্রাঞ্চলের লোকজন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের ভেতর ইসলাম সম্পর্কে যেসব ভুল বোঝাবুঝি আছে তা দূর করা এবং পবিত্র কুরআন এবং ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা মানুষের সামনে তুলে ধরা।

এই উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত নির্বাচিত আয়াত যেমন জিহাদ, নারীর অধিকার এবং বর্তমান যুগ সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে খচিত ব্যানার দ্বারা প্রদর্শনীর হলটি সজ্জিত করা হয়। যাতে দর্শনার্থীরা কুরআনের আলোকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালা সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারে। এছাড়া প্রদর্শনীতে পবিত্র কুরআনের ৪০টি ভাষায় অনুবাদ প্রদর্শন করা হয়।

এই প্রদর্শনী দেখার জন্য স্থানীয় লোকজনের পাশপাশি বিভিন্ন দেশের নাগরিকরাও আসেন। এ সময় তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করেন আর এর উত্তর প্রদানের জন্য বিভিন্ন রিজিওনের মুবাল্লিগগণ এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারা শুধুমাত্র দর্শনার্থীদের মূল্যবান প্রশ্নেরই উত্তর দেননি বরং স্থানীয় জামা'তের লোকদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দেন এবং অনেক বিষয়ে তাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

৬দিন ব্যাপী এই প্রদর্শনী দেখার জন্য দলে দলে দর্শনার্থী আসেন এবং ইসলাম ও আহমদীয়াতের অনুপম ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষা নিয়ে ঘরে ফেরেন।

আহমদীয়া জামা'ত বেলজিয়ামকে এমন একটি প্রদর্শনী আয়োজনের সৌভাগ্য দেয়ার জন্য পুরো জামা'ত অবনত চিত্তে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, জার্মানিতে তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জার্মানি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সারা বছর জুড়েই তবলীগি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে, এরই ধারাবাহিকাতায় কিছুদিন পূর্বে ইুঁনঁৎম শহরে আরো একটি তবলীগি অনুষ্ঠান আয়োজন করে। পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়, এরপর জামা'তের ছোট্ট শিশুরা জার্মান ভাষায় অনুদিত নাত পরিবেশন করে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আমন্ত্রিত অথিতিদের ইসলাম ও আহমদীয়াত সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এরপর জার্মানি জামাতের মিশনারী মোহতরম আতহার সোহেল সাহেব, ইসলাম যে শান্তির ধর্ম এর সঠিক চিত্র উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, একজন সত্যিকার মুসলমান তার কর্ম ও আচার-ব্যবহারের মাধমে সমাজের জন্য পথ প্রদর্শক স্বরূপ। একজন অতিথি এমটিএ'কে নিজ অভিব্যক্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “আমার মনে হয়, তোমাদের জামা'তই সমাজে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে"।

এছাড়া Florsheim এবং Regensburg শহরে জার্মানি জামাত আরো কিছু তবলীগি অনুষ্ঠান, তথ্যচিত্র ও পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করে যা স্থানীয় বাসীন্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। তারা গভীর আগ্রহ নিয়ে জামা'তের পরিচিতি মূলক বই-পুস্তক ও প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। কয়েকজন দর্শনার্থী তাদের অভিব্যক্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “এই প্রদর্শনী আমার খুবই ভালো লেগেছে, ইসলাম সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না, গণমাধ্যমে সঠিক সংবাদ পরিবেশন করা হয়না”। অপর এক দর্শনার্থী বলেন, “আপনাদের প্রচেষ্টা খুবই আশাব্যঞ্জক, আমি বাসায় গিয়ে পড়ার জন্য আপনাদের কিছু বই নিয়ে যাচ্ছি”।

আল্লাহ্ তা'লা আয়োজনকারীদের এরূপ মহতি উদ্যোগ সাফল্য মন্ডিত করুন, আমীন।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ

গত কয়েক দশক ধরে আহমদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে পাকিস্তানে নির্যাতিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশে এ অবস্থার পরিবর্তন হলেও পাকিস্তানে দিন দিন এ অবস্থা কঠিন রূপ ধারণ করছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি বেশী বিনত হতে হয়। গত ৩০ মে ২০১৪ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পুনরায় পুরো জামাতকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নোল্লিখিত ১০টি দোয়া বেশী করে করার আহ্বান করেছেন।

১. সূরা ফাতিহা অধিক হারে পাঠ করা।

২. দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করা ।

৩. আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ সম্বলিত নীচের ইলহামী দোয়াটিও বেশী বেশী করা।

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ سُبۡحَانَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ"

অর্থঃ আল্লাহ্ অতীব পবিত্র এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রশংসাসহ বিরাজমান। আল্লাহ্ পবিত্র যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

পবিত্র কুরআনের দোয়া

৪

رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।" (সূরা বাকারা : ২৫১)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ ہَدَیۡتَنَا وَ ہَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَۃً ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَہَّابُ

"রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।" (সূরা আলে ইমরান: ৯)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিয়ো না, আর তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে বিরাট রহমতের ভাগী কর, নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা।

৬

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ اِسۡرَافَنَا فِیۡۤ اَمۡرِنَا وَ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানাগ ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরীন" (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের বাড়া-বাড়ি ক্ষমা কর। আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া

৭

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ رَبِّیۡ مِنۡ کُلِّ ذَنۡبٍ وَّ اَتُوۡبُ اِلَیۡہِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ: আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

৮

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجۡعَلُکَ فِیۡ نُحُوۡرِھِمۡ وَنَعُوۡذُبِکَ مِنۡ شُرُوۡرِھِمۡ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থঃ হে আমার আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

৯

رَبِّ کُلُّ شَیۡءٍ خَادِمُکَ
رَبِّ فَاحۡفَظۡنِیۡ وَانۡصُرۡنِیۡ وَارۡحَمۡنِیۡ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।

অর্থ: হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

১০

یَارَبِّ فَاسۡمَعۡ دُعَائِیۡ وَمَزِّقۡ اَعۡدَاءَکَ وَاَعۡدَائِیۡ وَاَنۡجِزۡ وَعۡدَکَ وَانۡصُرۡ عَبۡدَکَ وَاَرِنَا
اَیَّامَکَ وَ شَھِّرۡلَنَا حُسَامَکَ وَلَا تَذَرۡ مِنَ الۡکَافِرِیۡنَ شَرِیۡرًا

"ইয়া রাব্বি ফাসমা' দুয়ায়ী ওয়া মায্‌যিক আ'দায়াকা ওয়া'দায়ী ওয়ানজিয ওয়া'দাকা ওয়ানসুর আব্‌দাকা ওয়া আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহহিরলানা হুসামাকা ওয়ালা তাযার মিনাল কাফিরীনা শারীরা।"

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার মিনতি শোন। আর তোমার ও আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তোমার বান্দাকে সাহায্য কর আর তোমার নিদর্শন প্রকাশের দিন আমাদেরকে দেখাও। আর তোমার তীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক আমাদেরকে দেখাও এবং অস্বীকারকারীদের মাঝ থেকে কোন বিদ্বেষীকে ছেড়ে দিয়ো না।

পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, "বোরকা সম্বন্ধে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বোরকা যেন জাকজমক ও আরম্বড়পূর্ণ না হয়। বোরকার কাপড় যেন এমন না হয় যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর এর কাপড় কাটা ও শেলাইয়ের সময় যেন লৌকিকতা অবলম্বন না করা হয়। বরং বোরকা যেন সাদামাটা কাপড় দিয়ে সাধারণভাবে শেলাই করে ঢিলে ঢালা করে তৈরী করা হয়, যাতে শরীরের গঠন বা কাঠামো গোপন থাকে। বোরকা এমনভাবে বানাতে হবে যাতে পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে বোরকাই যেন লৌকিকতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, আর দেহের গঠন যেন প্রকাশ না পায়।"

"আমি এ খুতবার মাধ্যমে ঐ সকল লোকদের– যারা নিজেদের স্ত্রীকে বেপর্দায় রাখেন তাদের তাকিদ দিচ্ছি এবং তাদেরকে স্বীয় ইসলামের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ...মিশ্র মজলিসে মেয়েদের যাওয়া এবং পুরুষদের সামনে নিজেদের মুখ অনাবৃত করা এবং তাদের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলা ...এই সমস্তই নাজায়েজ কাজ। প্রয়োজনের সময় শরিয়ত তাদের কোন-কোন কাজের স্বাধীনতাও দান করেছে।

...কোন জটিলতাই এমন নয় যে, এর প্রতিকার শরিয়তে রাখেনি। কিন্তু এত বড় পুরস্কার দেয়া সত্ত্বেও যে খোদা তা'লা মানুষের সুবিধার জন্য সর্ব প্রকারের বিধান দিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি পর্দা পরিত্যাগ করে তাহলে এর অর্থ সে কুরআনের অবমাননা করে। এরূপ মানুষের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আমাদের জামা'তের মহিলা ও পুরুষদের জন্য এটা ফরজ যে, তারা যেন এরূপ আহমদী পুরুষ ও আহমদী নারীদের সাথে কোন সম্পর্ক না রাখেন।" (খুতবা জুমুআ, ৬ জুন ১৯৫৮)

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) বলেন- "কুরআন তাদেরকে (আহমদী মহিলাদের) এই বলে পর্দার হুকুম দিয়েছে, হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।" (আল ফযল, ২৫ নভেম্বর, ১৯৭৮)

> **"হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।"**

তিনি নরওয়ের রাজধানী অসলোতে এক অনুষ্ঠানে বলেন- "যে মহিলারা পর্দা করা জরুরী মনে করে না তাদের কাছে আমার প্রশ্ন তারা পর্দা ত্যাগ করে ধর্মের কি সেবা করেছে? এখন কেউ কেউ বলে থাকে আমাদেরকে এখানে পর্দা না করার অনুমতি দেওয়া হোক, এরপর তারা বলবে আমাদেরকে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে সমুদ্রে গোসল করার ও বালুতে শুয়ে থাকার অনুমতি দেয়া হোক। আমি বলবো এরপর তারা যেন দোযখে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শাস্তি নাযেলের পূর্বে যেন তারা নিজে নিজেই ভাল হয়ে যায়।" (পর্দা প্রগতির দিশারী)

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নসিহত করে বলেন, "বোরকার মাঝেও যেন কোন সীমাতিরিক্ত ফ্যাশন না করা হয়। প্রত্যেক সভায় আহমদী বাচ্চাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করুন, আমার বেশি বড় বড় কাজের দরকার নেই, শুধু এই কথাগুলোর উপর দৃষ্টি রাখুন–নামাযের অভ্যাস, পর্দার পাবন্দী, সন্তানদের তরবিয়ত ও বেপরোয়া ফ্যাশন থেকে বাঁচা, এ সকল বিষয়ের তদারকী করবেন। আপনাদের সততা থাকা উচিত। বাইরের পরিবেশের ক্ষেত্রে সন্তানদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।" (পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩১ ডিসেম্বর, ২০০৪)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায়
যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ
অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহ্‌মদী ও অন্যান্য প্রকাশনা
পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

www.ahmadiyyabangla.org

www.alislam.org
www.mta.tv

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

সৌজন্যে:

KENTO ASIA LTD
Garments & Buying House

KENTO STUDIOS
IT & Game Developer

Head Office: House No: 16, Road No: 13, Sector 3, Uttata, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:+880-2-8912349, 8919547, Fax:+880-2-8913396
Factory: Plot No: B-32, BSCIC Industrial Estate, Tongi, Gazipur, Bangladesh.
Tel: +880-2-9815695, 9815696
E-mail: managing-director@kento.org, info@kento.org
Web: www.kento.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং
আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 77 | 18th Issue

The Ahmadi Fortnightly

31th March, 2015 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com